শ্রীশ্রীদুর্গা ।

শরণং ।

সতীত্বচিত্রভানুকাব্য ।

নৈহাটী নিবাসি

গুণযুক্ত শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কবি মহাশয় কর্ত্তৃক

পাঁচ প্রবন্ধে নানাবিধ ছন্দে বিরচিত ।

ইদানী

শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর লাহার

আদেশানুসারে ।

কলিকাতা ।

চিতপুর রোড ৯৭।২ নম্বর কবিতারত্নাকর

যন্ত্রে মুদ্রিত প্রকাশ্য হইল ।

শকঃ ১৭৮২ মাহ ২৩ কার্ত্তিক ।

বিজ্ঞাপন।

ইনছানী নিবাসী গুণযুক্ত শ্রীযুত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় কবি মহাশয়ের রচিত এই সতীত্বচিত্রভানু কাব্য পুস্তকের স্বত্ব তিনি আমাকে দিয়াছেন ইহার স্বত্বাধিকারী আমি হইলাম অতএব, কোন ব্যক্তি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলে সমুচিত মূল্য দাবি আইন মাফিক তাঁহাকে দিতে হইবেক।

সন ১২৬৭
সাল কার্ত্তিক } শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

বিজ্ঞাপন।

আমি নিরন্তর পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক এই অভিনব কাব্য প্রস্তুত করিলাম। ইহার অধিকাংশই মদ্রচিত এবং কিয়দংশ ব্রহ্মখণ্ড ও অন্যান্য মান্য গ্রন্থোদ্ধৃত। এই পুস্তক সুবিবেচক পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সুন্দর রসে সম্মোহিত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোক ইহার বিবরণ বিশেষ রূপে জানিলে সতীত্বের উদাহরণ স্বরূপে ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষাকরিয়া তদনুসরণে সমর্থা হইবে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ সন্নিধানে স্তুতি সম্বোধনে আমার নিবেদন এই, যে তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এক এক বার পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা হয়।।

এই পুস্তক খানির রচনা সমাপ্ত হইবা মাত্রেই মুদ্রাঙ্কিনারম্ভ হইয়াছে, সুতরাং সময়াভাবে কোন পণ্ডিতের দ্বারা সংশোধন করানো হয় নাই, অতএব ইহাতে রচনার কিম্বা ভাবের দোষ থাকিবার সম্ভাবনার ভাবনা অবশ্যই করিতে হয় কেন না আমার অল্প বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞের পুস্তক রচনা বিষয়ে দোষ বিরহ এমত কোন মতে হইতে পারে না, কিন্তু তদ্দোষোদ্ধার বিষয়ে সাহস এই, যে সরল স্বভাব সাধুলোক শূর্পের ন্যায় স্বভাব গুণে গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক দোষ পরিত্যাগ করিতে ক্রটি করিবেন না। কিন্তু আশঙ্কা ও হইতেছে পাছে অসাধুরা চালনের ন্যায় স্বভাব বশতঃ সারভাগ ত্যাগ পূর্ব্বক অসারাংশ গ্রহণ করেন, তা, কি করা যায়।।

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মা ।

শ্রীশ্রীদুর্গা ।

শরণং ।

সতীত্বচিত্রভানুকাব্য ।

নৈহাটী নিবাসি

গুণযুক্ত শ্রীযুক্ত দীনাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কবি মহাশয় কর্তৃক

পদ্যময় প্রবন্ধে নানাবিধ ছন্দে বিরচিত ।

ইদানী

শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর লাহার

আদেশানুসারে ।

কলিকাতা ।

চিতপুর রোড্ ২৭১২ নম্বর কবিতারত্নাকর

যন্ত্রে মুদ্রিত প্রকাশ্য হইল ।

শকঃ ১৭৮২ মাহ ২৩ কার্ত্তিক ।

আমি বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক এই অভিনব কাব্য প্রস্তুত করিলাম। ইহার অধিকাংশই মদ্রচিত এবং কিয়দংশ ব্রহ্মখণ্ড ও অন্যান্য মান্য গ্রন্থোদ্ধৃত। এই পুস্তক সুবিবেচক পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ... রসে সম্মোহিত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোক ইহার বিবরণ বিশেষ রূপে জানিলে সতীত্বের উদাহরণ স্বরূপে ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষাকরিয়া তদনুসরণে সমর্থা হইবে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ সন্নিধানে স্তুতি সম্বোধনে আমার নিবেদন এই, যে তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এক এক বার পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা হয়॥

এই পুস্তক খানির রচনা সমাপ্ত হইবা মাত্রেই ... মুদ্রনারম্ভ হইয়াছে, সুতরাং সময়াভাবে কোন পণ্ডিতের দ্বারা সংশোধন করানো হয় নাই, অতএব ইহাতে রচনার কিম্বা ভাবের দোষ থাকিবার সম্ভাবনার ভাবনা অবশ্যই করিতে হয় কেন না আমার অল্প বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞের পুস্তক রচনা বিষয়ে দোষ বিরহ এমত কোন মতে হইতে পারে না, কিন্তু তদ্দোষোদ্ধার বিষয়ে সাহস এই, যে সরল স্বভাব সাধুলোক শূর্পের ন্যায় স্বভাব গুণে গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক দোষ পরিত্যাগ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কিন্তু আশঙ্কাও হইতেছে পাছে অসাধুরা চালনের ন্যায় স্বভাব বশতঃ সারভাগ ত্যাগ পূর্ব্বক অসারাংশ গ্রহণ করেন, তা, কি করা যায়॥

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

মঙ্গলাচরণ ও চিত্রকাব্য।

শ্রী কালীর পদাম্বুজে, মজরে স্ব মন।
উ দ্ধার হইবে ভবে, ছোঁবেনা শমন॥
মা-য়াতে কি মুগ্ধ হোয়ে, রবে চিরদিন।
চ রমে কি হবে, নাহি ভাব কোনো দিন॥
র'য়েছ নিশ্চিন্ত কেনো, ওরে মূঢ় মন।
ণ স্বরূপ কালী রূপ, চিন্ত অনুক্ষণ॥
চ পল স্বভাব তব, বুঝালে বুঝনা।
ট্টি লাইল পাপে তুমি, জেনে কি জাননা॥
টলিলে টানিয়া টিকি, লবে যম বল।
পা র হোতে চাও যদি কালী কালী বল॥
ধ্যা য় যাঁরে যোগীগণ, নয়ন মুদিয়া।
য মের গমস্থ পদ, যে পদ পূজিয়া॥
ক রেন যে গুণোগান শিব পঞ্চ মুখে।
বি ধাতা জপেন যেই, নাম চতুর্ম্মুখে॥
নি-শ্বময়ী তারা যিনি, সংসারের সার।
র তি নতি রাখ মন, শ্রীচরণে তাঁর॥
চি-ন্তিত হোয়ো না মন, এ ভবে তরিতে।
ত রিবে অবায় কালী [illegible]॥

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।

শ্রীশ্রীদুর্গা ।

শরণং ।

মঙ্গলাচরণ ও চিত্রকাব্য ।

শ্রী কালীর পদাম্বুজে, মজরে স্ব মন ।
উ দ্ধার হইবে তবে, ছোঁবেনা শমন ॥
মা-য়াতে কি মুগ্ধ হোয়ে, রবে চিরদিন ।
চ-রমে কি হবে, নাহি ভাব কোনো দিন ॥
র-য়েছ নিশ্চিন্ত কেনে, ওরে মূঢ় মন ।
ণ স্বরূপা কালীরূপ, চিন্ত অনুক্ষণ ॥
চ-ঞ্চল স্বভাব তব, বুঝালে বুঝনা ।
ট-লাটল পাপে তুমি, জেনে কি জাননা ॥
ট লিলে টানিয়া টিকি, লবে যম বল ।
পা-র হোতে চাও যদি কালী কালী বল ॥
ধ্যা-য় যাঁরে যোগীগণ, নয়ণ মুদিয়া ।
য মের যমত্ব পদ, যে পদ পূজিয়া ॥
ক রেন যে গুণোগান শিব পঞ্চ মুখে ।
বি-ধাতা জপেন যেই, নাম চতুর্ম্মুখে ॥
বি-শ্বময়ী তারা যিনি, সংসারের সার ।
র-তি নতি রাখ মন, শ্রীচরণে তাঁর ॥
চি-ন্তিত হোয়ো না মন, এ ভবে তরিতে ।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।

একাবলী ছন্দ।

হেরম্ব স্বয়ম্ভু শম্ভু উপেন্দ্র।
ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র মনু মহেন্দ্র॥
শুভদা শারদা পদ্মা যে জনে।
নিয়ত ভাবেন একই মনে॥
সেই সর্ব্বেশ্বর অচ্যুত অজ।
সেই ব্রহ্মেমন সদাই ভজ॥
তপ পরায়ণ একান্ত মন।
অমর অসুর মনুজ গণ॥
যোগারূঢ় যোগী সাধু যে যত।
জপিয়া জনম কাটালে কত॥
তথাপি যাঁরে না হেঁরে স্বপনে।
স্মরণারে মন সে সার ধনে॥
নির্গুণ নিরীহ নাহি বিকার।
ভক্তের কারণে হন সাকার॥
প্রকৃতী প্রকাশ যাঁর ইচ্ছায়।
ভজ ওরে মন তাঁহার পায়॥

সরস্বতী বন্দনা॥

তোটক ছন্দ।

“জয় ভারতী শ্বেত সরোজ পরে।
বসি শ্বেত বীণা ধরা বামকরে॥
চরণাম্বুজ লোহিত পদ্ম জিনি।
মণি মঞ্জির সিঞ্জিত ভ্রঙ্গ ধ্বনি॥

স্থামরম্ভা উরু গুরু নিতম্বিনী।
শ্বেত সুন্দর বাস পরিধায়িনী॥
মণি মেখলা কিঙ্কিণী তাহে সাজে।
কটি হেরি মৃগেন্দ্র পলায় লাজে॥
কুচভার বিনম্রিত শ্বেত তনু।
শত চন্দ্রমুখী ভুরু কাম ধনু॥
মৃদু কজ্জল উজ্জলিতো নয়নে।
দেখি ভঙ্গি কুরঙ্গী পলায় বনে॥
চারিবেদ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ময়ী।
যেন মানস নিত্যস থাকে ত্বয়ি॥ ১০

কালীকার স্তব॥

তোটক ছন্দ।

মা শুভঙ্করী শঙ্কট শান্তি করা।
ত্বয়ী দীন দয়াময়ী দুঃখ হরা॥
পরমেশ্বরী শঙ্করী সিদ্ধি দাত্রী।
সমনস্থ ভয়ে ত্বয়ী ত্রাণ কর্ত্রী॥
ত্বয়ী মুক্তি বিধায়িনী ভক্তি প্রদা।
নরাধম জনে শুভদে শুভদা॥
হের হৈমবতি বারেক নয়নে।
ভব বন্ধনে বন্দি জ্ঞানান্ধ জনে॥
ত্বমী ব্রহ্মময়ী ত্রিলোক তারিনী।
শ্রী উমাচরণে ত্রাহিমে তারিনি॥

সুরধুনী পূর্ব্ব পারে অতি ভদ্র গ্রাম।
মুলাযোড় সন্নিকটে নওপাড়া নাম॥
তথায় বসতি নাম শ্রীরাধামোহন।
চাটুর্তি উপাধি যাঁর বিখ্যাত ভুবন॥
বেদজ্ঞ তন্ত্রজ্ঞ ইষ্ট নিষ্ঠ অতিশয়।
ছিলেন সুশীল সুপণ্ডিত সদাশয়॥
জীতেন্দ্রিয় ধীর দাতা সত্যপরায়ণ।
আশ্চর্য্য ব্যাপার যাঁর লীলা সম্বরণ॥
নিমগ্ন করিয়া দেহ জাহ্নবীর নীরে।
যোগাবলম্বনে প্রান ত্যজেন অচিরে॥
তাঁহার তনয় ত্রয় বড় পুণ্যধর॥
আদ্য শ্রীশ্রীনাথ যিনি গুণের সাগর॥
দ্বিতীয় শ্রীনিলকমল কোমল হৃদয়।
তৃতীয় শ্রীরামরত্ন রত্ন সম হয়॥
তদন্তর কহি সবে কর অবধান।
জাহ্নবীর পূর্ব্ব তটে নৈহাটী আখ্যান॥
অতি অনুপম গ্রাম ত্রিদীব সমান।
শিব-রূপে যথা বিরাজেন ভগবান॥
নৈয়ায়ীক সুধিগণ বসিয়া যেখানে।
সতত হর্ষিত হন শাস্ত্রের বাখানে॥

শ্রীমান যতেক নর ধর্ম্ম পরায়ণ।
যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানে রত অনুক্ষণ॥
শ্রীকাশীনাথ নাম এস্থানে বসতি।
বন্দ্যো উপাধি যিনি শান্তশীল অতি॥
পরগণা হাবিলিসহর মধ্যস্থিত।
জমিদারি আছে তাঁর লোকে বিস্তারিত॥
পৃথিবীতে সন্তানেতে হইয়া নৈরাশ।
দৌহিত্র সকলে আনি করালেন বাস॥
শ্রীনাথ শ্রীরাম রত্ন শ্রীনিল কমলে।
তদবধি বাস করিলেন এই স্থলে॥
শ্রীনাথের তিন সুত নগেন্দ্র মধ্যম।
কনিষ্ঠ শ্রীভগবতী চরণ উত্তম॥
উভয়েই শান্ত দান্ত সুঠাম সুন্দর।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত স্বধর্ম্মে তৎপর॥
এ দোঁহার জ্যেষ্ঠ আমি শ্রীউমাচরণ।
অহ রহ হৃদে স্মরি শ্রীউমাচরণ॥

গ্রন্থ সূচনা

হেম শৃঙ্গ পর্ব্বতের নিম্নস্থ সত্য সেতু দেশেতে জ্ঞান সিন্ধু নামা এক অতি বিনীত পরব্রহ্ম পরায়ণ সত্যাচারি ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন, তাঁহার ভার্য্যার যৌবনাতিক্রম হই তথাচ সন্তানাদি হয় নাই, তজ্জন্য বিপ্র প্রতিদিন বিরল স্থলে যোগাবলম্বনে কহিতেন, "হে পরমেশ্বর; ধরাতলে তবতুল্য মহা শিল্পী অচিন্তনীয় বিচিত্র নির্ম্মাণকারী আ কেহই নাই, অতএব সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বর্ণন করা পণ্ডিত বর্গের ক্ষমতাতীত, আর তুমি জগৎ চৈতন্য স্বরূপ হইলেও যথার্থ রূপে তোমার স্বরূপ কে জানেনা, ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান স্থাবর জঙ্গম চরাচর জীব জীব ক্রিয়া শক্তি সকলই তোমার শক্তির অধীন, ব্রহ্মা বহির্ভূত যে তোমার অনন্ত শক্তি তাহাতে সম্ভবাসম্ভব সক লই হইতে পারে, অনভিজ্ঞ স্থূল দর্শিরা তোমার শক্তি মাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক পৌরা ণিক বর্গকে উপহাস করে, কিন্তু পৌরাণিকেরা নিশ্চয় জানেন সর্ব্বান্তর্ব্যাপ্ত পরমেশ্বর বাজীকরের বাজীর ন্যা জগন্মণ্ডলে নানা বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএ তোমার শক্তি মাহাত্ম্যে যদি আমার সন্তান জন্মে তবে আমি জানিব সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমা

প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন" ব্রাহ্মণ প্রতিক্ষণ পরমেশ্বর সমীপে এই রূপ নিজাভিলাষ প্রকাশ করিবাতে বহুকালের পর তাঁহার এক পুত্র হইল তাহাতে পূর্ণেন্দু সদৃশ নন্দন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দিত দ্বিজ বর বহ্বারম্ভে জাতক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক নবকুমারের নাম অনন্ত রাখিলেন; অনন্তর ক্রমিক বর্দ্ধিত বিপ্রনন্দন পঞ্চম বর্ষীয় হইলে পর তাঁহাকে নীতি বিশারদ শ্রীপতি নামক আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন তাহাতে বিপ্রকুমার বাল্য কালাবধি নীতি শাস্ত্র, ন্যায় বেদান্তাদি নানা দর্শন পাঠ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর গুণিগণ মধ্যে গণ্য হইলেন এবং কিয়ৎকাল গতে তাঁহার পিতা স্বীয় প্রেয়সীর অভিলাষ মতে ঐ মনোহর পর্ব্বত শিখর বাসি যোগেন্দ্র নামা মহর্ষির রত্নবালা নাম্নী কন্যার সহিত প্রিয় কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু পুত্র এই রূপ বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সংসার অসার বোধ করত তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ দুঃখিতান্তকরণে শিক্ষাচার্য্য শ্রীপতি মহাশয়ের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক পুত্রের বিবাহের অসম্মতি বিবরণ বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীপতি মহাশয় অনন্তকে ডাকিয়া দার পরিগ্রহার্থে হিত বাক্য কহিতে লাগিলেন; শিষ্যও স্বাভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন॥

পয়ার ।

গুরু কন শুন শিষ্য আমার বচন ।
পিতার আদেশ বাপু করহ পালন ॥
সংসারের সার পিতা জন্মদাতা হন ।
পিতৃ আজ্ঞা কভু বাপু কোরোনা হেলন ॥
পুত্রের সমান বন্ধু নাহি কোন জন ।
পুত্রের কারণে হয় কান্তা প্রয়োজন ॥
পিতার সকল ধন সন্তান রতন ।
যাহার কারণে হয় সংসারে যতন ॥
পিতার তুমিহে দেখি কেবল সন্তান ।
গৃহ ত্যজি বনে যাবে কেমন বিধান ॥
একান্ত বনেতে যদি করহ গমন ।
নিতান্ত তোমার পিতা ত্যজিবে জীবন ॥
তাই বলি কর বাপু রমণী গ্রহণ ।
সুখেতে হইবে তব জীবন যাপন ॥
কুমার শুনিয়া সব গুরুর আদেশ ।
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া বিশেষ ॥
বুঝিতে নাপারি গুরু কহিলে কেমন ।
আপনি শিখালে বুঝি বেদের বচন ॥
দয়াবান পিতা তিনি সন্তানে যে জন ।
ধর্ম্মপথে মতি দেন করিয়া যতন ॥
সেই পিতা সেই গুরু বন্ধু হয় সেই ।
হরি প্রভু ভজিবারে মতি দেন যেই ॥

যদ্যপি বালক করে কুপথে গমন।
করুণা সাগর পিতা করে নিবারণ॥
পিতা হোয়ে হরি পূজা করিয়া নিষেধ।
বিষয়ের প্রবৃত্তি দেন এই বড় খেদ॥
এ সংসার মহা ঘোর অন্ধকূপ ময়।
পড়িলে নিস্তার গুরু কভু নাহি হয়॥
নিস্তারে বীজ সেই পুরুষ প্রধান।
নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্ব শক্তিমান॥
ভক্তপ্রিয় ভগবান সকলের সার।
ভক্তি বিনা ভব হোতে নাহিক নিস্তার॥
এমন আত্মারে ত্যজি মূঢ়জন গণ।
বিষয়ে নিযুক্ত হয় নাশের কারণ॥
ধর্ম্মের অমৃত ভাব কেন বা ত্যজিয়া।
বিষয় গরল খায় নাশের লাগিয়া॥
কীট যেন দীপ শিখা কোরে দরশন।
শীঘ্র গিয়া তাহে পড়ি হারায় জীবন॥
আহ্লাদে প্রফুল্ল মীন আহার দেখিয়া।
ভক্ষণ করিতে যায় কিছু না ভাবিয়া॥
গিলিলে চৈতন্য পায় বিদ্ধিলে গলায়।
পরিশেষে অসন্তোষে করে হায় হায়॥
বিষয়ির সেই রূপ হয় এ সংসার।
বিষাক্ত বিষয় হতে নাহিক নিস্তার॥
অতএব বিষময় বিষম বিষয়।
জানিয়া এ বিষ পান উচিত তো নয়॥

রমণী কুহক দ্বার জ্ঞানের মন্দিরে।
প্রবেশ করিতে তায় পারে কোন বীরে ॥
অনায়াসে মুক্তি ইচ্ছা করিয়ে বিনাশ।
কাম উপভোগ হেতু বাড়ায় প্রয়াস ॥
মহা মোহে মন মুগ্ধ করে অবিরত।
তপস্যা কেমনে হবে জ্ঞান হলে হত ॥
এ সংসার কারাগার একে ঘোরতর।
যাহাতে রমণীগণ পাপের আকর ॥
সুবুদ্ধি করিয়ে চ্ছেদ কুবুদ্ধি বাড়ায়।
অনিত্য বিষয় ভোগে সদা মতি যায় ॥
গৃহির গৃহিণী হয় তৃতীয় প্রকার।
সাধ্বী ভোগ্যা কুলটা বিখ্যাতা নাম যার ॥
পরকালে সুখ আর ইহকালে যশ।
সদা সাধ্বী বাঞ্ছা করে পতি করি বশ ॥
ভোগ্যা ভোগার্থিনী কাম স্নেহেতে কেবল।
পতির করয়ে সেবা বাঞ্ছে ভোগ ফল ॥
বস্ত্র অলঙ্কার ভোগ পায় যতক্ষণ।
ততক্ষণ নিজ স্বামি করয়ে সেবন ॥
জানতো বিশেষ শুন কুলটার ভাব।
কপটে স্বামিরে সেবে মনেতে কুভাব ॥
পর পুরুষের মন সদাই যোগায়।
নূতন নূতন জনে নিত্য মন যায় ॥
উপপতি লাগি নিজ পতিরে বিনাশে।
ছিছিছি এমন জনে কেমনে বিশ্বাসে ॥

মানুষ জানিতে নারে ললনার মন।
কেবল জানেন বিষ্ণু নিত্য সনাতন॥
হৃদয়ে ক্ষুরের ধার অমৃত বদনে।
সুধাময় বাক্য স্বার্থ সিদ্ধির কারণে॥
নর হৈতে নারী দেহে কাম আট গুণ।
তাহার দ্বিগুণ আর বুদ্ধি চতুর্গুণ॥
ইত্যাদি অনেক আছে নারীর লক্ষণ।
কহিয়া অনন্ত করিছেন নিবেদন॥
বিষ্ঠা মূত্র পুয় স্থানে কিবা সুখ হয়।
তেজ হানি দিবালাপে হয় যশ ক্ষয়॥
অতি প্রীতে অত্যাশক্তে ধন দেহ নাশ।
বিশ্বাস করিলে শীঘ্র হয় সর্ব্বনাশ॥
যত ক্ষণ দেহে তেজ লক্ষ্মী থাকে ঘরে।
তত ক্ষণ পুরুষের নারী সেবা করে॥
অতএব ইচ্ছা নাই গৃহিণী গ্রহণে।
মনেতে বাসনা আরাধিব নিত্যধনে॥
তুমি গুরু কল্পতরু সমান আমার।
তোমার নিকটে চাহি করুণা অপার॥
এত বলি কহিছেন ধরিয়া চরণ।
আজ্ঞা দেহ তপস্যাতে করিব গমন॥
পুত্র দারা শিষ্য ভৃত্য বান্ধবের প্রতি।
দেখাইলে সাধুপথ হয় সাধু গতি॥
গুরুর উচিত হয় করিয়া বিশেষ।
শিষ্যেরে দেখান পথ দিয়া উপদেশ॥

নতুবা নরক ধামে করেন গমন।
যতকাল চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশে কিরণ॥
ইত্যাদি সকল গুরু বিদিত তোমায়।
পিতারে কহিয়া মোরে করহ বিদায়॥
জগতের সার যেই পরম ঈশ্বর।
দয়াময় বলি তাঁরে সুখের আকর॥
কেমনে এমন জনে ভুলিয়া রহিব।
সংসার সুরার মদে প্রমত্ত হইব॥
ভাই বন্ধু আদি করি কেহ নহে কার।
মরিলে প্রণয় কোথা কোথা প্রেমাচার॥
জানোতো বিশেষ গুরু কি রূপ সংসার।
তবে কেন বনে যেতে মানা কর আর॥
শিষ্য বাক্য শুনিয়া শ্রীপতি মহাশয়।
কহিতে লাগিলা তাঁরে হইয়া বিস্ময়॥
তুমিতো পণ্ডিত বাপু ধার্ম্মিক সুজন।
বিবেচনা কোরে দেখ সংসার কেমন॥
সর্ব্বাশ্রম মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৃহির আশ্রম।
পুণ্যবান কেবা হয় গৃহস্থের সম॥
স্বধর্ম্ম পালনে গৃহী হয় জীবন্মুক্ত।
কীর্ত্তিমান পুণ্যবান সুখী যশোযুক্ত॥
কীর্ত্তিমান যশস্বির মরণে জীবন।
যশ কীর্ত্তি বিহীনের জীবনে মরণ॥
দারার গ্রহণে তুমি দুঃখ যে কহিলে।
সত্য বটে ক্লেশযুক্ত কৃতার্থ্য হইলে॥

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন।

মহৎকুলেতে যেই নারীর জনম।
স্বামির সেবার সে কি কভু করে কম॥
পতিব্রতা প্রতি দুঃখ না সহে অন্তরে।
পতিসখা পতিগতি নিরন্তর হেরে॥
পতি যদি হয় তার পতিত কি দীন।
পতিব্রতা সতী নাহি হয় শ্রদ্ধাহীন॥
অসৎকুলেতে যদি নারী জন্মলয়।
প্রায় সে অসৎ হয় জানিহ নিশ্চয়॥
কুলটার পতি যদি হয় গুণবান্।
সর্ব্বজন সমীপে সর্ব্বদা পায় মান॥
তথাপি তাহার ভার্য্যে নিন্দে অনুক্ষণ।
ভ্রান্তিতেও সেবা নাহি করে কদাচন॥
সৎকুলে হয় সতী না হয় অন্যথা।
পদ্মরাগ আকরে কাচের জন্ম কোথা।
সতের স্বভাব কভু অসৎ কি হয়॥
বিবাহ করিতে বাপু কোরো নাকো ভয়।
বেদের বচন বাপু করহ শ্রবণ॥
সংসারিও হোতে পারে ধার্ম্মিক সুজন।
পুত্রের কারণ বাপু যত সাধুজন॥
সতের কুমারী দেখি করেন বরণ।
অবশেষে বৃদ্ধকালে সংসার ত্যজিয়া॥
তপস্যা করয়ে সাধু কাননে বসিয়া।
বৈষ্ণবের হরি পূজা তপস্যা কেবল।
গৃহ ত্যজি বনে গেলে কি হইবে ফল॥

গুণবতী পুণ্যবতী, পতিপ্রতি সদা মতি,
পাতিব্রত্য ব্রতেতেই রত ॥
তাঁর গর্ভ সমুদ্ভূতা, সর্ব্ব গুণে গুণযুতা,
রাজ সুতা নাম মনোমোহিনী।
তাহার রূপের তুল্য, অমৃত অধিক মূল্য,
সমতুল্য কামের কামিনী ॥
কাঞ্চন লাঞ্ছিয়া তনু, হেরি মোহে ফুলধনু,
চঞ্চলাকে চঞ্চলা রাখিল।
কৃশতর কটিদেশ, তাহাতে মদনাবেশ,
নীলাম্বর নিরদে ঢাকিল ॥
কামের কলস তুচ্ছ, কুচযুগ পীনউচ্চ,
লোহিত কাঁচলী তাতে শোভা।
প্রফুল্ল কমলদল, মুখোৎপল ঢল ঢল,
মধুলোভে ভ্রমে মধুলোভা ॥
তিল পুষ্প জরজর, লজ্জিত বিহঙ্গবর,
নেহারিয়া নাসার বলন।
কুন্দ কুসুমের পাতি, রদনে মঞ্জন ভাতি,
ওষ্ঠাধর অরুণ দলন ॥
সুন্দর কুরঙ্গ অক্ষি, অথবা খঞ্জন পক্ষি,
নৃত্যকরে কমল উপরে।
ভুরু মনোজের ধনু, ফুলধনু নিজ হনু,
অপাঙ্গে লুকায়ে দর্প করে ॥
মৃগ চিহ্ন ভিন্ন ইন্দু, ভালে মৃগ মদবিন্দু,
মুখেতে মধুর মৃদুহাস।

বনোপ্রিয় ভাষা জিনি, ভাষ... বিনোদিনী,
কাদম্বিনী জিনি কেশ পাশ ॥
এই রূপ তার রূপ, তরুণ রসের কূপ,
রঙ্গে অঙ্গে মাধুর্য্য গমন ।
নিরখি মাতঙ্গবরে, অপমানে বনে সরে,
মরালের গমন দমন ॥
দ্বাদশ বরষি বালা, নাজানে মন্মথ জ্বালা,
সুখে কাল করয়ে যাপন ।
কবি করে অনুরোধ; যাতে তার রসবোধ,
সেই কথা করি বিজ্ঞাপন ॥

মন্মোহিনীর স্বপ্ন দর্শন ।

পয়ার ।

শুন শুন প্রিয় শিষ্য অপূর্ব্ব কথন ।
কন্যার আছিল প্রিয়সখী চারিজন ॥
শশীমুখী সৌদামিনী কমলিনী রমা ।
এই চারি সখী তার ছিল অনুপমা ॥
থাকিত এ চারি সখী সদা তার সঙ্গে ।
করিত সকলে গীত বাদ্য নৃত্য রঙ্গে ॥
মহী মধ্যে প্রশংসিত কন্যা গুণ রূপ ।
প্রাণ তুল্য তারে ভালো বাসিতেন ভূপ ॥
বয়ক্রম হোয়েছিল বৎসর দ্বাদশ ।
জানে নাই তদবধি রতিরঙ্গ রস ॥

যাহাতে অন্তরে তার প্রেমের উদয়।
সেই কথা বিস্তারিয়া শুন সমুদয়॥
এক দিন ইতোমধ্যে শুন সমাচার।
মনোমোহিনী নৃপবালা সুধার আধার॥
দিবস হইল গত নিশী সমাগত।
হীমাংশু উদয় প্রভাকর অস্তগত॥
কমলিনী ম্লানমুখী ভাসে দুঃখনীরে।
কুমুদ উল্লাস পায় হেরিয়া শশীরে॥
আপনার অধিকার করিছে রজনী।
শয়ন আগারে গেল কমল বদনী॥
কোমল শয্যারোপরে কোমল বালিস।
তাতে কোমলাঙ্গি ধনী রাখিল আলিশ॥
অরুণ অভাবে পদ্ম মুদিল নয়ন।
রাজকন্যা এই কালে করিল শয়ন॥
সহজে পঙ্কজানন সেই ভাব পায়।
উদয় হইয়া নিদ্রা চৈতন্য হারায়॥
বাহে দেখ আঁখিদ্বয় হইল মুদিত।
অন্তর্গত নেত্রে প্রেম শশাঙ্ক উদিত॥
স্বপন যোগেতে ধনী করে নিরীক্ষণ।
সুচারু পুরুষ এক নয়ন রঞ্জন॥
উরুঠাম দেখিয়া কদলী কম্পান্বিত।
তনু দেখি অতনু হইল কম্পান্বিত॥
পীন অঙ্গ ক্ষীণ কক্ষ বিধির ঘটন।
করিবর কর জিনি বাহুর গঠন॥

নাভিকূপ সরোবর তাহে রোমাবলী।
নব ভঙ্গি ধরিয়াছে তরঙ্গ ত্রিবলী ॥
শুক পক্ষি লইয়াছে নাসার ভঙ্গিমা।
অরুণ মেখেছে অঙ্গে অধর রঙ্গিমা ॥
ভুরু স্মর শরাসন নেত্র ফুলবাণ।
যারে হানে তার আর নাহি পরিত্রাণ ॥
রূপের ছটায় হয় স্থকিতা দামিনী।
ভজিবারে পতিসহ চলিল কামিনী ॥
ললাট চন্দ্রমা পূর্ণ কুন্তল কুঞ্চিত।
বাক্যে অমৃতের হোলো গৌরব মুঞ্চিত ॥
নবিন পুরুষ সেই রূপে গর গর।
দৃষ্টিমাত্রে বালা কামে হোলো জর২ ॥
সেইরূপে কামিনীর অন্তর হরিল।
পতি ভাবে বালা তারে বরণ করিল ॥
রতি হেতু রসবতী দিয়া রতি মতি।
পতি সহ রতি সুখ বঞ্চে কলাবতী ॥
মন্মোহিনী বালা এই রূপ রজনীতে।
স্বপ্ন দেখি নশিরেরে লাগিল ভাবিতে ॥
জাগরণে হলো তার স্বপন বিচ্ছেদ।
অনুভাব করি বুঝে প্রেম পরিচ্ছেদ ॥
স্বপ্নের বিচ্ছেদে হলো বিচ্ছেদ মর্ম্মের।
মরমে মরম ফাঁস লাগিল প্রেমের ॥
কোথা স্বর্গ উপভোগ কোথায় রৌরব।
কোথায় দুর্গন্ধ কোথা পদ্মের সৌরভ ॥

কোথা পূর্ণিমার শশী কোথা অন্ধকার।
মহানন্দে হলো নিরানন্দ পারাবার॥
যেমন দরিদ্র ব্যক্তি হারায়ে রতন।
তদ্রূপ কুমারী দুঃখ হ্রদেতে পতন॥
সেই যুবরাজে চিত্ত কোরেছে বিশ্বাস।
না হেরিয়া প্রাণকান্তে ছাড়িছে নিশ্বাস॥
অশ্রুধারে অঙ্গ হৈতে সিক্ত হলো শয্যা।
দূরে গেল শরীরের যত পরিচর্য্যা॥
বিষাদে বিশীর্ণা বালা ভাবিছে স্বপন।
এ কালে রজনী গত উদিত তপন॥
উঠিল বালিকা হৈতে শয়ন সদন।
রোদনে মলীন ভাব চন্দ্রমা বদন॥
হেরিয়া অরুণ আঁখি লজ্জিত অরুণ।
অধর হয়েছে শুষ্ক যা ছিল তরুণ॥
আলু থালু ভুষা বাস কবরী খসেছে।
প্রখর বিরহ শর হৃদয়ে পসেছে॥
রোদনে অলকাবলী কিবা ছিন্ন ভিন্ন।
তাপেতে উত্তপ্ত চিত্ত ভাব ধরা ক্ষিন্ন॥
অন্তরে দহিছে জ্বালা বাহিরে গোপন।
দ্বিজ কবি প্রেম বীজ করিল রোপন॥

কুমারী প্রতি সখীগণের প্রবোধ দান।

ত্রিপদী।

প্রভাতে উঠিল সতী, ছিন্ন ভিন্ন বেশ অতি,
রসবতী মানস বিদীর্ণা।
মৌন আসি হলো বঁধু, ভক্ষিল বদন মধু,
নাগরের বিরহে বিশীর্ণা॥
মনোমোহিনী রাজবালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মনে কৈল করিব গোপন।
প্রেম কি গোপন হয়, কস্তুরী কি ছাপা রয়,
নারিকে কি তিমিরাচ্ছন্ন॥
বসিল ধনী বিমনে, কাছে আসি সখিগণে,
কুমারীকে করিল সম্ভাষ।
কাছে হেরি সখিচয়, বালিকা না কথা কয়,
না করিল হাস্য পরিহাস॥
তা দেখি সঙ্গিনী গণ, হইল বিস্ময় মন,
কারণ বুঝিতে নাহি পারে।
সবে বলে একি রীত, কর্ম্ম অতি অনোচিত,
দেখি ঠাকুর ঝীর ব্যবহারে॥
শেষে কোরে অনুভাব, কন্যার বুঝিয়া ভাব,
যোড়করে সবিনয়ে কহে।
একি দেখি রাজসুতা, কেন হেন দুঃখযুতা,
স্বভাব অভাব হয়ে রহে॥
কান্তি হুয়েছে মলিন, শুষ্ক বদন নলীন,
কি জন্য গো হয়েছ বিষন্ন।

কি কারণে আছ দুঃখি, বলনা সুধাংশুমুখী,
সখী প্রতি হইয়া প্রসন্না ॥
ঐশ্বর্য্যের নাহি ওর, রঙ্গ রসে থাকো ভোর,
তবে কিসে গাঢ় ক্লেশোদয়।
আমরা সঙ্গিনী তব, চিন্তি তব সুখার্ণব,
হাল দেখি হয়েছি বিস্ময় ॥
তব দুঃখে দুঃখি হই; মঙ্গলে মঙ্গলে রই;
তোমা বই আর কারু নই।
সেবা করি চিরকাল, বল কেন হেন হাল-
তব দুঃখ পরাণে না সই ॥
বুঝে গো তোমার মর্ম্ম, করিতে দুর্ঘট কর্ম্ম,
সাধ্য আছে আমা সবাকার।
দেখিতে কেবল নারী, আজ্ঞা হলে কি না পারি
বলো আনি জলধীর সার ॥
এই মতে সখিগণ, জিজ্ঞাসিছে বিবরণ,
কত কষ্টে কহিল রঙ্গিনী।
শুনিয়া স্বপ্ন কাহিনী, বলে ওগো মনোহিনী,
অনুনয়ে সকল সঙ্গিনী ॥
স্বপ্ন কভু সত্য নয়, চিত্তের চাঞ্চল্য হয়,
বায়ু ধর্ম্মে স্বপন দেখায়।
ফলতঃ এ নহে সত্য, শুন বলি তার তথ্য,
স্বপ্ন ছায়াবাজী অভিপ্রায় ॥
স্বপনে বরিয়া কায়, ভাবিতেছ হায় হায়,
কেবল খেয়াল মাত্র সারা।

পরিহরি এ শোচন, মানসে কর মোচন,
মিছা মিছি কেন অশ্রুধারা ॥
এই মতে সখিগণ, করিল অনুরঞ্জন,
সেবা হেতু সেবিকা সকল।
শীতল সলিল দিয়া, তার মুখ ধোয়াইয়া,
নিভাইতে চাহে চিন্তানল ॥
প্রেমেতে যাহার মন, করিতেছে জ্বালাতন,
তার শান্তি হয় কি সেবনে।
ক্রোড়ে দাবানলোদয়, তা নাকি নির্ব্বাণ হয়,
বিনা ইন্দ্র বারি বরিষণে ॥
এই রূপে দিন গতে, বিভাবরি সমাগতে,
নৃপাত্মজা করিল শয়ন।
শ্রীউমাচরণ কয়, নিদ্রা যে সুষুপ্তি নয়,
পুনঃ স্বপ্ন করে দরশন ॥

মনোমোহিনীর দ্বিতীয় স্বপ্ন কথন।

পয়ার।

অপূর্ব্ব শয্যায় ধনী শয়নে আছিল।
বিরহ সন্তাপে শীঘ্র নিদ্রা না হইল ॥
কতক্ষণে কত কষ্টে নিদ্রা উপজিল।
পুনঃ সেই গুণাকরে স্বপনে দেখিল ॥
হুহু ভাব দেখি দুঃখ দূরে পলাইল।
নিজগণ লয়ে সুখ জুড়িতে আইল ॥

পরস্পর মনে২ সন্তোষ পাইল।
পতি পরিচয় হেতু, সতী জিজ্ঞাসিল॥
প্রিয়া বাক্যে মনে তার আনন্দ জন্মিল।
নায়ক নায়িকা প্রতি কহিতে লাগিল॥
কৃপাঙ্গ নামে ভুপতি অতি পুণ্যশীল।
কালীপুরে যেই নিজ পুণ্য প্রকাশিল॥
তার পুত্র আমি মাত্র দ্বিতীয় না ছিল।
মন্মথ আমার নাম সকলে কহিল॥
আমার রূপের যশ জগতে ঘুষীল।
শুনিয়া উমাচরণ পুলকে পুরিল॥

নিদ্রাভঙ্গে মনোমোহিনীর বিলাপ।

ত্রিপদী॥

নায়কের সঙ্গে সঙ্গ, কত কথা কত রঙ্গ,
হেনকালে নিদ্রা অসঙ্গতি।
নিদ্রা যদি গেল ছুটে, নাগরী জাগিয়া উঠে,
বলে কোথা গেল প্রাণপতি॥
কে এমন বন্ধু আছে, যাইব কাহার কাছে,
কে মিলাবে মোরে রসার্ণব।
কে করিবে এ সুসার, সে বিনে সব অসার,
কেবা হেন কার কাছে কব॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

কে বুঝিবে মোর দুঃখ, কে জানিবে নব সুখ,
কে করিবে মোর উপকার।
যে করিবে এই হিত, কহি আমি সুনিশ্চিত,
দাসীত্ব করিব আমি তার॥
নিশা হোলো শেষ ভাগ, নাগরের অনুরাগ,
করিতেছে কতেক সুন্দরী।
হেন কালে ডাকে পীক, দুখ পেয়ে কিমদিক,
প্রভাত হইল বিভাবরী॥
মনোদুঃখ তরঙ্গেতে, আর নেত্র কুরঙ্গেতে,
নৃপবালা ভাবে কুল হীনে।
উঠে বসে বিনোদিনী, যেন অতি অনাথিনী,
কুমুদ্বতী যেন ইন্দু বিনে॥
ফণী যেন মণি হীন, বন্ধু বিনা অতি দীন,
যেন মীন সলিল বিহনে।
বিনে কৃষ্ণ যেন ধরা, চাতকী জীয়ন্তে মরা,
বিনা ঘন বারি বরিষণে॥
মুখাবলোকন করি, কহিতেছে সহচরী,
মরি মরি মলীন চন্দ্রাস্ত।
কহিতে বিদরে হিয়া, মা বাপে না দিল বিয়া,
সেই তাপে সন্তাপ প্রকাশ্য॥
হেঁসে কহে শশীমুখী, শশীমুখী হও সুখী,
জানিয়াছি তোমার মরম।
বল দেখি বিশেষিয়া, শীতল করিব হিয়া,
যায় যাবে সরম ভরম॥

রাজা রাজ কার্যে মত্ত, রাণী নাহি কয় তত্ত্ব,
দুঃখ দেখি হিয়া ফাটে হায়।
থাকিতে আমরা সখী, যাতনা পাবে আর কি,
হেমাঙ্গ বিরহে গেলে যায়।।
এরূপ যৌবন নব, না মিলিল পতি তব,
পতি বিনা সব নিরর্থক।
তোমার প্রয়াস যারে, যদি ঘটাইতে তারে,
পারি তবে সকলি সার্থক।।
এবে, তুমি বলেছ মা, তোমরা সে জানে, আমা,
তাই কহি শুন সহচরী।
এক রাত্রে শয্যাতলে, নিদ্রা যাই কুতূহলে,
পুন তাকে স্বপ্নে দৃষ্টি করি।।
সেই সুবদনা আসি, প্রকাশিয়া প্রেমরাশি,
নাম ধাম কহিল আমায়।
[illegible] ক্ষণবধি, নয়ন হোয়েছে নদী,
সে বিনে এদেহ শব প্রায়।।
অতএব তার তরে, পরাণ কেমন করে,
কিসে পাব বলনা সজনী।
কালেতে সকল করে, যারে সখী কালে ধরে,
নাহি মানে দিবস রজনী।।
স্বপন হইল কাল, শয্যালো কণ্টক জাল,
নিদ্রা মোর হোলো যমদুত।
কর সখী অবধান, কিসেতে বাঁচিবে প্রাণ,
সাজিয়া আইল কৃষ্ণসুত।।

বাপমায়ে বিজ্ঞাপনে; বলো ঘটিবে কেমনে,
মত যদি মায়ের না হয়।
মায়ের সম্মতি মতে, বাপের বিচার পথে,
হয় কি না হয় করি ভয়॥
একারণ পায় পায়, মানা আছে হায় হায়,
কি দায় ঘটালে মোরে বিধি!
কবে পাব যুবরাজ, যুড়াবে অন্তর মাঝ,
হৃদয়েতে থোব রসনিধী॥
সখী সৌহরিয়া কয়, কথাশুনে লাগে ভয়,
এ যে কথা অনর্থের মূল।
গোপনে আনিতে সাধ, শেষে হবে পরমাদ,
রাজা হৈতে সমূলে নির্ম্মূল॥
হেন [illegible] হয়ে কত, সখি দেখ এইমত
কেবা না কোরেছে বাপ মায়।
দময়ন্তী স্বপ্নে নলে, বরিলেক কুতূহলে,
পরে বিয়া কৈল এনে তায়॥
তুমি ধনী সেইরূপে, কহ গিয়া রাজা ভূপে,
তবে সিদ্ধি হবে মনরথ।
গোপনেতে দায় নানা, প্রকাশে কে করে মানা,
এই শুন সুহীতের পথ॥
রাধামোহন ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক অতি সুজন,
আদ্য পুত্র তাঁর শ্রীশ্রীনাথ।
তাঁহার জ্যেষ্ঠ নন্দন, দ্বিজ শ্রীরামচরণ
কহিতেছে স্মরিয়া শ্রীনাথ॥

সৌদামিনী সখীর সঙ্গে কুমারীর কথা।

পয়ার॥

হেনকালে সৌদামিনী, সখী উপনীত।
কহিতে লাগিল তারে, কুমারী কিঞ্চিৎ॥
নরেন্দ্র নন্দিনী বলে, সৌদামিনী শুন।
কি কব মরম কথা, পরম দারুণ॥
কিছু নাহি লাগে ভাল, প্রাণে সুস্থ নাই।
যৌবনেতে না মিলালে, ঠাকুর যামাই॥
গোপনে স্বপনে যারে করিলাম দৃষ্টি।
চিত্তে রোয়ে সেই নেত্রে করে প্রেম বৃষ্টি॥
তদবধি নিরস মোর বিরস বদন।
কিরূপে সে জনে পাব কহ সে কথন॥
আমি দেহমাত্র প্রায়, প্রাণ সেই জন।
সে বিনা হোয়েছি শব সব অকারণ॥
সখী বলে স্থির হও কি হবে কাঁদিলে।
বল কি করিব আমি উতলা হইলে॥
উপায় করিয়া আমি ঘটাব নিশ্চয়।
উপায়ে জম্বুকী স্থানে হারি বর্দ্ধ হয়॥
রাজারে রাণীরে আগে কহি সবিশেষ।
গোপনে জানিলে পরে উপজীবে ক্লেশ॥
অপ্রকাশে যদি কর একর্ম্ম নিকাশ।
প্রকাশিলে প্রকাশে অপ্রকাশে প্রকাশ॥
যেযে নারী গান্ধর্ব্ব কোরেছে এমন।
কি কব দুর্ঘট দায় ঘটেছে যেমন॥

করিলে এমন কায যশ হবে ভঙ্গ।
ঘটাবে কি শেষে উষাহরণের রঙ্গ॥
কবি কহে ধৈর্য্য হও শুন রসবতী।
মন্মথেরে মিলাইব তব নিজ পতি॥

মনোমোহিনীর আক্ষেপ উক্তি।

লঘু চতুষ্পদী।

এসব বচন, শুনিয়া তখন,
করিয়া ক্রন্দন, কামিনী কয়।
কি হবে আমার, বল সখী তার,
কান্ত বিনা আর, প্রাণ নারয়॥
জীবন বিহীন, থাকে যেন মীন,
তেন নিশীদিন, রোদনে থাকি।
পাইল তাহায়, দুখ দূরে যায়,
যতনেতে তায়, হৃদয়ে রাখি॥
বিরহ পাথার, বাড়িছে আমার,
যৌবনের ভার, সহিতে নারি।
সেহ তরীতুল, নাহি পায় কুল,
ভাসিছে বিপুল, বিনা কাণ্ডারি॥
বল সহচরী, উপায় কি করি,
ধৈরজ নাধরি, সেজন বিনে।
সেই গুণময়, হইল নিদয়,
তাতে দুখোদয়, রজনী দিনে॥

মদনে আকুল, যৌবন মুকুল,
ফুটিয়া সে ফুল, পূরিল মধু।
দ্বিজ কবি কয়, এমন সময়,
কোথা রসময়, ভ্রমরা বধূ॥

—•○•—

পয়ার।

শুনিয়া সঙ্গিনী গণ কহিছে বচন।
শুন ওগো মনোমোহিনী করি নিবেদন॥
দৈববিনা কোন কর্ম্ম নাহি হয় সিদ্ধি।
দৈব উপাসনে পাবে মনোমত ঋদ্ধি॥
ঈশ্বর ভিন্ন যত কিছু অন্য অকিঞ্চন।
ঈশ্বর ত্যজি করায়েন কাঁচেতে যতন॥
শশিমুখী সখী বলে শুন গুণবতী।
ভাবিলে কি হবে শুন আমার ভারতি॥
বিদ্যাতুল্য বন্ধু আর নাহি কোনোজনে।
রোগের সমান বৈরি নাহি ত্রিভুবনে॥
সুত সম স্নেহ বল কার প্রতি হয়।
দৈবপর শক্তি নাই জানিহ নিশ্চয়॥
দৈববলে শুক্র দেয় মরাকে জীবন।
কাশিবাস নহিল দুর্দ্দৈবে দ্বৈপায়ন॥
অতএব দৈবশক্তি হয় গরীয়সী।
দৈবপর বল নাই শুনলো রূপসী॥
কমলিনী বলে শুন শুন মনোমোহিনী।
ভারতে বিস্তার আছে অদ্ভুত কাহিনী॥

সম্বরণ মহারাজে হলো দৈব দয়া।
সুখে পাণি গ্রহ কৈল সূর্য্যের তনয়া॥
বটে বটে বটে বলি দিল সায় রমা।
শুনিতে করিল স্পৃহা কথা মনোরমা॥
ব্যগ্র হয়ে কহে তারে ভূপাল বালিকা।
রবিকন্যা হলো সম্বরণের নায়িকা॥
দেবকন্যা মনুষ্যের হলো সিমন্তিনী।
এ অতি আশ্চর্য্য কথা কহলো সঙ্গিনী॥
শুনে কমলিনী তবে কহিতে লাগিল।
পুরাণ প্রমাণে দ্বিজ কবি বিরচিল॥

সম্বরণ রাজার ইতিহাস।

ত্রিপদী।

ভারত বংশ কাহিনী, শুন ওগো মনোমোহিনী,
বিশেষিয়া কহি সে বৃত্তান্ত।
চন্দ্রবংশে যশকুপ, উদ্ভব পৌরব ভূপ,
সেই বংশে জন্মিল দুষ্মন্ত।
সকুন্তলা নামে কন্যা, দুষ্মন্ত প্রেয়সী ধন্যা,
ভরত জন্মিল যার গর্ব্ভে।
ভরতের জন্ম মর্ম্ম, শুন যত ধর্ম্ম কর্ম্ম,
বিস্তার ভারতে আদিপর্ব্বে॥
এ রূপে ভারতবংশ, সেই বংশ অবতংশ,
মহারাজা নাম সম্বরণ।

জীতেন্দ্রিয় ধীর দান্ত, তপনের তপেস্বান্ত,
প্রতিদিন সূর্য্যের অর্চ্চন॥
এক দিন ক্ষিতিপাল, সঙ্গে পারিষদ জাল,
মৃগ হেতু বনে উপনীত।
কানন ভ্রমণ ক্রমে, ক্লান্তিযুক্ত পথশ্রমে,
নরপতি নীর পিপাসিত॥
নিকটে হেরিয়া শৈল, নৃপতি সন্তোষ হৈল,
উঠে দিক নিরূপন হেতু।
সোপানে উঠিতে রায়, দীপ্তি এক দেখি তায়,
অদ্ভুত মানিল ধর্ম্মকেতু॥
কন্যা এক নিরুপমা, ত্রিভুবন মনোরমা,
রোহিণী নিন্দিয়া রূপ ছবি।
অলিবর গুঞ্জ গুঞ্জ, জীমূতম্ব তেজঃপুঞ্জ,
উদয় ভূধরে যেন রবি॥
ঈশানী ইন্দ্রানী রমা, তুলনায় হয় সমা,
কিম্বা হবে মদন যুবতী।
তদ্রূপ দেহের রস্ম, হর কোপে কাম ভস্ম,
অন্বেষণ করে বুঝি পতি॥
বদন শরদ শশী, মস্তকে কলঙ্ক মসি,
ধরিয়াছে শিরোরুহ ছল।
হেরে ওষ্ঠাধর হৃদ, নিরবাশি কোকনদ,
সে গণ্ড মণ্ডল ঢল ঢল॥
কামেরে কি দিয়া ফাঁকি, নিয়া তার সুখপাখি,
কোরেছে কি নাসায় বসন।

কিম্বা এই অনুমানি, বুঝি তিলফুল আনি,
নির্ম্মাণেতে বিধির যতন ॥
দেখিয়া ভুরুর দাপ, ফনি ফণা পায় তাপ:
কামচাপ বুঝি গেল রাখি।
নেত্রে ভরা হলাহল, দৃষ্টে মন টলাটল,
বিনাশে পুরুষ প্রাণ পাখি ॥
নবঘন কেশ জাল, পূর্ণচন্দ্র জিনি ভাল,
কঙ্কালে বিচিত্র বাস পরি।
পীনতর পয়োধর, রাজীব মুকুল বর,
ক্ষীণ মাঝা তাতে কৃষোদরী ॥
নিতম্ব জঘন স্থূল, মহিধর সমতুল,
মনোজ বিলাসে সেই স্থান।
কড়ি কর পরিপাটি, চারি খণ্ড করি কাটি,
উরু ভুজ ধাতার নির্ম্মাণ ॥
এরূপে কন্যার রূপ, হেরি সম্বরণ ভূপ,
মোহ গেল ফুলবান বাণে।
হারাইল মন জ্ঞান; মলিন তনুর ধ্যান,
দ্বিজ কবি সরস বাখানে ॥

লঘু চতুষ্পদী ছন্দ।

হেরিয়া সে রূপ, সম্বরণ ভূপ,
নিজকাম কূপ, উথলী ধায়।
কে তুমি কামিনী, কাহার নন্দিনী,
আছ একাকিনী, কাননে তায় ॥

স্বরূপে বলনা, ত্যজিয়া ছলনা,
কাহার ললনা, হরিলে জ্ঞান।
তোমার শরীর, বুঝি কাম তীর,
করিল অস্থির, আমার প্রাণ॥
হেরি তোর অঙ্গ, মন নিল সঙ্গ,
যেমন কুরঙ্গ, পড়িল ফাঁদে।
পীঞ্জরের পাখি, প্রাণ হলো না কি,
গেল দুটি আঁখি, বদন চাঁদে॥
ও কুচ মণ্ডল, দহে দাবানল,
লাবণ্য গরল, সলীল নয়।
যৌবন সম্পদে, ফেল প্রেম হ্রদে,
পুরুষের বধে, না কর ভয়॥
আহা মরি২ যৌবনের তরি,
ভাসিছে সুন্দরী, অনঙ্গ জলে।
তাতে মোর মন, প্রমত্ত বারণ,
করি আরোহণ, ভাসিয়া জলে॥
স্থির নহে জল, করি করে বল,
তরি টলং, নাবিক বিনে।
কহি শুন সার, হইবে সুসার,
কর কর্ণধার, এই অধীনে॥
তুমি লো কামিনী, ভুবন মহিনী,
প্রফুল্ল নলিনী, রসের ভরা।
কমলের গন্ধে, অলি মকরন্দে,
মানস আনন্দে, ধাইছে ত্বরা॥

ঘটিল সুযোগ, ঘুচায়ে এ রোগ,
কর উপভোগ, আমার সনে।
বদন ফিরাও, বাক্যে বাচাও,
জীবন বাঁচাও, অধীন জনে॥
নানা রসে ভূপ, কহে কত রূপ,
মদনে কুতুপ, মগন রসে।
দ্বিজ কবি কহে, নৃপ স্থির নহে,
মোহ হোয়ে রহে, অনঙ্গ বসে॥

পয়ার॥

কামোল্লেখে ভূপতির বচন শুনিয়া।
অন্তর্ধান হোলো কন্যা কিছু না বলিয়া॥
কন্যার বিচ্ছেদে তার শূন্য হোলো জীব।
অচেতন হোয়ে ভবে পড়িল পার্থিব॥
নৃপরে মূর্চ্ছিত দেখি থাকি শূন্য ভরে।
গৃহে যাহ রাজা কন্যা কহে উচ্চৈস্বরে॥
কেমনে আলয়ে যাবো কহে নর রায়।
মন প্রাণ মোর তব পীছু পীছু ধায়॥
অধীনের প্রতি দয়া নাহি তব লেশ।
কি জন্যে নিদয় এত না জানি বিশেষ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য রবিকন্যা কয়।
এখন তোমাকে দিই নিজ পরিচয়॥
তপন তনুজা আমি শুন মতিমান।
তপতি বলিয়া মাত্র মোর অভিধান॥

রাজা বলে রূপবতি যে হও সে হও।
এ অধীনে আপনার কান্ত করি লও॥
তপতি বলয়ে শুন অজমীঢ়াপত্য।
যে কথা কহিলে তুমি ইহা নহে কথ্য॥
তুমি হোলে মানব দেবতা কন্যা আমি।
অতি অসম্ভব তুমি হবে মোর স্বামী॥
সম্বরণ বলে শুন ভাস্কর দুহিতা।
তোমারে হইতে হবে আমার বনিতা॥
একান্ত ভাবেতে মোর তব প্রতি মন।
তোমার বিচ্ছেদে আমি ত্যজিব জীবন॥
তবে ভূপ প্রতি কহে অরুণ অনুজা।
ত্বরা তজি তুলিব কি কলঙ্কের ধ্বজা॥
রাজা বলে অবগতি করলো সুন্দরী।
নারির কলঙ্ক কিবা হোলে ইচ্ছাবরী॥
কন্যা বলে পিতা যদি হয়েন সম্মতি।
তবে যা বলিলে তাহা হয় নরপতি॥
জনক তোমারে যদি করেন প্রদান।
হইব তোমার জায়া শুন মতিমান॥
ইহা বলি অন্তর্ধান হইল তপতি।
দ্বিজ কবি কহে তপে গেল নরপতি॥

লঘু ত্রিপদী।

অজমীঢ় সুত, হোয়ে দুঃখযুত,
স্বদেশে না গেল আর।
... ... ॥

সৈন্যগণে রায়, করিল বিদায়,
তারা গেল রাজাগার ॥
দেশে গেল পাত্র, এক মন্ত্রি মাত্র,
রাখিল আপন সঙ্গে।
হোয়ে এক মন, আরাধে তপন,
নরপতি নিরাতঙ্কে ॥
দিন অবসানে, ফল মূল আনে,
প্রথমে আহার তাই।
দ্বিতীয়ে আহার, হোলো নীর ধার,
অন্য চিন্তা মনে নাই ॥
দেবলোক পালে, পূজে তিনকালে,
ফল ফুল জল দিয়া।
এক মনে তপ, শংখ্যা লক্ষ জপ,
ধ্যানে জ্ঞান যার নিয়া ॥
এমতে ভাস্কর, ধ্যায় নৃপবর,
কিছু দিন গত হৈল।
দেব দিবাকর, তাতে তুষ্টতর,
তথাপি প্রত্যক্ষ নৈল ॥
তবেতো রাজন, করিয়া স্মরণ,
বশীষ্ঠকে তথা আনে।
কুল পুরোহিত, আসিয়া ত্বরিত,
বিশেষ বৃত্তান্ত জানে ॥
লইয়া বারতা, দিবাকর যথা,
চোলে গেল তপোধন।

ভার্য্যা সহ শেষ, স্বদেশে নরেশ,
প্রবেশিল মন রঙ্গে ॥
গর্ভে তপতির, এক পুত্র ধীর,
কুরু নামে জনমিল।
ভূমে অনুপাম, কুরুক্ষেত্র নাম,
নিজ পুণ্যে প্রকাশিল ॥
কুরু হৈতে যত, বংশ হোলো কত,
বিস্তার আছে ভারতে।
ভাবি পদ ইষ্ট, কবি কহে মিষ্ট,
পাঁচালি প্রবন্ধ মতে ॥

মক্ষ[illegible]নীর শিবারাধনা।

পয়ার।

সম্বরণ ভূপতির শুনি ইতিহাস।
সখি প্রতি কহে রামা মৃদু মৃদু ভাষ ॥
শুন সহচরিগণ বল যুক্তি সার।
দেব মধ্যে উপাসনা করি আমি কার ॥
রমা বলে শুন ওগো রাজার কুমারি।
রাধা চন্দ্রাবলী আদি যত ব্রজনারী ॥
কাত্যায়নী পূজা করি কৃষ্ণে পায় পতি।
শিব আরাধিয়া বর পায় উষাবতী ॥
মহেশ আরাধ্যা আদ্যা মহেশানী যিনি।
আরাধিয়া মহেশে মহেশে পান তিনি ॥

মার্কণ্ড নিকটে, কহিছে প্রকটে,
যা বলিল সম্বরণ॥
রাজার সাধনে, তুষ্ট ছিল মনে,
মনোবর্ত্তি ছিল যাহা।
তাহে কৃপাবিষ্ট, হইয়া বশীষ্ট,
আসিয়া কহিল তাহা॥
হোয়ে তুষ্ট চিত্ত, রাজার নিমিত্ত,
নিজ কন্যা দিল রবি।
বসন ভূষণ, অঙ্গে সুশোভন,
ভুবনমোহন ছবি॥
রবিকন্যা লয়ে, মুনি দ্রুত হোয়ে,
নৃপবরে দিল দান।
পাইয়া তপতি, রাজা হর্ষ মতি,
পাবেতে সঞ্চরে প্রাণ॥
যেমন চকোর, আনন্দে বিভোর,
হেরি পূর্ণিমার শশী।
সুখেতে মিলন, হইল দুজন,
বিচ্ছেদে হানিয়া অসি॥
দুঃখ গেল দূর, আনন্দ প্রচুর,
জন্মিল উভয় মনে।
এই স্থানে বাস, মদন বিলাশ,
সুখে করে দুই জনে॥
দ্বাদশ বৎসর, ক্রীড়া নিরন্তর,
করিয়া তপতি সঙ্গে।

শিব কৃষ্ণ এক আত্মা শক্তি ছাড়া নয়।
তিনে এক একে তিন জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব দৃঢ় করি পূজ শম্ভু পদ।
মনের বাঞ্ছিত পাবে বাড়িবে সম্পদ॥
শুনিয়া সখির বোল অজ্ঞানতা টুটে।
এক কালে সব সখি সায় দিয়া উঠে॥
হেন যুক্তি দিল যদি রমা সহচরী।
পরম আহ্লাদি চিত্ত হইল সুন্দরী॥
স্বয়ম্ভু সাধনা হেতু নানা দ্রব্য লয়ে।
সখি সঙ্গে শিবালয়ে চলে ব্রস্ত হয়ে॥
নৈবেদ্য লইল কেহ নানা উপহার।
বসন ভূষণ যেন সূর্য্যের আকার॥
ধুপ দীপ মধুপর্ক সুশীতল জল।
চন্দন কুসুম মাল্য নব বিল্লদল॥
ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য লয়ে গুণবতী।
ষোড়শোপচারে পূজা করে পশুপতি॥
নৈবেদ্যাদি নানা দ্রব্য করে নিবেদন।
করিল মানস পূজা হয়ে এক মন॥
করে করে করতালী গাল বাদ্যোৎসব।
পূজা অবসানে করে ঘন ঘণ্টা রব॥
স্তুতি পাঠান্তরে করে বরের প্রার্থনা।
বলে প্রভু শীঘ্র যেন পুরয়ে বাসনা॥
এরূপে প্রত্যহ কন্যা পূজে ত্রিলোচন।
হর কাছে নন্দা করে বরের প্রার্থন॥

নায়কের কথা কিছু শুন অতঃপর।
কহিছে উমাচরণ শঙ্কর কিঙ্কর॥

মন্মথের বিবরণ।

পয়ার।

কালীপুরে রূপাঙ্গ নামেতে নৃপমণি।
পরম পৌরুষান্বিত নানাধনে ধনি॥
একছত্রে বসুমতি করিল শাসন।
বহুমুল্য কিরীট কুণ্ডল নৃপাসন॥
অবনিতে মহারাজা যেন পুরন্দর।
পরম ধার্ম্মিক বিষ্ণুভক্তিতে তৎপর॥
এক পুত্র ভূপতির সংসারে বিজয়।
মন্মথ ধরেন নাম রূপ গুণ ময়॥
জানিয়া নরেন্দ্র বৃদ্ধাবস্থা আপনার।
বিচারিয়া মন্মথেরে দেন রাজ্যভার॥
কিছু কালান্তরে রাজা গেলা পরলোক।
হাহাকার শব্দে পুরজনে করে শোক॥
ত্রিয়দশে পিতৃশ্রাদ্ধ কৈল যুবরাজ।
যশেতে পূর্ণিত হোলো অবনির মাঝ॥
মন্মথ হইয়া উপবিষ্ট সিংহাসনে।
সদালাপ করে সদা বন্ধুজন সনে॥
প্রজার পালন আর রক্ষাকরে রাজা।
বিচার পুর্ব্বক রাজা করে রাজকার্য্য॥

দানেতে পূরিল দেশ প্রজা সুখে রয়।
দুষ্ট জনে যমসম দ্বিজ কবি কয়॥

মন্মথের কানন ভোজন।

পয়ার।

একদিন মহারাজা আনন্দিত মনে।
বন্ধুবর্গ সহ চলে কানন ভোজনে॥
অশ্ব আরোহণে রাজা চলিল কৌতুকে।
আশু উত্তরিল গিয়া উদ্যানেতে সুখে।
বনোভূমে সর্ব্বজনে করে উপবেশ।
তন্মধ্যে সুধাংশু তুল্য বসিল নরেশ॥
স্নানকালে গন্ধতৈল মাখে সবেমেলি।
কেহ কেহ সরোবরে করে জলকেলি॥
অল্প জলে থাকি স্নান করিতেছে কেহ।
দাসেতে মার্জ্জন করে নৃপতির দেহ॥
স্নানপরে ইষ্টদেবার্চ্চন করে সবে।
কেহ ভাবে কতক্ষণে জলখেতে হবে॥
কতক্ষণে পূজা সাঙ্গ রাজার হইল।
জলপানি দ্রব্য হেতু অনুজ্ঞা করিল॥
লুচি পুরি ও কৌচুরি আনি দিল পাতে।
দিলেক মোহনভোগ কাচাগোল্লা তাতে॥
বরফি বাদামতক্তি শেষে দিল ক্ষীর।
মহাসুখে খায় সবে হইয়া সুস্থির॥

অথান্ন সময়ে অন্ন আনে সুপকার।
শাক সুপ অম্বল পায়স পুপ আর॥
ভোজন করিল ছয় রসে সবে সুখে।
আচমন করিয়া তাম্বুল দিল মুখে॥
কেহবা শয়ন কৈল কুসুম শয্যায়।
কেহবা পরম খোসে সেতার বাজায়॥
ঢোলক বাজায় কেহ কেহ ছাড়ে তান।
কোনজনে উপবনে খুসিতে বেড়ান॥
বৈকাল সময়ে ভূপ করেন ভ্রমণ।
স্থানে স্থানে নেহারিছে তরুর শোভন॥
হেনকালে গেল রাজা কদম্বের তলে।
কেমন সুন্দর পুষ্প মৈত্রগণে বলে॥
সেই বৃক্ষে বসি ছুটি পক্ষি সুক সারী।
পাখি দেখি বিমোহিত রাজ্য অধিকারি॥
সুক বলে দেখ সারী কিবা রূপ ধাম।
দেখেছিনু সেই আর এই দেখিলাম॥
তাঁতে এঁতে মিলন করায় যদি বিধি।
মিলনে শোভিবে ভাল দুই রূপ নিধি॥
রাজাবলে বল বল সুক কি বলিলে।
কি দেখেছ সেই আর এই কি দেখিলে॥
সুকবলে মহারাজ করো অবধান।
হেমাঙ্গ নামেতে ভূপ সরোজেতে স্থান॥
মম্মোহিনী নামে তার কন্যা প্রমোদিনী।
কি কহিব রূপ যেন কামের কামিনী॥

তোমার এ রূপ রাজা সেই রূপে সীমা।
এরূপে জানিবে সেই রূপের মহিমা॥
রাজাবলে কেমন সে রূপ সুক বল।
দ্বিজকবি কহে মনো হইল চঞ্চল॥

সুক সম্বাদ।

ত্রিপদী।

সুক বলে মহাশয়, তার রূপ কথ্যনয়,
সেই রূপ সেই রূপে সীমা।
রসানে মার্জ্জিত স্বর্ণ, সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ,
তনুখানি রতীর প্রতিমা॥
অকলঙ্ক মুখ চাঁদ, কিবা দুটী স্তন ফাঁদ,
কিবা নব ঘন কেশ পাশ।
রঞ্জিত মল্লিকাফুলে, সদাকামি জনে ভুলে,
মদনের হৃদয়ে উল্লাস॥
কিবা নেত্র ঢল ঢল, নীরে ভাসে নীলোৎপল,
ভুরুতে ভৎসন স্মরধনু।
অধর বন্ধুক ঘটা, সুধাংশীক হাস্য ছটা,
পদ্মজিনি সুকোমল তনু॥
কামিরে করিতে নাশ, ধরেছে কামের ফাঁস,
ভুজমাত্র এই অভিপ্রায়।
ভয় পীয়র ভর, কৃষ কটি মনোহর,
হেলে দোলে খেলে মন্দ বায়॥

শুন শুন ওহে ভূপ, হেরিলে তাহার রূপ,
যোগীজনে লেগে যায় ধন্দ।
বসন ভূষণ অঙ্গে চলে কত রঙ্গে ভঙ্গে,
গজনিন্দি গতি অতি মন্দ॥
যেমন রূপসী সেই, তেমনি রূপক এই,
তার যোগ্য তুমি মহাশয়।
সেই কন্যা তোমা মিলে, তোমাকে তাহারে দিলে,
মাণিকে সুবর্ণ জড়া হয়॥
নতুবা পদ্মের মেলা, যেন ভেক সঙ্গে খেলা,
তাবত নিষ্ফল হয় ভৃঙ্গে।
আর দেখ হিরারত্ন, লোকে তারে করে যত্ন,
তাঙ্গে ধার পড়ি মেষ শৃঙ্গে॥
শুনিয়া শুকের বোল, রাজা হোলো উতরোল,
মন তাতে হইল চঞ্চল।
কি মোহন রূপ রাশি, পসিল অন্তরে আসি,
ভুলিবে কি ভুলিনু সকল॥
মরমে মরম লাগে, সেই রূপ হৃদে জাগে,
রাজা ভাবে সকলি অসার।
কি রূপে পাইব তারে, এমর্ম্ম সুধাব কারে,
দ্বিজ কবি ভাবিত অপার॥

মন্মথের বিরহ বিষাদ ॥

অন্তর্যামক পয়ার।

অস্থির হইয়া গৃহে চলেন মন্মথ।
পশ্চাতে সমর সাজে চলেন মন্মথ ॥
পাঠাইল তলবার বেড়ি রাজালয়।
মনো দুঃখে বিচ্ছেদীয় বেড়ি রাজালয় ॥
লজ্জা পেয়ে যুদ্ধ নাহি করে ভূপসহ.
কাম বলে বিরহ যন্ত্রণা ভূপসহ ॥
বিচ্ছেদ তরঙ্গে রাজা দিবানিশী ভাসে।
পাত্র মিত্র বান্ধবেতে তোষে মিষ্টভাষে ;
রাজা বলে সুখেচ্ছুয় যাইনু আরাম।
আরাম করিতে হত হইল আরাম ॥
অন্য অন্য অনল নির্ব্বান হয় জলে।
বিরহ বাড়বানল জলে আরো জ্বলে ॥
কেবলে শীতল মন্দ বহে সদাগতি।
মোর হৃদে বজ্রহানি করে সদাগতি ॥
একে হৃদাকুল অধিকন্তু পীকরবে ;।
তাতে ভৃঙ্গ রবে প্রাণ কি রূপেতে রবে ॥
ক্ষমাকর কর পুটে বলি হীন কর।
অগ্নিতুল্য কর তব নহে হীন কর ॥
নানা রত্নে নানা ধনে হই আমি ধনি।
তথাপি নির্ধন অতি বিনা সেই ধনী ॥
সুখ অলি ছিল মোর হৃদি পদ্ম দলে।
বিচ্ছেদ মাতঙ্গে এবে রল করি দলে ॥

[illegible]র আদেশ বহি চতুরঙ্গ বল।
তথাচ আমারোপরে কাম করে বল॥
সাবধান হও প্রাণ ফুলশর শরে।
পায়ে ধরি তবু নাকি ফুলশর সরে॥
যে রূপ কহিল যুক ধন্যা সেই নারী।
সে প্রেয়সী বিনা আজি রহিবারে নারি॥
সে কন্যা কমল প্রায় আশা মোর বিশ।
সে মধু বিহীনে মনে সব লাগে বিষ॥
জাগ্রত স্বপনে কিবা হেরি তার রূপ।
কবে পাব দ্বিজ কবি ভাবে এইরূপ॥

মন্মোহিনীর বিরহ ও বসন্ত বর্ণনা।

পয়ার।

এখানে বিচ্ছেদাগুণে কন্যা সদা দহে।
অবলা সরলা প্রাণে জ্বালা কত সহে॥
এইরূপ বিরহেতে শীত গত হয়।
সময় পাইয়া ঋতু বসন্ত উদয়॥
বসন্তের আগমনে কামিনী বিকল।
কান্ত হেতু মনে উঠে মদন গরল॥
এক দিন মন্মোহিনী সখি গণ মেলি।
উদ্যানে চলিল সবে করিবারে কেলি॥
বসন্তের আগমনে যত তরু গণ।
ফল ফুল পত্রে শাখা আদি সুশোভন॥

বসন্ত ভূপতি বুঝি হোলো বনোভূমে।
শীরে ধরে হেমছত্র কেশর কুসুমে॥
করিছে শিরীষ পুষ্প চামর ব্যজন।
হেরিতে ব্যাকুল হোলো কামিনীর মন॥
ফুল্ল হয়ে নিশীগন্ধা উড়ায় পতাকা।
বিকচ মল্লিকা রূপে সলজ্জিত রাকা॥
বিরহিণী বিনাশেতে মল্লিকার কলি।
শুভাচার হেতু শঙ্খ বাদয়ত অলি॥
হাস্যমুখী কমল বিমল শোভা করে।
ভ্রমরের সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে বিহরে॥
রসভরে ফুল্লতর গোলাবের দল।
হেরি ভ্রমরার মন করে টল মল॥
আমোদে লবঙ্গ লতা ফুটেছে করুণ।
কামিনী করিতে নাশ কন্দর্পের তূণ॥
মালতী চম্পক চারু পলাশ কাঞ্চন।
জাতি যুথি যবা গন্ধরাজ সুশোভন॥
কৃষ্ণচূড়া কেতকী কিংশুক রক্তবক।
প্রস্ফুটিত কুরুণ্টক দ্রোণা ভূচম্পক॥
দোলন কস্তূর কিবা পিবন্তি পুর্ণাগ।
বিরহিণী হৃদয়েতে দংশে যেন নাগ।
শালমুলী মেউতি সুন্দর শীলিমুখ।
অশোক অপরাজিতা বাসক বন্ধুক॥
সুগন্ধিত গন্ধরাজ গুলাল পারুল।
স্মর আগমনে ফুটে কদম বকুল॥

রামা বলে ফুলগণ কাম পারিষদ।
সকলে কি হোলে ব্রত করিতে স্ত্রী বধ ॥
নকির কুকারে ঘন কোকিল ভ্রমর।
গন্ধ বহ মন্দ মন্দ গতি নিরন্তর ॥
সারী শুক সুখে সুখে মদন লালস।
স্থানে স্থানে পক্ষিগণ ভুঞ্জে কত রস ॥
বসন্তের শোভা বুকে লাগে যেন শূল।
দ্বিজ কবি কহে রামা হইল আকুল ॥

ললীত প্রবন্ধ-ছন্দ।

ফুটিল নানা ফুল, জুটিল অলিকুল,
ছুটিল সুকুসুম পুঞ্জে।
মগন মধুপানে, মগনে মাতি গানে,
সঘনে গুণ্ গুণ্ গুঞ্জে ॥
সৌরভে ভরা দেহ, সৌরভে মজে কেহ,
যৌবন ঘটিল প্রকটে।
রমণী ঐ ছলে, অমনি কোপে বলে,
এমনি ঘটে রে লম্পটে।
মধুপ ভ্রম ভ্রুন, অনুপ তব গুণ,
লোলুপ তুমি হে নিতান্ত।
মনোজ মধু খেয়ে, মনোজ গুণ পেয়ে,
[illegible] ত্যজিতে সুখান্ত ॥
ভ্রমরে [illegible], গুণেতে অতোধিক,
নিপুণ তুমি হে এ কাজে ;

হুঙ্কারে ভোর আর, ঝঙ্কারে ভ্রমরার,
টঙ্কারে কোদণ্ড অনঙ্গে ॥
আলিরে শুন বলি, ঢালিছে বিষ অলি,
জ্বালিছে কোকিল কৃষাণু।
নির্দ্দয় মনোসীজ, হৃদয় সরোসীজ,
দহয় ভাবিয়া সে স্থাণু ॥
কিসেতে বাঁচে বালা, বিষেতে দেহ জ্বালা
রিষেতে বসন্ত অরীষ্ট।
দহিছে কামবল, বহিছে অশ্রুজল,
কহিছে দ্বিজ কবি মিষ্ট।

পয়ার।

কামিনী কাতরা অতি পেয়ে কামজ্বালা।
পুষ্প গন্ধে অধিকন্তু দহে নৃপবালা ॥
শুন হে তমালতরু শুন হে অশোক।
তোমা সবাকার মূলে সিদ্ধ হয় লোক ॥
অভাগিনী হেরি সবে হোলে প্রতিকূল।
দল শ্রেণী বুঝস পাবক পরি ভুল ॥
রসালে মুকুল তুমি বরিষ আগুন।
কাম নৃপ ছত্র দণ্ড বকুল প্রসূন ॥
কেশর তাহাতে হও কামিনীর কাল।
হোয়েছ মদনাসন অরবিন্দ জাল ॥
ধোরেছ কামের কেশ তুমি হে শিরীশ।
এই হেতু অবলারে দহ অহর্নিশ ॥

বুঝিনু চম্পক কলি তব অভিপ্রায়।
অনঙ্গ অঙ্গুলি হোয়ে বিনাশ আমায়॥
খরতর স্মর নখ তুমি হে কিংশুক।
বিদারিছ বিরহিনী কামিনীর বুক॥
মদন রসনাকৃতি কুসুমের বিকাশ।
কেতকী হইয়া দন্ত মোরে কর গ্রাস॥
শুন নিদারুণ যবা শুন হে বন্ধুক।
কামের অধর হোয়ে প্রসারিছ দুখ॥
শুন হে করুণ তুমি বড় নিদারুণ।
হানিতেছ ফুলবাণ হোয়ে কামতূণ॥
হোয়েছ রজনীগন্ধা কামের নিশান।
এই হেতু নিশী দিবা দহ মোর প্রাণ॥
নাগের ঈশ্বর তুমি নাগেশ্বরস্ফুট।
সেই গুণে অঙ্গে মোর লাগে কালকূট॥
সকলে বিপক্ষ কি হে হইলে আমায়।
দ্বিজ কবি কহে তবে ডাকিবে কাহায়॥

ত্রিপদী।

কন্দর্প কটক যত, করিছে কামিনী হত,
অধিকন্তু মলয়া সমীর।
গন্ধযুক্ত স্নিগ্ধ গতি, দেহে লাগি রূপবতী,
কামশরে হইল অস্থির॥
রামা বলে গন্ধবহ, কি হেতু আমারে দহ,
কি অহিত কোরেছি তোমার।

নাহি মোর প্রাণনাথ, সদা হান বজ্রাঘাত,
হইলে কি কৃতান্ত আমায়॥
মলয়া শীখরে রঙ্গে, থাকহ ভুজঙ্গ সঙ্গে,
তুমি বহ্নি বহ্নিসখা বায়ু।
ধুঁক ধর্ম্ম চাই রাখা, হোয়ে বিষানল মাখা,
বিনাশ করিহ মোর আয়ু॥
ক্ষম হে মকরধ্বজ, ক্ষম অত্রিক অঙ্গজ,
ধরি আমি দুজনার পায়।
কামিনী করিলে বধ, বল পাবে কি সম্পদ,
হিংসা কৈলে হিত নাহি তায়॥
শুন ওহে রতিরাজ, ত্যজহ সমর সাজ,
আমি বালা পতি বিনা শব।
দেখ তব বৈরী নয়ী, আমারে হইলে জয়ী,
বল দেখি পাবে কি বিভব॥
শুন ওহে হীমকর, তোমার কীরণ খর,
হীমকর কে বলে তোমায়।
তা হোলে এমন কেন, লাগে দাবানল হেন,
নিরবধি দহ মোর গায়॥
সুধাকর তব নাম, নিতান্ত আমারে বাম,
দেখ মোর জ্বলে কামানল।
এইতো তোমার কার্য, তাতে তুমি দ্বিজরায়,
ঘৃত দিয়া করিছ প্রবল॥
শুনগো সন্তাপ সখী, যে দিক যখন লখি,
সেই দিকে কামের সামন্ত।

কবি কহে চুল ধর, স্তব যবে দিবে বর
সেই দিন ক্লেশ হবে অন্ত ॥

শার্দ্দুল বিক্রীড়িত-ছন্দ।

সে গুণমণি, বিহীনে ধনী। হৃদয়ে দংশিছে বিচ্ছেদ ফণী॥
সখীকে বলে, পদ না চলে। বিরহ হুতাসে শরীর টলে॥
সখিরা স্নেহে, আনিয়া গেহে। চন্দন মাখায় তাহার দেহে॥
যাতনা জানি, উদক আনি। ধৌত করাইল বদন খানি॥
বিরহাগুণে, কামিনী খুনে। বাড়িছে তাহাকে আঠারো গুণে॥
শুনলো আলী, কোথায় পালি। শরীরেতে দিলি গরল ঢালি
সজনী শুন, মদনাগুণ। মর্ম্মোপরে ধরে স্বকীয় গুণ॥
কিহোলো মরি, ধরানা ধরি। ধরণী ধরণী ও সহচরী॥
সখিরা ভাবে, তার অভাবে। নিতান্ত ইহার জীবন যাবে॥
বলোকি হবে, উপায় তবে। রাণীর নিকটে চললো সবে॥
কতেক জ্বালা, সহিবে বালা। ভেবে ভেবে দেখ শরীর কালা॥
উমাচরণ, চট্ট ব্রাহ্মণ। রাণীকাছে কহে মিষ্ট বচন॥

রাজ মহিষীর প্রতি সখী গণের উক্তি।

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

ধনীর মরম জানি, সখীগণ অনুমানি,
যথা ছিল রাজরাণী, তথাসবে যাইয়া।
নিবেদয়ে পুটপাণী, শুন মাগো শুন বাণী,
ভুলিলে কি ঠাকুরাণী, ঠাকুরের পাইয়া॥

মনোমোহিনী তব কন্যা, রূপে গুণে মান্যা ধন্যা,
তাহার দুঃখের জন্যা, না ভাবিলে কিছু গো।
তিনি যেই ধীরা মেয়ে, তবু এত দুঃখ পেয়ে,
আছেন তোমারে চেয়ে, না রবে তো পীছু গো॥
হইয়া বন্ধুতহীন, বিরহিণী চিরদিন,
ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ, অন্ন জল রুচে না।
মরমে মরম ভেদ, কালে করে কামে ছেদ,
কান্তবিনা জন্মোচ্ছেদ, যা তোমাকে ঘুচে না॥
যৌবনে যাতনা যত, স্মরে করে প্রাণ হত,
তোমারে কি কব কত, তুমি কি তা জান না।
জান আপনার বেলা, কেমন কামের খেলা;
মেয়েরে করহ হেলা, এবে বুঝি মান না॥
শুনিয়া সখীর বাণী, মৌন যুত মুখ খানি,
লজ্জা পেয়ে রাজরাণী, কহে গিয়া রাজারে।
শুন দেখি মহারাজ, কেমন তোমার কায;
কহিবারে পায় লাজ, কি কহিব তোমারে॥
এত বড় মেয়ে হয়, বল কার ঘরে রয়,
না হইল পরিণয়, বালা ভাসে দুখেতে।
মনোমোহিনী স্বর্ণলতা, হইল যৌবন গতা,
তবু তার বিয়াকথা, নাহি আনো মুখেতে॥
কন্যাকাল বহির্ভূত, হইল স্বধর্ম্মচ্যুত,
পিতৃলোকে ক্রোধযুত, আর খেদ্যমান হে।
যদি হয় রজ যোগ, কুলে ভুঞ্জে পাপরোগ,
পিতৃলোকে অপভোগ, করে রক্ত পান হে॥

তুমিতো পৃথিবী পতি, বুঝহ কর্ম্মের গতি
আমি কি বলিব অতি, অল্পবুদ্ধি নারী হে।
কর ভূমি সুবিচার, যাতে হয় প্রতিকার,
দ্বিজ কবি কহে আর, সহিতে না পারি হে॥

স্বয়ম্বরা উদ্যোগ।

লঘু ত্রিপদী।

শুনি রাণী মুখে, রাজা মহা দুঃখে,
বাহিরেতে দিলাবার।
পাত্রে ডাকাইয়া, ভাট আনাইয়া;
জানাইল সমাচার॥
করিল লিখন, নিজ বিবরণ
স্বয়ম্বরা সবিশেষে।
লইয়া লিখন, যত ভাটগণ,
চলি গেল নানা দেশে॥
অঙ্গ বঙ্গ রাষ্ট্র, কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র,
মল্লভূমী মিথিলায়।
দ্রাবিড় দরদ, মাগুব্য মগধ,
মহারণ্যে দূত যায়॥
কৈকেয় কেরল, চলিল সিংহল,
কুরুক্ষেত্র কামরূপে।
কিরাত কর্ণাট, গিয়া সব ভাট,
সমাচার দিল ভূপে॥

বিরাট পঞ্চাল, চলে দূত জাল,
জানায় কম্বোজে আসি।
গয়া অযোধ্যায়, দ্বারিকাতে যায়,
মথুরা প্রয়াগ কাশী॥
কালীপুরে শেষ, করিল প্রবেশ,
নরেন্দ্র মন্মথ যথা।
নৃপের লীখন করিয়া অর্পন,
জানায় সব বারতা॥
শুনি নরপতি, হরষিত মতি,
পুলকিত হোলো অঙ্গ।
দ্বিজ কবি কয়, চল রসময়,
মনোদুঃখ হবে ভঙ্গ॥

মন্মথের সরোজ নগরে যাত্রা।

পয়ার॥

রাজাবলে কি কহিলে বল ওরে দূত।
শুনিতে শীতল মম হোল অন্তর্ভূত॥
আশার বাড়িল অঙ্গ জুড়ালো জীবন।
করিব সরোজ পুরে ত্বরিত গমন॥
মনে মনে নৃপতির পরম উল্লাস।
সত্বরে যাইতে হবে হেমাঙ্গ সকাস॥
যদি মোরে সেই কন্যা মাল্য দান করে।
পাবো স্বর্গাধিক সুখ পৃথিবী ভিতরে॥

এত ভাবি যুবরাজ স্নান আচরিয়া।
দৃঢ় মনে ইষ্ট আর শ্রীকৃষ্ণে অর্চিয়া॥
গললগ্নি কৃতবাস যুড়ি দুই হাত।
একান্ত ভাবেতে স্তুতি করে নরনাথ॥
হে কংসারি হে মুকুন্দ হে মধুসূদন।
কিঙ্করে করুণা কিছু করো বিতরণ॥
বাঞ্ছা কল্পতরু নাম দীন দয়াময়।
এ অধমে যেন কিছু কৃপাদৃষ্টি হয়॥
কমলা সেবিত তব চরণ কমল।
ভক্ত রক্ষা হেতু লীলা জগতে নির্ম্মল॥
প্রহ্লাদে করিলে রক্ষা দৈত্য করি হত।
ব্রজে ব্রজাঙ্গনার পুরালে মনোরথ॥
তুমি নিত্য নিরাকার আদ্য নিরঞ্জন।
কৃপা করি কর মম সংশয় ভঞ্জন॥
হেন মতে স্তুতি যদি কৈল নরনাথ।
হইল আকাশ বাণী শুনে অকস্মাৎ॥
সত্বর গমন করো বাঞ্ছা সিদ্ধি হবে।
শুনিয়া মন্মথ ভাসে পুলক অর্ণবে॥
হরি পদাম্বুজে করি বহু প্রণিপাত।
গমন সাজন ত্বরা করে ক্ষিতিনাথ॥
আপনি মন্দুরা মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
বাছিয়া উত্তম বাজী লইল নরেশ॥
নানা পরিচ্ছদে করে আপনার সজ্জা।
শোভা হেরি কাম শশী দিন পায় লজ্জা॥

অশ্ব আরোহণ রাজা করে ত্বরা করি।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি করিল শ্রীহরি॥
অশ্বের হেরিয়া বেগ তারার ত্রাস;
ক্রমে গিয়া উত্তরিল সরোজ নিবাস॥
অবিশ্রাম গমনে নৃপতি পরিশ্রান্ত।
নিকটে উদ্যান এক দেখে নবকান্ত॥
বিরাম কারণে করে আরামে প্রবেশ।
রচিল উমাচরণ ভাবি হৃষিকেশ॥

উদ্যান বর্ণন।

রসাবলি-ছন্দ।

ক্ষিতি তলে উজ্জল বিনোদ বিপীনং।
মন্মোথে মুনিজন মতি উদাশীনং॥
জাতি যুথি মল্লিকা মালতি কদম্বং।
তমাল তরু শ্রেণী তাল পরিলম্বং॥
সরোবর সুন্দর শোভে চারি ভিতে।
সরোজ বিকশিত ভুবন মোদিতে॥
বহতি সমীরণ নানা ফুল গন্ধং।
বর সুখ অর্জ্জনে গতি অতি মন্দং॥
শত শত গাম্ভারী কত দেবদারু।
বিকশিত চম্পক গোলাব সুচারু॥
নির্ম্মল সলীলে কমল দল শোভা।
মধুকর আবলী তাতে মনো লোভা॥

কল কল কোকিল গুণু গুণু গুঞ্জং।
কুসুম সুশোভিত দ্রুম লতা পুঞ্জং॥
সরোবরে ক্রীড়তি হংসিনী হংস।
ডাহুক কারণ্ডব সারসের বংশ॥
নৃত্যতি খঞ্জন শিখি শিখি বনিতা।
স্থক সহ সারিকা মতি হরষিতা॥
উল্লাসে বঞ্চতি রতি উপযোগী।
সতত কামানলে দহত্ত বিয়োগী॥
ফুটতি কুসুম চয় হৃদয়ত সেলং।
মলয় সমীরণে বিগলিত চেলং॥
নরপতি মন্মথ তরুতল বসতে।
ফুলভাবে ফুল উপহাসে হসতে॥
অন্তর্গত রিপু নহি নহি দুরং।
জ্বলতি মলয়া নীলে মানস পুরং॥
রচয়তি শ্রীউমাচরণ প্রবন্ধং।
রসিক মনোহর রসাবলী ছন্দং॥

নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শন।

পয়ার॥

উদ্যানে উল্লাস হত কৈল বান ফুলে।
বিরহে অধৈর্য্য ভূপ বৈসে তরু মূলে॥
একালেতে মনোমোহিনী লয়ে সখীগণ।
শিবালয়ে পূজাহেতু করিল গমন॥

বৃক্ষের তলেতে হেরি শশীর উদয়।
চমকিত হোয়ে ধনী সঙ্গিনীরে কয়॥
একি একি রূপ সখী কর নিরীক্ষণ।
দেখহ প্রত্যক্ষ ইহা দেখিনু স্বপন॥
যে রূপ অন্তরে মোর জাগে নিরবধি।
হেরিতে ও রূপ সিন্ধু ধায় নেত্র নদী॥
মন্মথ রাজকন্যারে করি দরশন।
তনু হোলো পুলকিত গেল অক্ষি মন॥
কদম্ব কুসুমাকার শিহরিছে তনু।
দেখিতে দেখিতে অঙ্গে বাড়ে মনোজনু॥
কান্তে হেরি কামিনীর মন টল টল।
ডগমগ তনু রসভরে ঢল ঢল॥
বিকর্ত্তন হেরি যেন সুখি কমলিনী।
শশী হেরি যেন প্রফুল্লিত কুমুদিনী॥
উভয়ের রূপে মগ্ন উভয়ের মন।
পরস্পর প্রেমফাঁদে লইল বন্ধন॥
উভয়ের সঙ্কেত বিবাহ এই স্থানে।
দুই জন জানে মাত্র অন্যে নাহি জানে॥
পরস্পর মনোমালা বদল হইল।
দেখা দেখি হইতে অক্ষিতে অক্ষি নিল॥
মরম বসন পরস্পর পরিধান।
কামদেব আপনিই করে কন্যা দান॥
এই রূপে দুইজনে হইল মোহিত।
শিবপূজা করে রামা হোয়ে এক চিত॥

পূজা সাঙ্গ করি তবে যায় ধীরে ধীরে।
যায় যায় পথ পানে চায় ফিরে ফিরে ॥
শরে বদ্ধ কুরঙ্গিনী দেখে যেই মত।
তদ্রূপ রামার চক্ষু নিমেষ বিহত ॥
চলিতে না চলে পদ গদ গদ কায়া।
বলে কবে হবো লো উহার আমি জায়া ॥
প্রাণ রাখি শূন্য দেহ লয়ে ধনী যায়।
রচিল উমাচরণ মিষ্ট রচনায় ॥

মন্মোহিনীর ইচ্ছাবরী।

পয়ার।

ওখানে হেমাঙ্গ নৃপ করে আয়োজন।
করয়ে অপূর্ব্ব সভা বিবাহ কারণ ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি যত রাজাগণ।
ক্রমে ক্রমে সকলেতে দিল দরশন ॥
হেনকালে আইলা মন্মথ মতিমান।
হেরিয়া আপনি রাজা করয়ে সম্মান ॥
সিংহাসনে বসিল যুবক ক্ষিতিপাল।
বকের সভায় যেন শোভিল মরাল ॥
হেমাঙ্গ সভায় ভূপ হেন শোভা করে।
রূপের ছটাতে ঘোর অন্ধকার হরে ॥
মনে ভাবে রাজাগণ পথশ্রম বৃথা।
এই পাবে বরমালা বুঝিলাম তথা ॥

ওখানে হেমাঙ্গ পুত্রী করিয়া সুবেশ।
সভা মাঝে রূপবতী করিল প্রবেশ॥
শশিমুখী সখী নিল কুসুমের মালা।
সভা মধ্যে সৌদামিনী সহ ভূপবালা॥
কন্যা হেরি সর্ব্ব জনে হলো চমকিত।
হেরিতে হেরিতে হলো নয়ন স্থকিত।
রাজাগণ অভিমুখে কন্যা উপনীত।
সখী পরিচয় দেয় কন্যার বিদিত॥
পদ্মিনীর মন কি ভ্রমর বিনা চায়।
ঘন বিনা চাতকিনী অন্যে নাকি ধায়॥
সকল ভূপতিগণ অতি দুঃখে ভাসে।
সখী লয়ে গেল তারে মন্মথের পাশে॥
নারায়ণ সন্নিধানে লক্ষ্মী পান শোভা।
রতিপতি হেরিয়া রতির মন লোভা॥
দরিদ্র হেরিয়া যেন বহু প্রাপ্য ধন।
বারি হেরি ধায় যেন পিপাশিত জন॥
সেই রূপ নিজ নাথে হেরিয়া কামিনী।
পুলকে কম্পিত কায়া যেমন দামিনী॥
করে নিয়া ফুলমালা মহা কুতূহলে।
প্রদান করিল বরমাল্য বরগলে॥
অধমুখে রাজাগণ পেয়ে অপমান।
দ্বিজ কবি কহে সবে করিল প্রস্থান॥

গাত্রে হরিদ্রাদি প্রদান।

পয়ার।

মহা সুখে মন্মথেরে দিয়া বরমালা।
গমন করিল তবে নৃপতির বালা॥
মন্মথ পাত্রেতে যদি কন্যা স্বয়ম্বরা।
বিবাহ উৎসাহেতে তবে রাজা দিল ত্বরা॥
শুভদিন জানি ভূপ কন্যা বরপাত্রে।
কহিলা হরিদ্রা দিতে উভয়ের গাত্রে॥
হরিদ্রা ও তৈল লয়ে কুলাঙ্গনাগণ।
রাজ অঙ্গে মাখাইতে করিল গমন॥
বরের হেরিয়া রূপ নারীগণ যত।
দণ্ডাইয়া রহে সবে বুদ্ধি খোয়ে হত॥
রসে ডগমগ তনু নবিনা নায়িকা।
দণ্ডাইয়া রহে যেন চিত্র পুত্তলিকা॥
যে অঙ্গে যখন যার পড়িল লোচন।
কি সাধ্য সে অঙ্গ হৈতে হইবে মোচন॥
অনঙ্গের রসে সব রমণী অধরা।
হস্ত হৈতে গেল পোড়ে হরিদ্রা কটরা॥
কারো কর হৈতে পোড়ে গেল তৈলবাটী।
মদালসে খসে কারো পরিধেয় সাটী॥
কাছে থাকা হোলো তার মাখাবে কি অঙ্গে।
উথলিয়া পড়ে সুখ কামের তরঙ্গে॥
অকোতকে মঙ্গলেতে করিয়া সম্বরণ।
রূপাদে হরিদ্রা তবে দিল রাজ্যাগণ॥

পরদিন প্রভাতেতে উঠে নরপতি।
অধিবাসে আয়োজন করে শীঘ্রগতি॥
রাজার মহিষী তবে কন্যারে সাজায়।
হেরিয়া মোহন বেশ কাম মোহ যায়॥
বিচিত্র বসন আর নানা অলঙ্কার।
ঝলমল করে যেন তড়িত আকার॥
শুদ্ধাচারি হোয়ে রাজা বসে নান্দিমুখে।
পূজিলা গণেশ গৌরী কেশবে কৌতুকে॥
ষোড়শ মাতৃকা ষষ্ঠী মার্কণ্ডে অর্চ্চিলা।
কন্যাভালে ছোঁয়াইলা মহি গন্ধ শীলা॥
ধান্য দুর্ব্বা ফল পুষ্প গোরচনা দধি।
স্বস্তিক সিন্দূর শঙ্খ আর সর্ব্বৌষধি॥
সিদ্ধার্থ কজ্জল আর রজত কাঞ্চন।
ঘৃত দীপ পূর্ণ পাত্র চামর দর্পণ॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে রাজা হোয়ে আনন্দিত।
পূজে পিতৃলোক গণ বিধির বিহিত॥
করেতে বান্ধিল সুতা যেমত বিধান।
আরোপি কদলীতরু করাইলা স্নান॥
এরূপে কন্যার কৈলা গন্ধাদি বাসন।
ততোধিক বরের নিয়ম সমাপন॥
গোধূলি হইল লগ্ন সর্ব্ব দোষ হীন।
আগমন কৈলা বর যুবক নবীন॥
দোখণ্ডি মৃদঙ্গ ঢোল কাড়াপড়া কাঁসি।
বাজিছে [illegible] বাঁশী॥

বরেরে বসায় রাজা মছলন্দোপর ।
রচিল উমাচরণ সারদা কিঙ্কর ॥

পানি গ্রহণ বর্ণনা ।

লঘু ত্রিপদী ।

কুল পুরোহিত, বিধির বিহিত,
পীঠোপরে বসাইলা ।
বরেরে বরণ, করিয়া রাজন,
বস্ত্র অভরণ দিলা ॥
বলে পুরোহিত, করহ ত্বরিত,
স্ত্রী আচারে যাহ লয়ে ।
যেন মহাশয়, বিলম্ব নাহয়,
লগ্নপাছে যায় বয়ে ॥
তবে মহারাজ, নিজ পুত্র মাঝ,
লইয়া চলিল বরে ।
দেখি মহীপালে, থাকিয়া আড়ালে,
নারীরা লোকন করে ॥
হেমঝারি হাতে, স্বর্ণ কার মাথে,
রাণী সঙ্গে কত বালা ।
মঙ্গলার ঢুল, জ্বালিয়া বিপুল,
কেহবা বরণ ডালা ॥
রাজরাণী সঙ্গে, নারীগণ রঙ্গে,
বরে বড় আনন্দিয়া ।

কন্যারে আনিয়া, উলু উলু দিয়া,
করে যথা বিধি নীত ॥
ছাউনি নাড়িয়া, উভয়ে হেরিয়া,
উত্তরের বনটলে।
স্ত্রী আচার পরে, বাহিরেতে বরে,
বন্ধুগণে লয়ে চলে ॥
কন্যারত্ন খানি, সভামাঝে আনি,
রাজা করে সম্প্রদান।
জয় জয় রব, মহা মহোৎসব,
দ্বিজে করে বেদ গাণ ॥
প্রদক্ষিণ পরে, দৃষ্টি পরস্পরে,
বদল করিল মালা।
শুভ বাদ্যনাদে, দ্বিজে গ্রন্থি বাঁধে,
বরসহ বর বালা।
করে ধরি পুঁথি, করে লাজাহুতি,
বিধান প্রমাণে সব।
শত শত ঢোল, মন্দিরা মাদোল,
শিঙ্গাবেণু শংখরব ॥
উলু উলু দিয়া, বর কন্যা নিয়া,
বাসরে বসায় রাণী।
শ্রীউমাচরণ, ভাবি নারায়ণ,
বলে মধুরস বাণী ॥

দম্পতীর স্বদেশে গমন।

পয়ার।

পরম আনন্দে হোলো বিবাহ সম্পন্ন।
ভুঞ্জিল সক্ষীর নৃপ পরমান্ন অন্ন॥
বাসরে ভূপতি সহ ভূপাল বালিকা।
পরিহাস করে রামাগণ সুরসিকা॥
বিবাহ বাসর রঙ্গে সুখে নরনাথে।
বিদায় মাগে মন্মথ উঠিয়া প্রভাতে॥
রাজার রমণী তবে কন্যা কোলে করি।
গদ গদ ভাসে কহে তার থুঁতি ধরি॥
মায়াতে মোহিতা রাণী শোকাকুল দেহ।
স্বভাবত জানে সবে অপত্যের স্নেহ॥
বরে দিলা যৌতুক করিয়া পুরস্কার।
নানা রত্ন রথ হস্তি বস্ত্র অলঙ্কার॥
শ্বশুর শাশুড়ী পদে করি প্রণিপাত।
সম্মোহিনী সহ চলিলেন নরনাথ॥
বাজে জগঝম্প ঢোল খোল খরতাল।
কাঁহালা মন্দিরা বীন বেণু সুরসাল॥
আগে আগে নহবত বাজিছে টিকারা।
মধুরি বঙ্গকি শঙ্খ দোথরি দোতারা॥
মধুর সংগীত কেহ গায় কাছে কাছে।
সদালসে রঙ্গে ভঙ্গে বারাঙ্গনা নাচে॥
ত্বরিত গমন কৈল বিদায় হইয়া।

পুরজন সকলেতে আনন্দিত হয়।
বরুণ করিয়া বর কন্যা ঘরে লয়॥
নিয়মিত কুলাচার কর্ম্ম যত ছিল।
এয়োগণ তাহা সব সম্পূর্ণ করিল॥
জ্ঞাতি বন্ধু স্বজনেতে পায় মহাহ্লাদ।
ধান্য দূর্ব্বা শিরে দিয়ে করে আশীর্ব্বাদ॥
বরকন্যা হেরি করে নয়ন সফল।
বলে কি শোভিল এ ইন্দ্রাণী আখণ্ডল॥
পুরজন সকলেতে পাইল উৎসাহ।
দ্বিজ কবি কহে হোলো বিবাহ নির্ব্বাহ॥

মনোমোহিনীর ফুলশয্যা ও বাসর বর্ণন।

ত্রিপদী।

ফুলশয্যা পরদিবা, রাজার উৎসাহ কিবা,
বলে নিশী যায় কতক্ষণে।
ভাবে পদ্মিনীর বঁধু, কতক্ষণে পাবে মধু,
নিদ্রানাই ভাবে তাই মনে॥
ছদণ্ড থাকিতে রাত্র, নৃপতি তুলিয়া গাত্র,
ভৃত্যগণে করেণ স জাগ।
পুরীর মার্জ্জনা করে, কেহ যায় কার্য্যান্তরে,
কেহ থাকে নৃপতির ভাগ॥
নারীগণ কুতুহলে, কন্যারে সাজাতে চলে,
ভূষণাদি নানা দ্রব্য লয়ে।

কিবা সে রূপের ছাঁদ, যেন ষোলকলা চাঁদ
নেহারে নয়ন স্থির হয়ে ॥
সুগন্ধিত তৈল দিয়া, দিল কেশ আঁচড়িয়া,
বান্ধিয়ে কবরী মনোহর ।
মল্লিকা মালায় শোভা, গুঞ্জে ভ্রমে মধু লোভা,
দিল ভালে সিন্দূর সুন্দর ॥
বিচিত্র দুকূল অঙ্গে, পরাইয়া মনোরঙ্গে,
পরাইল নানা আভরণ ।
ভূষাভূষ্য রূপ যার, ভূষণে কি করে তার,
সাধমত দিল নারীগণ ॥
হৃদয়েতে মণিহার, অপরূপ শোভা তার,
যেন মেরু শৃঙ্গে তরঙ্গিণী ।
ঝলমল কর্ণফুল, আলো করে কর্ণমূল,
রবি ছবি ধরিল রঙ্গিণী ॥
নাসাগ্রে নোলক দোলে, যেন তারা শশীকোলে
স্থিতি পাতি তারার প্রকাশ ।
একে রক্তাধর তাঁ, তাহে তাম্বুলের রাগ
পুরাইতে পতির প্রয়াস ॥
রতন কঙ্কন করে, দামিনীর প্রভা ধরে,
শোভিছে বলয়া পৈঁছে তায় ।
ভুজে ভুজ বন্ধ রঙ্গে, বাজুবন্ধ অতি যত্নে,
নবরত্ন তাতে শোভা পায় ॥
নিতম্বেতে চন্দ্রহার, কিবা কব সে বাহার,
রসিকের রসে মন হরে ।

নানা অভরণ পায়, ঝম ঝম করে তায়,
উদয় করিতে পঞ্চশরে ॥
একেতো রূপের শেষ, তাহাতে করিল বেশ,
হেম বদ্ধ যেন করি রদ।
হেরি রাজা হৃদোল্লাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
কহে দ্বিজ কবি গদ গদ ॥

পয়ার।

নানা রঙ্গে সখীগণ করে আয়োজন।
কুঙ্কুম কস্তুরি চূয়া অগুরু চন্দন ॥
ফুলময় শয্যা খানি পর্য্যঙ্ক উপর।
তার চারি ভিতে দিল ফুলের ঝালর ॥
ফুলের মশারি তথি ফুলে উপাধান।
ফুলের ঘর কিবা রচে বিদ্যমান ॥
নানা ফুলে অলঙ্কার রচিয়া বিশেষ।
কামিনীর করাইয়া দিল ফুল বেশ ॥
থালা ভরি রাখে কুসুমের মালা গাঁথি।
অশনীর সামগ্রী রাখিল নানা জাতি ॥
ইক্ষু শসা রম্ভা ডাব নারিকেল জল।
পাকাজাম রসাল কেশুর পাণিফল ॥
জম্বির পেয়ারা পেঁপে আতা সুমধুর।
আদাকুচি সহকারে মুগের অঙ্কুর ॥
মাখন মিছিরি মেওয়া দধি ক্ষীর ভাজা।
ঘনদুগ্ধ কাঁচাগর আর সর ভাজা ॥

ছানা ক্ষুচি ছানা পানা আর তার পিঠা।
অমৃত জিনিয়া আস্বাদন যার মিঠা॥
সন্দেশ বাদামতক্তি আর ক্ষীরপুলী।
বরফি ক্ষীরের গোল্লা রাখে কতগুলি॥
মণ্ডা মুণ্ডী ছানা বড়া চিনি রস ভরা।
রাখে মনোহরা সে ভুবন মনোহরা॥
রাখে কাংনি গজা মজাদারি পানিতোয়া।
গরম পাঁপড় ভাজা লুচি আলপোয়া॥
কিস্‌মিস্‌ বাদামাদি মেওয়া বাটি পুরি।
মগদ মোহনভোগ থাস্তার কৌচুরি॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আদি খাদ্য যত।
স্বর্ণপাত্র পুরি সখী রাখে মনোমত॥
মনোহর থিলি বানাইয়া সহচরী।
রাখে সাজাইয়া কনকের বাটা ভরি॥
রাখিল জোমানি ধন্যা গুবাক প্রচুর।
জাতিফল এলা লঙ্গ জাইফী কর্পূর॥
পাতরিয়া চুন কেয়া খদিরাদি করি।
সর্ব্ব দ্রব্য প্রস্তুত করিল সহচরী॥
এইরূপ সখীগণ কৈল আয়োজন।
দ্বিজ কবি কহে হোলো নিশা আগমন॥

লঘুত্রিপদী।

ভাবিছে শ্রীমতী, হৃদে কতক্ষণে,
সঙ্গীসঙ্গ যামিনীর।

হৃদি নভে শশী, পাইব প্রেয়সী,
উথলিবে প্রেমনীর ॥
এমন সময়, নিশীর উদয়,
রবি গেলা অস্ত গিরি।
কুমুদ প্রকাশে, কামিনীর পাশে,
রাজা চলে ধিরি ধিরি ॥
যত সখিগণ, আসিয়া তখন,
নৃপেরে সেবন করে।
চামর ব্যজন, করে কোনো জন,
কেহ ভাষে সমাদরে ॥
সিঞ্চোদক আনি, চরণ দুখানি,
ক্ষালন করায় কেহ।
মৃগ মদরুজঃ, আনি মলয়জ,
মাথায় করিয়া স্নেহ ॥
আনিয়া সঙ্গিনী, প্রেম তরঙ্গিনী,
বসাইল তার বামে।
যেন কাদম্বিনী, মধ্যে সৌদামিনী,
শোভাইল রাধা শ্যামে ॥
সহচরী তায়, চামর ঢুলায়,
রসে কহে রসভাষ।
কেহ করে ঠাট, নাগরীর নাট,
কেহ করে পরিহাস ॥
দীপ্তে মুখছটা, খুলিয়া ঘোমটা,
বলে দেখ দেখ মুখ।
॥ ৭ ॥

দ্বিজ কবি কয়, সব সখিচয়,
এ রূপে করে কৌতুক ।।

বিহারোদ্‌যোগ।

মালতী ছন্দ।

কামের সমীপে কি রতিকে গেল রাখিয়া।
আড়িপাতে সখিগণ বাহিরেতে থাকিয়া।।
কাছে কান্তা হেরি ভূপ কামাশক্ত হইল।
বদন চুম্বন করি কোলে তুলে লইল।।
পতিকর স্পর্শে ধনী থর থর কাঁপিছে।
লাজে নত চন্দ্রানন ঘন বাস ঝাঁপিছে।।
চির বিরহিত ভূপ বলে একি প্রেয়সী।
অলিকে কি মধুদানে লাজ করে সারসী।।
কত বা সহিব আর দহে ফুলবাণেতে।
সহেনা সহেনা ব্যাজ সহেনালো প্রাণেতে।।
বিগলিত করে রাজা হৃদয়ের দুকূলে।
করে ধরে যুগল উন্নত কুচ মুকুলে।।
পুলকে পূর্ণিত হোয়ে তবে নব নায়িকা।
পতিপ্রতি কহে কথা পতিপ্রীতি দায়িকা।।
কি কর কি কর নাথ এত ব্যস্ত কেনেকে।
আমরি কি করো ঠাট ছাড় ছাড় বেনেকে।।
নিদয় হৃদয় তব মোর অঙ্গে লাগিছে।
অতি তাপে বুঝি মাঝে দুখাসুর জাগিছে।।

কান্তা প্রবোধিয়া তবে কহে কান্তা বল্লভ।
শুভ হেতু কুচকুম্ভে দিল কর পল্লব॥
ভ্রূশাখা তোমার অতি সুমঙ্গল কারণ।
হোয়েছে যৌবন তব কন্দর্পের বারণ॥
মদনের আগমন হবে আশু তরলো।
উরুদ্বয় রম্ভা তরু আরোপণ করলো॥
পতিবাক্য শুনি ধনী মৃদু মৃদু হাসিয়া।
পুলক অর্ণবে তনু তরি যায় ভাসিয়া॥
ঈষৎ কটাক্ষ করি কহে শুন বঁধু হে।
ত্বরিতে করিলে পান ফুরাইবে মধু হে॥
অনলের মুখেতে কি ঘৃত থাকে কঠিন।
মধুকর ছাড়ে নাকি ফুল্লতর নলিন॥
কথায় কথায় রতিরসে দোঁহে মজিল।
শ্রীউমাচরণ চট্ট এই রূপ রচিল॥

প্রচ্ছন্ন বিহার।

একাবলী ছন্দ।

রমণ কথন সে কথ্য নয়।
রসিকানুরোধে কহিতে হয়॥
বুঝ বুঝ বুঝ ভাবক ভূপে।
দোঁহার বিহার প্রচ্ছন্ন রূপে॥
বিধু কমলিনী একই ঠাঁই।
বিপরীত রীতি বিরাগ নাই॥

সরোজ উপরে খঞ্জন নাচে ।
চকোর পড়িল চাঁদের সাঁচে ॥
চুম্বক পাষাণে নিশান রাখি ।
চুম্বিত লালেতে প্রবাল নাকি ॥
কল্পদ্রুমদ্বয় আবেসে ছাঁদা ।
উভয় বিরুতে উভয়ে বাঁধা ॥
ধরেছে তাহাতে চতুর দল ।
সুখের কুসুম রতির ফল ॥
মদন পবনে সুস্থির নয় ।
সদত কম্পিত বিটপীদ্বয় ॥
সঘনে হেলয়ে খেলয়ে রায় ।
কভু বা পল্লব মুকুলে ধায় ॥
আশ্চর্য্য কি দেখ সে তরুবরে ।
আধের আধার শকতি ধরে ॥
তরুতলে দুটি মরাল স্বর ।
ঊর্দ্ধেতে ডাকিছে কোকিলবর ॥
অলির ঝঙ্কার সঘনে কত ।
শ্রবণে করিল শ্রবণ হত ॥
প্রচণ্ড পবন যাইল দূর ।
ফলের গৌরব হইল চুর ॥
শ্রীউমাচরণ রচিল ইহা ।
তথাপি তাঁহার না পূরে স্পৃহা ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

প্রণয় বর্ণনা।

পয়ার।

রতিশ্রান্তে নরপতি বারি দিলা মুখে।
জলপানি উপভোগ খাইলেন সুখে॥
প্রেয়সীর সহকারে তাম্বুল ভক্ষণ।
সুজনে সুজনে মেলা অতি সুলক্ষণ॥
রূপ হেরিয়া ভূপ রতি অনুরাগে।
কামিনীকে বসাইল নিজ কোল ভাগে॥
মজিয়া অনঙ্গ রসে মনে মহা সুখ।
হাস্য পরিহাস কত কহিব কৌতুক॥
কামরসে মাতিয়া কামিনী রসাধান।
পতিপ্রতি করে চুম্ব আলিঙ্গন দান॥
বিরহ সন্তাপে দোঁহে জ্বালাতন ছিল।
প্রেম সরোবরে এবে আনন্দে ডুবিল॥
রতিরূপ পঙ্কজ হইল ফুল্লতর।
মধুপানে মাতিল মদন মধুকর॥
সুখ হংসাবলী তাতে সুখে ক্রীড়া করে।
যুবক যুবতী দোঁহে আনন্দে বিহরে॥
কামের কৌতুকে কামিনীরে করি কোলে।
রতিরঙ্গে নিশি সাঙ্গ রাজা অঙ্গ তোলে॥
প্রাতঃকৃত্য সাঙ্গ করি নিজ কাযে যায়।
পাত্র মিত্র আদি সবে আইল সভায়॥
রাজকাযে গেল দিবা সমাগত নিশী।
ওথা পথ নিরখিয়া আছয়ে মহিষী॥

কতক্ষণে নাথের হইবে আগমন।
রাখিল প্রহরি করি যুগল নয়ন॥
হেনকালে পতি আসি ত্বরিতে মিলিল।
দীনে ধন মীন যেন সাগরে পশিল॥
এরূপে বঙ্কারে নিশী মদন আবেসে।
বিচ্ছেদাদি কুলক্ষণ গেল দুরদেশে॥
আশারূপ তরুবরে ধরিল সুফল।
আস্বাদন করিয়া মানস টলমল॥
প্রেমানন্দে এই রূপে দম্পতি ভাসিল॥
শ্রীউমাচরণ নব কাব্য প্রকাশিল॥

রাজার ও রাণীর কানন বিহার এবং রাজার প্র
ব্রহ্মশাপ ও ব্রাহ্মণের প্রতি রাণীর শাপ।

পয়ার॥

শুক বলে শুন জ্ঞানসিন্ধুর নন্দন।
পশ্চাৎ ঘটিল যাহা তার বিবরণ॥
এই রূপে কিছুকাল নাগরী নাগরে।
মনেসোধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে॥
এক দিন মনো হিনী মন্মথেরে বলে।
ইচ্ছা হয় ভ্রমিবারে কানন মণ্ডলে॥
হেমন্ত হোয়েছে অন্ত উদয় শিতান্ত।
রম্যস্থলে বিহারিতে বাসনা নিতান্ত॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

প্রেয়সীর মনোসাধ পুরাতে নরেশ।
বলে প্রিয়ে তবে আজি করহ সুবেশ।।
পতির আদেশে সতী প্রফুল্ল হইল।
ত্বরাকরি মনোলোভা সুসজ্জা করিল।।
একেত নবীনা তাহে রূপে সৌদামিনী।
পতি সঙ্গে চলে রঙ্গে যেন মাতঙ্গিনী।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নৃপ প্রেয়সীর সনে।
উপনীত হইলেন এক তপোবনে।।
কুসুম কানন সেই অতি মনোহর।
নানা জাতি ফল ফুলে শোভিত সুন্দর।।
গোলাব চামিলী জাতি চম্পক টগর।
সেউতি রজনীগন্ধা বকুল সুন্দর।।
মৃদু মৃদু বহিতেছে মলয়া পবন।
সৌরভে মোহিত করে মদনের মন।।
ডালে বসি পীক গণ ডাকে কুহুরবে।
ঝঙ্কারি ভ্রমর ভ্রমে কুসুম সৌরভে।।
তাহার মাঝেতে গিয়া নবিন রাজন।
নারী সঙ্গে রসরঙ্গে করেন রমণ।।
মুখে মুখে বুকে বুকে দশনে দশনে।
বিহার করেন দোঁহে মাতিয়া মদনে।।
পৌলব নামা ঋষি, যাঁর সেই স্থান।
প্রাতে উঠে গিয়াছিলা করিবারে স্নান।।
পূজা জপ সাঙ্গ করি দিবা অবসানে।
[illegible]

দূরে থাকি দেখি ঋষি মত্ত দুইজনে।
প্রজ্বলিত হইলেন ক্রোধ হুতাশনে॥
নিষ্ঠুর বচনে কন মন্মথের প্রতি।
কে তুই আমার স্থানে ওরেরে দুর্ম্মতি॥
কর্ম্ম ফল মজো তোর আপনার পাপে।
মৃত কলেবর হ'বি মম অভিশাপে॥
শুনিয়া অবনি পতি প্রমাদ গণিল।
মুনির চরণে আসি দম্পতি ধরিল॥
বিনয়ে নৃপতি স্তব করেন তাঁহারে।
বিপ্রের মহিমা প্রভু কহিতে কে পারে॥
প্রতিযুগে বিপ্ররূপে বিষ্ণুর উদয়।
দেবগণ হোতে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ হয়॥
গঙ্গার সমান তীর্থ নাহি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণের সমান দেব নাহি দেব গণে॥
বৈষ্ণবেতে শিবসম কে আছে উত্তম।
সহিষ্ণুতে কেহ নাহি হয় ধরা সম॥
সত্যের সমান ধর্ম্ম নাহিক কোথায়।
নাহি কেহ পতিব্রতা জানকীর প্রায়॥
দৈব সম বল নাহি পুত্র সম প্রিয়।
গুরুর সমান পূজ্য কে আছে দ্বিতীয়॥
নাহি কেহ বন্ধু জেষ্ঠ ভ্রাতার সমান।
জন্ম পিতা সম নাহি মিত্র কৃপাবান॥
একাদশী সম ব্রত তপে অনশন।

সেই রূপ সুর নর আদি যত জন।
বিপ্রের সমান কেহ না হয় গণন॥
বেদেতে বিধাতা ইহা করিলা প্রকাশ।
পৃথিবীতে সর্ব্বজন ব্রাহ্মণের দাস॥
যে জন ব্রাহ্মণ গুরু নয়নে দেখিয়া।
নমস্কার না করেন সম্ভ্রম করিয়া॥
কত দিন নরকেতে হয় তার বাস।
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগণে প্রকাশ॥
এ দেশে বিপ্রের বাসে আমি করি বাস।
যেমন ভুজঙ্গ গৃহে মণ্ডুকের বাস॥
কাননে আসিয়া কভু না করি বিহার।
কি জানি কুবুদ্ধি আজ হোলো মোহাকার॥
শাস্ত্রোক্ত বচন কিছু না ভাবিয়া মনে।
কামিনীর সহ কেন আইলাম বনে॥
বিশেষ তোমার বন কেমনে জানিব।
জানিলে সর্পের মুখে কর কেন দিব॥
কামে মত্ত হোয়ে তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়া।
কুকর্ম্ম কোরেছি আগু পিছু না ভাবিয়া॥
তুমি জ্ঞানি ক্ষমাবান তপস্বি মহান্ত।
কৃপাকরি কৃপাকর, ক্রোধে হও শান্ত॥
নৃপতির স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ।
মনে ভাবে সামান্য না হবে এইজন॥
ধ্যানকরি পরে জানিলেন মুনিবর।
অন্য কেহ নহে সরোজের মধুকর॥

তখন হইয়া ঋষি খেদান্বিত অতি।
সবিনয়ে কহিলেন মহারাজে প্রতি॥
আপনি রাজাধিরাজ কেমনে জানিব।
জানিলে আপনা প্রতি শাপ কেন দিব॥
রাণী বলে করি প্রভু দয়া বিতরণ।
মহারাজে শাপ হৈতে করহ মোচন॥
তুমি জগতের গুরু ওহে দয়াময়।
লঘুপাপে গুরু দণ্ড উচিত তো নয়॥
মুনি বলে মম বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
ক্ষণ কাল মধ্যে রাজা হবেন পতন॥
এত শুনি মনোমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে।
তখনি মুনির প্রতি লাগিলা কহিতে॥
পতিরে যেমন দিলে বিনা দোষে শাপ।
তোমায় শাপিব আমি ইথে নাহি পাপ॥
বধিতে উদ্যত জনে করিতে বিনাশ।
পণ্ডিতেরো নাহি পাপ শাস্ত্রে সুপ্রকাশ॥
মম শাপে বাক্য লোপ হউক তোমার।
কার সাধ্য মম বাক্য খণ্ডিবারে আর॥
পুন কভু দিতেপারি পতির জীবন।
তবে বাক্যস্ফূর্ত্তি তব হইবে তখন॥
সতী শাপ শুনে মুনি অবাক হইয়া।
চিন্তিত অন্তরে গেলা কুটিরে চলিয়া॥
শাপে মুক্ত হোতে তপ জপ আরম্ভিলা।

মহারাজের যোগাবলম্বনে জীবন ত্যাগ।

পয়ার।

ব্রাহ্মণের শাপ শুনি মন্মথ রাজন।
ষটচক্র ষোল নাড়ি ভেদি সেইক্ষণ॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মনিপুর পরে।
অনাহত বিশুদ্ধা আর আজ্ঞা নাম ধরে॥
এই ষটচক্র ষোল নাড়ি অবিধান।
একে একে কহি শিষ্য কর অবধান॥
ইড়া সুষুম্না মেধা পিঙ্গলাখ্যা শুনি।
সর্ব্বজ্ঞান হলা আর মনঃ সংহরনী॥
বিশুদ্ধা বিরুদ্ধা আর বায়ু সঞ্চারিণী।
বুদ্ধি সঞ্চারিণী জ্ঞান জৃম্ভন কারিণী॥
তেজঃ শুক্র বল পুষ্টিকরি, প্রাণ-ধারিণী।
সর্ব্ব প্রাণ হরা পুনর্জীবন কারিণী॥
এই দ্বাবিংশতি ভেদ করি শীঘ্রগতি।
মনঃ সহ হংস ব্রহ্মরন্ধ্রে করি স্থিতি॥
এইরূপ যোগ করি মুহূর্ত্ত থাকিয়া।
আত্মাতে আপন আত্মা দিল সমর্পিয়া॥
গলের স্ফটিক মালা লইয়া করেতে।
জপিতে লাগিল বিষ্ণু নাম হুঙ্কারেতে॥
পশ্চিমে চরণ রাখি পূর্ব্বদিকে শির।
অন্তরে স্মরিয়া হরি ত্যজিল শরীর॥
তারিণীর শ্রীচরণ হৃদয় কমলে।
পূজিয়া পুজক শ্রীউমাচরণ বলে॥

রাণীর কাননে বিলাপ।

গদ্য

মনোমোহিনী পতির মৃত্যুরূপ বজ্রাঘাতে অচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মন্মথের মৃত দেহ ক্রোড়ে নিবেশিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হা! নাথ, কি হইল, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, হৃদয় এত দিনে কি জানিতে পার নাই যে পুরুষের মন পাষাণ হইতেও কঠিন, পুরুষের আত্মপর বিবেচনা নাই, দয়া নাই মমতা নাই, প্রাণনাথ উঠ উঠ, আর নিরপরাধিনী কুল কামিনীকে ক্লেশিত কোরোনা, একবার বিশাল নয়নে বীক্ষণ কর, হতভাগিনী মনোমোহিনী পিতা মাতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণ লইয়াছিল, এক্ষণে শরণাগতকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পলায়ন পর হওয়া উচিত নয়, প্রেমতরু হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল এক্ষণে হতাশ সূর্য্য, বৈধব্য যন্ত্রণা রশ্মিদ্বারা চিরকাল ক্লেশিত করণার্থ সমুদিত হইল, এক্ষণে জীবন বিফল, প্রাণনাথ, অভাগিনীকে কি দোষে পরিত্যাগ করিলে, বুঝি পূর্ব্বেকার অপমান মনে পড়িয়াছে তজ্জন্য এতক্ষণ ম্রিয়মান রহিয়াছ, প্রেমাবেশে কত মান, কত ছল, কত বল, কত দোষ করিয়াছি তাহার প্রতিফল প্রদানার্থ বুঝি এ অধীনীকে একাকিনী কানন মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিলে? প্রাণেশ আমি তোমার অধিনী, অতএব দাসীপ্রতি দয়া কোরে একবার গাত্রোত্থান কর, হা, প্রাণ বল্লভ! তুমি এ দাসীকে

প্রণয় বাক্যেতে সর্ব্বদা কহিতে যে তোমার সহিত কখনও বিচ্ছেদ হইবেনা, এক্ষণে সে কথা অন্যথা করিয়া কোথায় গমন করিলে, প্রাণকান্ত, ও চাঁদমুখে দিবানিশি বলিতে যে, প্রেয়সি, "তোমাকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিয়াছি এ কথা যদ্যপি যথার্থ হইত তবে আমার দেহ কি কারণে দাহন হইল না, এক্ষণে অধিনী বুঝিতে পারিল যে নারীর মন প্রতারণা করিয়া ভুলাইতে হায়, হায়, প্রিয়নাথ তোমার চন্দ্রানন আর এ অধিনী দেখিতে পাইবেনা, রমণীর কঠিন জীবনকে ধিক, এখনও তোমার বিহনে বাঁচিয়া আছে. ওরে পাপকারিণ্ প্রাণ এখনও প্রাণেশ্বর অভাবে আমার দেহেতে রহিয়াছ, তোমার তুল্য নির্লজ্জ তো আর কেহই নাই, এইক্ষণে প্রাণপতির পশ্চাৎ গমন কর, ওরে চক্ষু, প্রাণনাথকে হারাইয়া আর কাহাকে দর্শন করিতেছ এইক্ষণে মুদিত হও। ওরে পদ এখানে কিজন্যে দণ্ডায়-মান আছ, যে পথে প্রাণনাথ গমন করিয়াছেন, সেইপথে আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, নাথ উঠ উঠ একবার অধী-নীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, নাথ অধিনীকে দয়া করে একবার গাত্রোত্থান কর, হে বনবাসী বিনিদ্রিত পক্ষিগণ তোমরা একবার অনুগ্রহ করিয়া নাথকে গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি কর, হে প্রাণেশ্বর, ক্রমে রজনী নিজ গাঢ় তিমীর দ্বারা বনস্থালী ব্যাপিত করিতেছে, অদূরে পেচক কুলের অমঙ্গল ও ঘৃণিত চিৎকার দ্বারা এমন রমণীয় বনস্থালীও শ্মশানবৎ বোধ হইতেছে, বৃক্ষ পতিত

শুষ্ক পত্র রাশী মর্ম্মর শব্দে অদূরস্থিত গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবম্বিধ সময়ে কুলকামিনীকে বনমধ্যে অসহায় রাখা কর্ত্তব্য নয় অতএব উঠ উঠ একবার আপনাকে দর্শন কর হা এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিয়া শান্ত হও বিপদ সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করিও না শোকাবেগ সম্বরণ করত সুযুক্তি যুক্ত উপায়ের পন্থা ধর, এক্ষণে শিবের শরণ লও। ইহা কহিয়া মনোমোহিনী শিবের স্তব করিতে লাগিলেন।।

মনোমোহিনী কর্ত্তৃক শিব স্তুতি।

তোটক ছন্দ।

নম শম্ভু সুরেশ স্মরান্ত কারী।
শশী অর্দ্ধ পিনাক ত্রিশূল ধারী।।
তুমি বিশ্বনাথ প্রভু বিশ্বপতি।
আমি কিঙ্করি হে তব গৌরিপতি।।
তব চিহ্নিত হে নহি অন্য জন।
পদ পদ্মে তব মম চিত্ত মন।।
তবে রুষ্ট কেন, হোয়ে তুষ্ট তর।
ঘোর সঙ্কটে শঙ্কর ত্রাণ কর।।
ত্রিপুরান্তক অন্তক, শম্ভু হর।
সুর কিন্নর বন্দিত অংঘ্রিবর।।
ভব বন্ধন মর্দ্দক মোক্ষ দাতা।
তোমাভিন্ন নহে সুর শক্র ধাতা।।

কৃপা কল্পতরু নাম অল্প নহে।
নিজ ভক্তে কেন এত নির্দ্দয় হে॥
এ প্রপন্নে প্রসন্নে রাখ চরণে।
তোমাভিন্ন নাহি জানি অন্যজনে॥
কুরু দাসীরে কিঞ্চিত কৃপাদান।
নহে শঙ্কর শঙ্কটে যায় প্রাণ॥
ঘোর আপদে বিপদে রক্ষ ভব।
উমাচরণ করুণাশ্রয়ী তব॥

রাণীর সহিত মন্ত্রির সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে রাজ্য ভার দেওয়া।

পয়ার।

এই রূপে সতী করে শিবের স্তবন।
হেনকালে পূর্ব্ব দিকে উদয় তপন॥
কুক্কুট কাকেতে করে কলরব ধ্বনি।
নাথের বিরহে হায় হায়! করে ধনী॥
এখানেতে রাজমন্ত্রি নামে সত্যাশন।
ভাবিতে লাগিল রাজা ভূপের কারণ॥
গত কল্য মহারাজ মহিষীর সনে।
বিহারার্থ গিয়াছেন নির্জ্জন কাননে॥
এখনো হলোনা কেন পুনরাগমন।
বুঝিবা হইল কোনো বিপদ ঘটন॥

এতেক ভাবিয়া তবে মন্ত্রি বিচক্ষণ।
বনে গিয়া করেন দোঁহার অন্বেষণ॥
অবশেষে উপনীত হইলেন তথা।
রাজরাণী হায় হায় করিছেন যথা॥
দেখিয়া শুনিয়া সব সত্যাশন ধীর।
রাজার শোকেতে অতি হইলা অস্থির।
মনোমোহিনী মন্ত্রিবরে করি দরশন।
দ্বিগুণ শোকেতে আরো কোরেন ক্রন্দন॥
অনন্তর মন্ত্রিবর ধৈর্য্য ধরি মনে।
রাণী প্রতি কহিছেন প্রবোধ বচনে॥
ক্রন্দন করিলে মাগো পাবেনা রাজারে।
দেবাধীন হয় যাহা খণ্ডিতে কে পারে॥
অতএব আর মাগো কোরোনা ক্রন্দন।
রাজদেহ লয়ে কর গৃহে আগমন॥
অনন্তর অন্তিমেয়ে যা হয় বিহিত।
রাজারে লইয়া করা যাবে সুনিশ্চিত॥
মন্ত্রীরে কহেন সতী খেদান্বিত মনে।
যাবনা যাবনা মন্ত্রি আর নিকেতনে॥
ছার রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
যদি বিধি হরিনিল পতি রত্ন ধন॥
আমার প্রতিজ্ঞা শুন মন্ত্রি বিচক্ষণ।
যদি কভু দিতে পারি পতির জীবন।
তবে পতি লয়ে গৃহে করিব গমন।
নতুবা এ দেহ মম করিব পতন॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

অতএব শুন মন্ত্রি আমার বচন।
তুমি গিয়া কর এবে প্রজার পালন॥
রাণীর আদেশে মন্ত্রি অস্থির হইয়া।
মনোদুঃখে আইলেন গৃহেতে চলিয়া॥
কাহাকে না কহি রাজমৃত্যু সমাচার।
জীবিত আছেন রাজা করিলা প্রচার॥
রাণী সিংহাসনে বসি সত্যাশন ধীর।
প্রজার পালন করে হইয়া সুস্থির॥
চিন্তামণি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শ্রীউমাচরণ কাব্য করিল রচন॥

মনোমোহিনীর প্রতি এক যুবকের কটুউক্তি এবং তাহার প্রতি মনোমোহিনীর উক্তি।

পয়ার।

শুক বলে শুন শুন ব্রাহ্মণ নন্দন।
তদন্তরে যাহা যাহা হইল ঘটন।
রাজরাণী মন্ত্রিবরে করিয়া বিদায়।
একাকিনী শব লয়ে রহিল তথায়॥
কি করিবে কোথা যাবে না পায় উপায়।
কেবল নাথের লাগি করে হায় হায়॥
বক্ষে শব বনমধ্যে ফেরে মনোমোহিনী।
রূপেতে করিয়া আলো যেন সৌদামিনী।

বিধি যারে বাম তার পদে পদে দায়।
কোথা হৈতে যুবা এক সেই পথে যায়॥
হঠাৎ দেখিল সেই আশ্চর্য্য কামিনী।
বনে রূপ মেঘে যেন খেলিছে দামিনী॥
সুস্থির যৌবনা চারু চম্পক বরণা।
শরদ পূর্ণেন্দু মুখ পঙ্কজ লোচনা॥
বৃহন্নিতম্ব তার পীণ পয়োধরা।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে পীতবস্ত্র পরা॥
এই রূপ তার রূপ দেখিয়া দুর্ম্মতি।
মদনের বাণে হোলো পীড়াযুক্ত অতি॥
তেজরাশী প্রকাশিছে সতী কলেবরে।
নিকটে যাইতে সাধ্য না হোলো অন্তরে॥
অন্তরে থাকিয়া কয় মোহিনীর প্রতি।
শব কোলে কোরি বনে কে তুমি যুবতী॥
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কিম্বা মানবি হইবে।
স্বরূপ বচনে ধনী আমারে কহিবে॥
মনোমোহিনী বলে বাপু কি শুনিবে দুঃখ।
মন্মথ রাজার রাণী বিধাতা বিমুখ॥
যুবা বলে মম প্রতি হইয়া সদয়।
শবেরে ফেলিয়া চল আমার আলয়॥
উজ্জ্বল কনক জিনি কিবা তব কায়া।
দুঃখ দূরে যাবে এসো হবে মোর জায়া॥
মনোমোহিনী যুবকের হেন বাক্য শুনি।
কহিছেন হিত কোপে জ্বলন্ত আগুনি॥

আগে ভেবেছিনু তুমি ধার্ম্মিকা সুজন।
এখন জানিনু আমি তোমার মনন॥
জ্ঞান হীন হোয়ে যেই পর পত্নী হরে।
যায় সেই কুম্ভিপাক নরক ভুস্তরে॥
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাবধি তাহা কোরি ভোগ।
চণ্ডালের ঘরে জন্মে জন্মে কুষ্ঠরোগ॥
দুষ্টাস্ত্রীর ভোগ হয় ঘোর কালচক্রে।
যাবৎ করেন রাজ্য অষ্টাদশ শক্রে॥
পরে আসি জন্মলয় চণ্ডালের ধাম।
এত কহি মনোমোহিনী হইলা বিরাম॥
সুবা কয় ওকথায় ভুলিনে যুবতী।
তোমারে যাইতে হবে আমার সংহতী॥
সহজে না যাও যদি আমার আলয়।
বলে ধরি লোয়ে যাবো কারে করি ভয়॥
মনোমোহিনী ভাবে একি দুঃখোপরে দায়।
প্রাণ যায় নাহি ডরি পাছে ধর্ম্ম যায়॥
জানিতো দৈবের পর বল নাহি আর।
অসাধ্য সাধন হয় নামে কালীকার॥
এত ভাবি কালীকার স্তব আরম্ভিল।
দূরে থাকি দুরাশয় শুনিতে লাগিল॥
কালীকার পদযুগ হৃদয় কমলে।
পুজিয়া পুজক শ্রীউমাচরণ বলে॥

মনোমোহিনী কর্ত্তৃক কালীকার স্তব।

ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ।

নমস্তারিণী ত্রিপুর ত্রাণ কর্ত্রী।
নমশ্চণ্ডিকা চণ্ড মুণ্ড হর্ত্রী॥
ত্রয়ী দুষ্কৃতি দুর্ম্মতি দুঃখ হরা।
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥
নমঃ সুরেশী শিবে শূল হস্তা।
নমঃ সৃষ্টি কর্ত্রী নমঃ ছিন্ন মস্তা॥
নম শক্তিরূপা নম শূন্যাকারা।
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥
নম কুন্তলা কুণ্ডলা মুণ্ডমালী।
নম উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা করালী॥
শ্মশানী মশানী ভিসংসার সারা।
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥
নমস্তে মহাবৈষ্ণবী বিশ্বমাতা।
মহাদস্যু শুম্ভ নিশুম্ভ নিপাতা॥
নম নিত্যরূপা নিরাকারা কারা॥
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥

সর্প ঘাতে যুবকের প্রাণত্যাগ।

পয়ার।

হেনমতে করে সতী স্তব কালীকার।
দৈবের প্রভাব দেখ কিবা চমৎকার॥

এই কালে সেই স্থলে এলো এক ফণী
স্থলপদ্ম গাত্র আভা মাথে জ্বলে মণি ॥
রাগেতে কোঁপায় ফণা করিয়া ধারণ।
শরতের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন ॥
দেখিতে দেখিতে সেই সর্প তৎক্ষণাৎ।
যুবকের পায়ে গিয়া করিল আঘাৎ ॥
এইরূপে করি সেই দুষ্টের দমন।
অতি বেগে গুড়পাদ করে পলায়ন ॥
ভুজঙ্গ দংশিল যুবা করি দরশন।
কি হইবে কি করিবে ভাবিছে তখন ॥
কিন্তু সে বিষম বিষে হোয়ে জ্বর জ্বর।
ক্রমেতে অবশ হোল তার কলেবর ॥
পরিশেষে দুরাশয় গেল যমালয়।
দ্বিজ কবি কহে যথাধর্ম্ম তথাজয় ॥

মনোমোহিনীর দেবতাদিগকে
শাপদানোদ্যম।

পয়ার।

গুরু বলে প্রিয় শিষ্য কর অবগতি।
অতঃ পর যা করিল মনোমোহিনী সতী ॥
হৃদয়ে ধরিয়া পতি শব সেই বনে।
পড়িয়া রহিল দিবা নিশী অচেতনে ॥
রাত্রিকালে রক্ষা করিলেন নারায়ণ।
প্রভাতে উঠিল সতী পাইয়া চেতন ॥

শ্রীকৃষ্ণে স্মরণ করি কহেন সুন্দরী।
তুমি জগন্নাথ আমি জগৎ ভিতরি॥
জগত পালন ভার আছয়ে তোমায়।
কি হেতু বঞ্চনা প্রভু করহ আমায়॥
কি কর্ম্মে আমার কান্ত গেল কোথাকারে।
কোন স্থানে কার হাতে অর্পিলে আমারে॥
জগতে যতেক মূঢ় আছে নিত্যানন্দ।
বিয়োগে শঙ্কট ভাবে সংযোগে আনন্দ॥
বিষয় ঐশ্বর্য্য ভোগ নশ্বর যথার্থ।
আপন ইচ্ছায় ত্যজে কেবল সুখার্থ॥
তার সাক্ষী যত সাধু জগত ভিতরে।
ত্যজিয়া ঐশ্বর্য্য তব পদ ধ্যান করে॥
কিন্তু প্রভু যদি কেহ অন্য কোন জনা।
ঐশ্বর্য্যের ভোগে অন্যে করয়ে বঞ্চনা॥
তবে সে বঞ্চিত জন পায় বড় দুঃখ।
স্বইচ্ছায় ত্যাগ বিনা নাহি হয় সুখ॥
অতএব এমূঢ়া বঞ্চিতা দাসী প্রতি।
আমার বাঞ্ছিত অদ্য দেহ শ্রীমৎপতি॥
ইন্দ্রত্ব সেবত্ব মোক্ষ নাহি চাই আমি।
চতুর্বর্গ হৈতে শ্রেষ্ঠ দেহ মম স্বামী॥
তুমি জগতের নাথ ওহে নারায়ণ।
এইক্ষণে দেহ মম পতির জীবন॥
অন্যথা এখনি শাপ দিব তোমা প্রতি।
শাপ দিয়া তোমারে এখনি প্রজাপতি॥

বিনাশিব তোমার এ সৃষ্টি অধিকার।
ওহে শম্ভু জ্ঞান লোপ করিব তোমার॥
ওহে ধর্ম্ম তোমার করিব ধর্ম্ম লোপ।
যমের যমত্ব সদা করিব বিলোপ॥
এই রূপে মনোমোহিনী মহা সাধ্বী সতী।
কহিলেন কোপ করি সর্ব্বদেব প্রতি॥
ইহা কহি শাপ দিতে উদ্যতা হইয়া।
ত্রিস্রোতা নদী তীরে গেলেন চলিয়া॥
পতি শব বক্ষে করি হোলো উপনীত।
দেখিয়া দেবতাগণ হইল কম্পিত॥
চলিলেন দেবগণ অগ্রে করি বিধি॥
উপনীত হৈলা তীর ক্ষীর পয়োনিধি।
করেন বিষ্ণুর স্তব যত দেবগণ।
স্তুতিপাঠি হোয়ে কহে শ্রীউমাচরণ॥

দেবতা কর্তৃক বিষ্ণুর স্তুতি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

তুমি নিরাকার শূন্য, তুমিহে আকার গণ্য,
দীনবন্ধু দয়াময় হরি।
আকাশ পাতাল তুমি, যত কিছু সব তুমি,
আর দুঃখে তরিবার তরী॥
মাধব মধুসূদন, মদন মনোমোহন,
মুরারি মুকুন্দ মুর হর।

নমঃ গোবর্দ্ধন ধারি, নমঃ গকুল বিহারি,
গোবিন্দ গোপাল গদাধর ॥
নমঃ পলাশ লোচন, নমঃ পর্ণগ আসন,
পদ্মলাক্ষ পবন পাবন।
নমঃ কালীয় দমন, জগন্নাথ জনার্দ্দন,
প্রণমহ নৃসিংহ বামন ॥

দেবগণের বিষ্ণুর প্রতি উক্তি, ও দৈববাণী হওন, এবং মোহিনীর নিকটে আগমন ;
পয়ার।

এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর করিয়া স্তবন।
নিবেদিল সব কথা কমল আসন ॥
তুমি দিলে ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারি পদ।
অদ্য মোহিনী শাপে যায় সে সম্পদ ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত দেবগণ।
নিজ নিজ দুঃখ করিলেন নিবেদন ॥
যজ্ঞভাগী ঘৃত ভোজী করিলে সকলে।
অদ্য তাহা যায় মোহিনী শাপানলে ॥
স্বপ্নে জাগরণে সর্ব্ব কার্য্যে সাধুগণে।
সর্ব্ব দুঃখে পার হয় মাধব স্মরণে ॥
অতএব রক্ষা কর আমা সবাকারে।
এত বলি দণ্ডাইলা সভয় অন্তরে ॥
এইকালে দৈববাণী হোল অকস্মাৎ।
যাহ সবে তথা আমি যাইব পশ্চাৎ ॥

ইহা শুনি দেবগণ হোয়ে আনন্দিত।
মনোমোহিনী স্থানে সবে চলিলা ত্বরিত॥
চিরকাল পতি সেবা ধর্ম্মে সেই সতী।
প্রকাশিছে তেজ অগ্নিশিখাসম জ্যোতি॥
[illegible]সনে বসি পতি শব বক্ষে ধরি।
[illegible] সদ্য করে করি।
[illegible] মুদ্রা করি সতী [illegible] স্নেহেতে।
[illegible] মালা পরিয়া গলেতে॥
[illegible] অলঙ্কারে ভূষণে উজ্জলা।
[illegible] ইন্দু ষোল কলা॥
[illegible] সম সুস্থির যৌবন।
[illegible] চম্পক বরণ॥
[illegible] দেবগণ হইয়া বিস্ময়।
[illegible] অন্তরে অন্তরে পাপ ভয়॥
[illegible]কার পদদ্বয় হৃদয় কমলে।
[illegible] পুস্তক শ্রীউমাচরণ বলে॥

[illegible] বালক বেশে মনোমোহিনী নিকটে [illegible] গমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন।

পয়ার।

শ্রীপণ্ডিত বলেন শিষ্য করহ শ্রবণ।
স্বয়ম্ভু শম্ভুকে অগ্রে করি দেবগণ॥
মনোমোহিনী নিকটে এলেন দ্রুতগতি।
দেখি সতী করপুটে করিল প্রণতি॥

স্বামিকে রাখিয়া কাছে কান্দিতে লাগিল
এইকালে এক দ্বিজ বালক আইল॥
শুক্ল বাস পরিধান তিলক ধারণ।
শিরে ছত্র করে দণ্ড পুস্তক শোভন॥
সর্বাঙ্গে চন্দন লিপ্ত রূপ মনোহর।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে শশধর॥
বিষ্ণুর মায়ায় সবে বিস্মৃত হইল।
দেবগণে দ্বিজসুত কহিতে লাগিল॥
ব্রহ্মা শিব আগে করি ওহে দেবগণ।
কি হেতু আইলে হেথা কহ সে বচন॥
পরে দ্বিজ কহিলেন মনোমোহিনী প্রতি।
সঙ্গে শব একাকিনী কে তুমি যুবতী॥
কার পত্নি কি হেতু এখানে আগমন।
কহ শুনি সুন্দরী সকল বিবরণ॥
শুনি মনোমোহিনী বিপ্রে প্রণাম করিল।
যথাযোগ্য সম্বোধনে কহিতে লাগিল॥
সরেজের রাণী আমি এই মম পতি।
সকলে আমারে বলে মনোমোহিনী সতী॥
সম্প্রতি আমার পতি শরীর ত্যজিয়া।
অনাথিনী করি মোরে গেছেন চলিয়া॥
বিলাপ করিয়া দেবগণে ডাকিলাম।
পতির জীবন মম দাও মাগিলাম॥
দেবতার সম দাতা আর দয়াবান।
নহিল নহিবে প্রভু নহে বিদ্যমান॥

এই হেতু দেবতা নিকটে সর্ব্বজন।
স্ব বাঞ্ছিত বর সবে করয়ে প্রার্থন।।
পতির জীবন প্রভু আমার বাঞ্ছিত।
না দিলে শাপিব দেবগণে সুনিশ্চিত।।
শাপ দিয়া পুনরপি শুন দ্বিজবর।
স্ত্রী বধ হইবে সত্য সবার উপর।।
এতবলি মনোমোহিনী সুস্থির হইল।
পয়ার প্রবন্ধে দ্বিজ কবি বিরচিল।।

বিপ্রবালক মনোমোহিনীর পতির মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহাকে মৃত্যু কন্যা ও কাল সমাধি দর্শন করান।

দ্বিজ বলে মনোমোহিনী কহ সে বচন।
কোন রোগে তব কান্ত ত্যজিল জীবন।।
পারদর্শী আমি সর্ব্ব রোগ চিকিৎসায়।
অবগতি কর তুমি ক্ষমতা আমার।।
রোগগ্রস্থে মৃত্যু তুল্যে অথবা বিনাশে।
সপ্তাহান্তে বাঁচাইতে পারি অনায়াসে।।
ব্যাধ যেন বন হৈতে পশু আনে বাঁধি।
সেই রূপে জরা মৃত্যু যম কাল ব্যাধি।।
বিদ্যাবলে পারিগো করিতে আনয়ন।
অবগত আছি সব ব্যাধির কারণ।।
যাহা হৈতে ব্যাধি বীজ দুষ্ট অমঙ্গল।
সঞ্চারিতে নারে আমি জানি সে সকল।।

বিনা রোগে শোকে শাপে অথবা বিষাদে।
যদি মরে বাঁচাইতে পারি অপ্রমাদে॥
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য মন্মথের রাণী।
অশ্রু চিন্তা হৃষ্টান্তরে কহে মিষ্টবাণী॥
সদয়ে শিশুর প্রায় করি দরশন।
মহাজ্ঞানবান মম তোমার বচন॥
প্রতিজ্ঞা করিলে মম বাঁচাইবে পতি।
বিপরীত নহে তব আছয়ে শকতি॥
কিন্তু প্রভু সন্দেহ যে কিছু মম আছে।
তঞ্জন করিয়া পতি বাঁচাইবে পাছে॥
জীবিত হইলে পতি সভা সন্নিধানে।
জিজ্ঞাসিতে নারিব পতি বিদ্যমানে॥
তুমি জ্ঞানী ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
সব পতি হৈতে শ্রেষ্ঠ মত কে বোলেন॥
রমণীর ভর্ত্তা কর্ত্তা শাস্ত্রে স্বামি যিনি।
সেহ ইহা জানে সৎকুলজা কামিনী॥
স্বভাবে কুলটা দুষ্টা নারী হয় যেই।
নিজ পতি সহিত অশ্রদ্ধা করে সেই॥
পতি যদি রমণীরে করয়ে শাসন।
কেবা শক্য হয় তাহা করিতে বারণ॥
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাবধি ত্রিভুবন যত।
সর্ব্বজন মধ্যে ইহা আছে সুবিখ্যাত॥
স্বামি রমণীর কর্ত্তা স্বামি বিদ্যমান।
রমণীর গুরু নাহি স্বামির সমান॥

... কি দ্বিজ তোমাতে সকল শক্তি আছে।
... যম মৃত্যুকন্যা ডাকো মম কাছে॥
... মন্যোহিনী বাক্যে দ্বিজশিশু সেইক্ষণে।
... মধ্যে আহ্বান করিয়া তিন জনে॥
... আসিলেন মৃত্যুকন্যা কর দরশন।
... বর্ণ পরিধানা লোহিত বসন॥
... শান্তি দয়াযুক্তা মহাসতী।
... চতুঃষষ্ঠি সন্তান সংহতি॥
... স্তন দিতেছেন সবাকারে।
... দক্ষিণে দেখ কালবলি যাঁরে॥
... অংশে কাল মহাউগ্র রূপ।
... আকার গ্রীষ্ম ভাস্কর স্বরূপ।
... লোচন।
... পদ কৃষ্ণবর্ণ লোহিত বসন॥
... ঈষদ হাস অক্ষমালা করে।
জপিছেন কৃষ্ণনাম পরম ঈশ্বরে॥
... সতী কর তার পরে।
... বলি যাঁরে পুন বলয়ে সংসারে॥
... কৃষ্ণবর্ণ রবির নন্দন।
... ছেন সদামনে ব্রহ্মসনাতন॥
তবে মন্যোহিনী ক্রমে দেখি তিন জনে।
কহিতে লাগিলা অগ্রে যম সম্বোধনে॥
অকালে কি হেতু তুমি হব যমপতি।
শুনি যম কহিছেন মন্যোহিনী প্রতি॥

জগতে অকালে সতী কেহ নাহি মরে।
ঈশ্বরের আজ্ঞাবিনা কার সাধ্য হরে॥
আমারে কি হেতু তুমি কর জিজ্ঞাসন।
মৃত্যুকন্যা আজ্ঞাবিনা না করি গ্রহণ॥
শুনি সতী জিজ্ঞাসিলা মৃত্যুকন্যা প্রতি।
আমি সত্তে কি হেতু মরিল মম পতি॥
তুমি নারী জান সত্য স্বামির বেদন।
তবে কেন মম পতি করিলে হরণ॥
শুনি মৃত্যুকন্যা তারে করিল উত্তর।
প্রথমেতে সৃষ্টি যবে করিলা ঈশ্বর॥
করিলেন এই কর্ম্মে আমারে সৃজন।
কোনোমতে আমাহৈতে না হয় বারণ॥
সতীমধ্যে তেজস্বিনী তুমি হও ধনী।
ভস্মরাশি কর সতী আমারে এখনি॥
তবে হবে এজগতে মঙ্গল সবার।
কিন্তু কোনো দোষ সতী নাহিক আমার॥
আর মম চতুষষ্ঠি পুত্র ব্যাধিগণ॥
কাল আজ্ঞাবিনা তারা নাকরে স্পর্শন॥
তবে সতী যথাযোগ্য কালে নমস্করি।
জিজ্ঞাসিল কেন মম পতি লইলে হরি॥
কাল কহিছেন শুন আমার ভারতি।
কে আমি বা মৃত্যুকন্যা কেবা পিতৃপতি॥
কেবা সর্ব্ব ব্যাধিগণ কার কি শকতি।
কি করিতে পারি বিনা ঈশ্বর আরতি॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

যাঁর আজ্ঞাবশে সুরনর জন্তুগণ।
নিজ নিজ কর্ম্ম সবে করয়ে সাধন॥
যাঁর ভয়ে বহে বায়ু সূর্য্যোদয় হয়॥
যাঁর ভয়ে প্রজাপতি সংসার সৃজয়॥
যাঁর ভয়ে বিষ্ণু সৃষ্টি করেন পালন।
যাঁর ভয়ে সংহার করেন পঞ্চানন॥
জগতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাক্ষী ভয়ে যাঁর।
কালচক্র আদি ভ্রমে শাসনেতে যাঁর॥
দিকপাল গণ যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরে।
যাঁহার আজ্ঞায় বৃক্ষ ফল পুষ্প ধরে॥
যাঁর ভয়ে মেঘগণ করয়ে বর্ষণ।
যাঁর ভয়ে ধরাসব করেন ধারণ॥
নির্ণয় না হয় বেদে আদ্য অন্ত যাঁর।
স্তুতিপাঠ পুরাণাদি করয়ে যাঁহার॥
আমরা যে কেহ সবে যাঁহার প্রেরিত।
যাঁর আজ্ঞা বিনা নারি করিতে কিঞ্চিত॥
সেইজনে চিত্ত সতি হোয়ে একমন।
একত্র করে সবে সস্থানে গমন॥
সম্মোহিনী প্রতি পরে কহেন ব্রাহ্মণ।
কাল যম মৃত্যুকন্যা করিলে দর্শন॥
কহ সতী স্থিরকরি আমারে এখন।
কোন রোগে তব কান্ত ত্যজিল জীবন॥
শুনে এইক্ষণে আমি করিব উপায়।
যাহাতে সুন্দরি তব পতি প্রাণ পায়॥

তবে মন্মোহিনী কহিলেন হৃষ্টমনে।
না মরিল পতি মম রোগ সংঘটনে॥
ব্রহ্মশাপে জীবন ত্যজিল মম পতি।
প্রাণদান দেহ দ্বিজবর শীঘ্রগতি॥
মন্মোহিনী বাক্যে বিপ্ররূপি নারায়ণ।
দেবগণ প্রতি শীঘ্র কহেন বচন॥
কালীকার পদযুগ হৃদয় কমলে।
পূজিয়া পূজক শ্রীউমাচরণ বলে॥

বিপ্র বালকবেশে বিষ্ণুর দেবগণের সহিত মন্মোহিনীর পতির প্রাণদান নিমিত্ত কথোপকথন।

পয়ার।

গুরু বলে দ্বিজরূপে শ্রীমধুসূদন।
দেবগণ নিকটেতে করিয়া গমন॥
সবাকারে যথাযোগ্য সম্ভাষা করিল।
দেবগণ কেহ তাঁরে চিনিতে নারিল॥
পূর্ব্বাপর বিষ্ণুর মায়ায় সংমোহিত।
পরে দ্বিজ কহিতে লাগিলা যথোচিত॥
শ্বেত দ্বীপে শ্রীহরি নিকটে সবে গিয়া।
কোরে ছিলেস্তব শাপশঙ্কটে পড়িয়া॥
তাহাতে আকাশবাণী হোল অকস্মাৎ।
"যাহ সর্ব্বে তথা আমি যাইব পশ্চাৎ॥"

ওহে দেবগণ আমি তোমাদের ত্রাণে ।
দ্বিজরূপ ধরি আসিয়াছি এই স্থানে ॥
এইক্ষণে সতীকে করাব সমার্পণ ।
পুনঃ তাঁর মানস করিব সম্পূরণ ॥
অতএব এ বিষয়ে যা হয় বিহিত ।
কহ সর্ব্বজনে সভা, কালের উচিত ॥
এতেক শুনিয়া সবে বিস্ময় হইল ।
পরে ব্রহ্মা স্তব বাক্যে কহিতে লাগিল ॥
যে কোনো অবস্থা গত শুচাশুচি নর ।
ভক্তিতে স্মরিলে বিষ্ণু শুচি বাহ্যান্তর ॥
আমি সৃষ্টি করি সৃষ্টি সংহারেন হর ।
লক্ষ্ম ক্ষমা শান্তি তব আজ্ঞা অনুসর ॥
পাপিগণ শাস্তি যম তোমার আজ্ঞাতে ।
এই রূপ যত কিছু সংসার মধ্যেতে ॥
তোমার মহিমা প্রভু বর্ণিতে কে পারে ।
বর্ণিতে বর্ণিতে মম চতুর্ম্মুখ হারে ॥
অনন্তর হাসি হাসি কহে মহেশ্বর ।
কোন বংশোদ্ভব তুমি কহ দ্বিজবর ॥
করিলে কাহার স্থানে বেদ অধ্যয়ন ।
কি নাম কাহার শিষ্য কাহার নন্দন ॥
শিশু হোয়ে পরহিতে এতেক কাতর ।
বিড়ম্বিতে আসিয়াছ যতেক অমর ॥
এই ব্রহ্মা সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা হন ।
সদা ভাবিছেন প্রভু তোমার চরণ ॥

করিয়া তপস্যা তব লক্ষযুগ মান।
তবে সৃষ্টি সৃজিতে হোলেন জ্ঞানবান॥
আমি তব তপস্যা করিয়া চিরদিন।
হইনা জন্মিল মনে জ্ঞান তত্ত্বাধীন॥
অদ্যাপি তোমার নাম গুণ পঞ্চমুখে।
স্পৃহাহীন গাইয়া ভ্রমণ করি সুখে॥
মৃত্যুকালে অথবা যে সদা সর্ব্বক্ষণ।
জপিলে যে নাম যম না করে স্পর্শন॥
তব নাম গুণ আমি কীর্ত্তন করিয়া।
মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি মৃত্যুরে জিনিয়া॥
তোমার মহিমা প্রভু কহিতে কে পারে।
কহিতে কহিতে মম পঞ্চমুখ হারে॥
শেষে দ্বিজরূপে কহিছেন প্রজাপতি।
জিজ্ঞাসিলে মহেশ্বর আমারে সম্প্রতি॥
কিবা মম নাম কার বংশেতে উৎপত্তি।
তুমিতো সে পরিচয় জানো উমাপতি॥
এক্ষণে অন্য কথায় নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্র দান কর, সতীপতির জীবন॥
দ্বিজবর দেবগণে এতেক কহিয়া।
স্থির হোয়ে সভামধ্যে বসিলা হাসিয়া॥

মনোমোহিনীর পতির জীবন প্রাপ্তি ও দেবগণের
স্বস্থানে গমন ও মনোমোহিনী পতি সহিত গৃহে
আমন ও পৌলব মুনির বাক্যস্ফূর্তি।

ত্রিপদী।

তবে সর্ব্ব দেবগণ, হইলেন হৃষ্টমন,
বিষ্ণুর কথায় সেইক্ষণে।
ব্রহ্মা শিব করি আগে, গেলা মনোমোহিনী স্থা
যথা সতী বসি যোগাসনে॥
তবে বিধি সুনির্ম্মল, নিজ কুমণ্ডলু জল,
প্রদান করিলা শবোপর।
সেই জলে চমৎকার, মন হোলো সুসঞ্চার,
জ্ঞান দান দিলেন শঙ্কর॥
ধর্ম্মজ্ঞান দিলা ধর্ম্ম, জীব দান দিলা শর্ম্ম,
অগ্নি দিলা জঠর অনল।
সঙ্কাম কাম দিল, পরে বায়ু সমর্পিলা,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণ বল॥
সূর্য্য করি অধিষ্ঠান, দৃষ্টি শক্তি দিলা দান,
বাণী বাণী করিলা অর্পণ।
চন্দ্রদৃষ্টে হোলো শোভা, পূর্ব্বমত অঙ্গ আভা,
প্রকাশ পাইল সুচিকন॥
আত্মা বিনা সেই ব্যক্তি, কিন্তু হোলো হীনশক্তি,
পূর্ব্বমত রহিলা শয়নে।
দেখি হেমাঙ্গের সুতা, হোয়ে অতি দুঃখযুতা,
ধরিলেন দ্বিজের চরণে॥

দ্বিজ বলে শুন সতি, পরম ঈশ্বরে স্তুতি,
কর শীঘ্র হোয়ে এক মন।
যাঁহার করুণা বিন্দু, হোলে শক্তি সম সিন্ধু,
এইক্ষণে হবে নিয়োজন॥
শুনি মনোমোহিনী সতী, হোয়ে অতি ভক্তিমতি,
আরম্ভ করিল তাঁর স্তব।
তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সাক্ষি, তুমি জগতের অক্ষি,
তোমা বিনা সবে হয় শব॥
পরমা প্রকৃতী যিনি, সর্ব্বাধার স্বরূপিনী,
তোমা হৈতে হয়েন উৎপত্তি।
সেই সাপ্রকৃতি একা, প্রসবে ত্রিগুণাত্মকা,
বিধি বিষ্ণু পার্ব্বতীর পতি॥
যাঁরে পূজি প্রজাপতি, হৈলা সৃষ্টি অধিপতি,
জগত পালিতে অধিকার।
পাইলেন নারায়ণ, সেই সৃষ্টি ত্রিলোচন,
প্রাপ্ত হৈলা করিতে সংহার॥
গ্রহণে তোমার নাম, জীবে পায় মোক্ষধাম,
খণ্ডায় জনম জরাদি দুখ।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে, তব গুণ গান সুখে,
চতুর্ম্মুখে জপে চতুর্গুণ॥
মনোমোহিনী স্তবে তুষ্ট, উত্তম প্রকৃষ্ট বিভু,
শবের অন্তরে প্রবেশিলা।
পেয়ে তাঁহা অধিষ্ঠান, শব হোলো শক্তিমান,
যোড়হাতে শীঘ্র দাঁড়াইলা॥

তবে মন্মথ রাজন, স্নান করি শুদ্ধ মন,
ভক্তিভাবে দ্বিজে প্রণমিলা।
দেখি যত দেবগণ, করি পুষ্প বরিষণ,
দম্পতিরে আশিষ করিলা ॥
পরে সর্ব্ব দেবগণ, বিপ্ররূপি জনার্দ্দন,
নিজ স্থানে করিলা গমন।
পরে লয়ে সতী বরে, আসি বহু দ্বিজবরে,
নানামতে কল্যাণ ভোজন ॥
এখানে পৌলব রায়, শুক হোয়ে ছিলা বসি,
শাপ হৈতে হইলা মোচন।
উমাচরণ কয়, সতীত্বের জয় জয়,
হরি হরি বলো সর্ব্বজন ॥

মন্মথের মৃগয়া ও গৌরীর মৃগীদেহ ত্যাগ।

পয়ার।

শ্রীপতি বলেন শুন শুন বিপ্রসুত।
শুনহ রহস্য কথা পরম অদ্ভুত ॥
কিছু দিন রাজ্য ভবে করে নরনাথ।
যশ পুণ্যে দানে হোলো ভুবন বিখ্যাত ॥
কামভোজন আর মৃগয়া কারণ।
সর্ব্বদা সন্তোষ থাকে মন্মথের মন ॥
এক দিন মহারাজ উঠিয়া প্রভাতে।
মৃগয়া কারণে যান সৈন্যগণ সাথে ॥
চলে রাজা বন উপবন অতি ক্রমে।
কুরঙ্গের অন্বেষণে নানা স্থানে

দৈব যোগে এক স্থানে হোইল রাজন
কুরঙ্গিনী তথা এক করয়ে ভ্রমণ ॥
মৃগী হেরি মহিপতি হরিষ অন্তর।
তার প্রতি সন্ধান করিলা দুই শর ॥
শরাঘাতে জীবন ত্যজিয়া কুরঙ্গিনী।
শাপে মুক্ত হোয়ে হোলো সুন্দরি কামিনী॥
ধরিল অদ্ভুত রূপ রতি মনোরমা।
নারী মধ্যে কেহ তার নাহি হয় সমা ॥
নৃপ প্রতি করিয়া কটাক্ষ আকর্ষণ।
নিকটে আসিয়া চাহে করিতে স্পর্শন ॥
পূর্ব্বকথা সব মনে করিয়া স্মরণ।
মনুষ্যেরে দিতে যায় প্রেম আলিঙ্গন ॥
রাজা বলে কেবা তুমি কহলো সুন্দরী।
আছিলে অরণ্য মাঝে মৃগী রূপ ধরি।
মোর সঙ্গে রঙ্গে চাহ করিতে বিহার।
রমণী হইয়া তব কিবা ব্যবহার ॥
কখনো মিলন নাহি হয় তব সনে।
হটাতে রমণে লজ্জা ত্যজিবে কেমনে ॥
সহজে প্রকৃতী লজ্জাবতী অতিশয়।
অন্য পুরুষের কাছে কথা নাহি কয় ॥
একের রমণী হোয়ে দেখে অন্য পতি।
কামিনী আপনি কোথা যাচে আসি রতি ॥
বেশ্যায় না পারে অন্য কি বলিব আর।
তব রঙ্গ দেখে মোর অঙ্গ হোলো ভার ॥

কহলো আমারে ধনী কারণ ইহার।
কে তুমি হরিণী রূপ কি হেতু তোমার॥
মন যে আমারে দিতে চাও আলিঙ্গন।
বিস্তারিয়া কহ দেখি এর বিবরণ॥
কন্যা বলে প্রাণনাথ তুমি মোর পতি।
আমি পত্নী তোমার শুনহে মহামতি॥
নতুবা সে লজ্জা খেয়ে চাহি আলিঙ্গন।
তুমি আত্ম বিস্মৃত না জানো বিবরণ॥
জাতিস্মরা হই আমি শুন নরেশ্বর।
রচিল উমাচরণ সারদা কিঙ্কর॥

গৌরী বিদ্যাধরীর পরিচয়।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কহে কন্যা রূপবতী, শুন ওহে নরপতি
 বেশ্যাকুলে আমার জনন।
গৌরী বিদ্যাধরী নামে, আছিনু ইন্দ্রের
 নর্ত্তকীর মধ্যেতে গণন॥
উদ্যানে কুসুম দীপ্তি, হেরিতে আমার
 মানসে মানস ছিল সার॥
শুনহে অবনীপতি, নন্দন কাননে গতি,
 এক দিন হইল আমার॥
হেনকালে নৃপবর, শ্রীমঙ্গল নাম ধর,
 আইল এক গন্ধর্ব্ব নন্দন।

কি রূপ তাহার রূপ, কথনে না যায় ভূপ,
তার রূপে হইনু মগন ॥
মজিয়া অনঙ্গ রঙ্গে, বিহরি তাহার সঙ্গে,
অলসে অবশ কলেবর।
আত্মজ্ঞান দূর হয়, রতি অতৃপ্ত সময়,
উদ্যানে আইল পুরন্দর ॥
হেরি ছলনার কায, ক্রোধ করি দেবরাজ,
দোঁহারে করিলা অভিশাপ।
ইন্দ্র বলে গৌরী যেন, করিলি কুকর্ম্ম হেন,
মর্ত্ত্যে মৃগীরূপে ভুঞ্জ পাপ ॥
শ্রীমঙ্গল যাও ভূমী, এস্থান অযোগ্য তুমি,
ক্ষত্রিবংশে তুমি হে জন্মিবে।
পাপেতে মজায়ে মতি, হোয়ে এর উপপতি,
অনুতাপ সর্ব্বদা ভুঞ্জিবে ॥
তবে ইন্দ্রপদ ধরি, কহিনু বিনয় করি,
কবে শাপ হইবে মোচন।
বিনয়ে পাইবা তোষ, মোরে পরিহরি রোষ,
কহিলেন সহস্রলোচন ॥
শ্রীমঙ্গল হইতে যবে, মৃগীদেহ নষ্ট হবে,
সেইক্ষণে পাবে পূর্ব্ব রূপ।
যার জন্যে পেলে দুঃখ, তাহা হইতে পাবে সুখ,
এতবলি গেল সুর ভূপ ॥
বচন বাসব উক্ত, শাপ হৈতে কৈলে মুক্ত,
সেই জন তুমি রসময়।

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

পূরাও আমার সাধ, নাশো মনো অবসাদ,
    দেখ হে আমার অসময়॥
যুগল পরাণে বাঁচি, এ হেতু রমণ যাচি,
    কহিলাম পূর্ব্ব বিবরণ।
সেই তুমি সেই আমি, ভেবে দেখ ভূবীস্বামি
    দ্বিজ কবি করিল রচন॥

বিদ্যাধরীর প্রতি রাজার প্রত্যুত্তর।

পয়ার॥

শুনলো সুন্দরী ধনী ক্ষীতিপতি কয়।
তোমার কথাতে মম না হয় প্রত্যয়॥
বিশেষে বলিলে তুমি যে সব বচন।
মোর জ্ঞান হইতেছে নিশীর স্বপন॥
গৌরী বলে প্রাণনাথ সকলি ভুলিলে।
আসিয়া নন্দনবনে আমারে হরিলে॥
মৃগীরূপে ছিনু বটে নিবাস কাননে।
পূর্ব্বজন্ম কথা রাজা পড়ে মোর মনে॥
যা বলো যা কহ নাথ তুমি মোর পতি।
আলিঙ্গন দিয়া স্নিগ্ধ করহে ভূপতি॥
রতিরঙ্গ মোর সঙ্গে কর অবিরোধে।
পাইবে পরম প্রীতি আশু শুদবোধে।
রাজা ভাবে ছিল পূর্ব্বে মৃগীরূপ ধরা।
সে দেহ বিগতে হোলো ভুবী মনোহরা॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

হাব ভাব লাবন্যে আপাঙ্গে মোহে মন
রমণী আপনী আসি যাচিছে রমণ ।।
বিম্বাধরী হবে রূপে করিনু বিতর্ক ।
মুখপদ্মে ওষ্ঠাধর প্রভাতের অর্ক ।।
মনে মনে ভাবে রাজা একি পরমাদ ।
রমিতে উহার সনে মনে হয় সাধ ।।
কিন্তু ইথে ধর্ম্মযাবে মজিব কলঙ্কে ।
লোকে কি ডুবিয়ে রব পাপরূপ পঙ্কে ।।
গৌরি বলে বুঝেছে কি ভাব মনে মন ।
হেট যে গেলরে অধোভুবনে বদন ।।
মনবুঝে দেখে রাজা বাধ্য কি অবাধ্য ।
দ্বিজ কবি বলে রামা নহে মোর সাধ্য ।।

পয়ার ।।

রাজার বচনে বিদ্যাধরী কিছু কয় ।
কি বলিলে এক্ষণ তোমার সাধ্য নয় ।।
রমণ রমণী হোয়ে যাচি পুনঃ পুনঃ ।
সাধিতে সাধিতে শাধ বিষাদেতে খুন ।।
রাজাহোয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করে বিচার ।
কিসে ধর্ম্ম কিসে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার ।।
ধর্ম্মভয়ে মোরে নাহি আলিঙ্গিতে চাও ।
রাজ ধর্ম্মে সাক্ষাতে অধর্ম্ম কত পাও ।।
মোরসঙ্গে রমণে নহিবে লঘুপাপ ।
কেমনে সহিবে মহাপাতকের তাপ ।।

সতীর চিত্রভানু কাব্য :

প্রথমেতো ইন্দ্রবাক্য দিবে বিসর্জ্জন ;
দ্বিতীয় উপযাচিকা স্ত্রী বিবর্জ্জন ।।
তৃতীয় [illegible]কে রাজা মহাপাপ [illegible] ;
তোমার উপরে বধ দিবেছে [illegible] ;
তোমার বিচ্ছেদে নাথ ত্যজিব পরাণ ;
স্ত্রী হত্যা [illegible] যে তুমিতো মতিমান
[illegible]র পায়েধরি সাধিনু রমণ ।
[illegible] যে তুমি নাথ হইলে শমন ।।
[illegible] তুমি মানে কর্ণ [illegible] ;
[illegible] প্রাপ্ত [illegible]মের [illegible] ।।
[illegible]ই যাহা চাহে তাহা দেহ সেইক্ষণ ;
নাহি চাহি ধন আমি তুরঙ্গ বারণ ।।
[illegible] চাহি বিমান মণি মুক্তা প্রবাল ;
[illegible] অলঙ্কার অন্ন নাহি চাহি রাজন ।।
প্রেম আলিঙ্গন মাত্র একবার চাই ;
ইথে অসামর্থ হইলে বলিহারি যাই ।।
বিদ্যাধরী বচনে লজ্জিত নরনাথ ;
হাসিয়া ঈষদাপাঙ্গে কৈলা দৃষ্টিপাত ।।
মনে মনে বিবেচনা করি বহুরূপ ;
এরে ত্যাগ অনোচিত ভাবি কহে ভূপ ।।
আইস প্রীয়া তোমারেতো আলিঙ্গন দিয়া ;
চন্দ্রাধিক শীতল করিব তব হিয়া ।।
মন্মথের বাক্যে তবে ধড়ে এলো প্রাণ ;
বলে প্রাণ জুড়িতে আমারে কর দান

এতবলি দুই জনে হইল মিলন।
উভয়ে উভয়ে দেয় প্রেম আলিঙ্গন॥
শুনহ রসিক জন রসের সম্ভাষ।
বিরচিত্ত শ্রীউমাচরণ কালীদাস॥

মলাবতীর বিলাপ ও ইন্দ্রউক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

গুরুকে তনয়, জিজ্ঞাসে অনন্য,
কহ কহ গুরুভূপ।
গন্ধর্ব্ব তনয়, মন্মথ জো হয়,
গৌরী যদি মৃগীরূপ॥
কহ এই বাণী, তবে সাব রাণী,
কি রূপেতে মোহিনী।
কহে গুরুবর, শুন শিষ্যবর,
অপরূপ সে কাহিনী।
বাসবের শাপে, গৌরীর পরিতাপে,
জীবন ত্যজিল যবে।
শ্রীমঙ্গল সতী, মালাবতী অতি,
মগ্ন হোলো শোকার্ণবে॥
অশ্রুজলে ভাসি, ইন্দ্রস্থানে আসি,
বিনয়ে কহিছে সতী।
পতিধন জন, পতিসে জীবন,
পতি যুবতীর গতি॥

পতির বিহনে, সতীর জীবনে,
কিবা কায সুরেশ্বর।
হয়ে আত্মঘাতি, হবো পতি সাথি,
পাতক গ্রহণ কর॥
এরূপ বিলাপ, করি পরিতাপ,
সতী মরিবারে যায়।
হেরিয়া তখন, সহস্র লোচন,
নিবারণ করে তায়॥
কন সুরপতি, শুন গুণবতি,
পরিহর পরিতাপ।
তোমার যে পতি, পাপে দিল মতি,
এই হেতু দেই শাপ॥
কুমার নন্দন, হবে সেই জন,
কেন দুঃখ ভব আর।
স্বর্গ ছাড়ি তুমি, জন্ম লোহে ভূমি,
দারা হও গিয়া তার॥
এখানে যেরূপ, তথা সেইরূপ,
ন্যূনাধিক্য নাহি হবে।
শক্র বাক্যে ধনী, গঙ্গার তখনি,
জীবন ত্যজিল তবে॥
সরোজ নগরে, হেমাঙ্গের ঘরে,
মালাবতী জন্মনিল।
রূপ গুণবতী, মনোমোহিনী সতী,
দ্বিজ কবি বিরচিল॥

পয়ার।

শ্রীপতি বলেন পরে শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পতি দুই পত্নী বিহার যেমন॥
গৌরীরে আনিয়া রাজা রাখে উপবনে।
নিত্য গতায়াত করে অতি সঙ্গোপনে॥
নৃপতি হইলা যেন শরত ভ্রমর।
নিশি দিশি মধুপানে মগ্ন নিরন্তর॥
দিনে করে কমলিনী সঙ্গে কাম খেলা।
যামিনীতে কুমদিনী সঙ্গে হয় মেলা॥
এইরূপ নৃপতি তাসয়ে রতি সুখে।
নিশাভাগে মনোমোহিনী সহ বুকে মুখে॥
দিনে গৌরী সহ রতি হাস পরিহাস।
এইরূপ করে রাজা আনন্দ বিলাস॥
রাজকার্য্যে ভূপতির নাহি আর মন।
সর্ব্বদা মানস তার করিতে রমণ॥
বিদ্যাধরী সনে প্রীতি বাড়িল রাজার।
সহজে অযত্ন হোলো সতী বনিতার॥
নিজ তাচ্ছল্যতা তবে বুঝি মনোমোহিনী।
এক দিন পতি প্রতি কহিলেন তিনি॥
কহ নাথ সর্ব্বদা বিমন থাকো কেন।
নব প্রেমে প্রেমী হোলে মনে লাগে হেন॥
কহ নাথ কোন রামা ভুলাইল মন।
সর্ব্বদা করহ ধ্যান তাহার রমণ॥

মন্মথ বলেন প্রিয়া কিছু জানি নাই।
বল দেখি কবে ছাড়া আছি তব ঠাঁই॥
অনিত্য সংসার সুখ বলেন ভূপতি।
দ্বিজ কবি বলে সার কোরেছি শ্রীপতি॥

মন্মথের গৌরী বিদায়।

পয়ার

একদিন রাজা গিয়া গৌরীর আলয়।
সকেহ আবেগে মজা লোটে রসময়॥
সন্ধ্যা কাল উপস্থিত রাজ বলে আসি।
থাক মুহূর্ত্তেক গৌরী বলে হাসি হাসি॥
নিত্য নিত্য তার সঙ্গে পোহাও যামিনী।
তোমারে লেগেছে ভালো সেই বিলাসিনী॥
একদণ্ড এলে পরে যাই যাই বল।
সে নারী বেঁধেছে মন কোরেছে পাগল॥
ছোক্‌মেনে যেয়ো এখন খেয়ো গিয়ে মধু।
ভালো যত্ন জানা মোরে পাইয়াছ বঁধু॥
দুই পত্নী পতিরে উদয় এই দোষ।
রাখিলে একের মন একে করে রোষ॥
যেন পদ্মে গেলে অলি রোষে কুমুদিনী।
কুমুদে আইলে মান করে কমলিনী॥
নরেন্দ্র বলেন মোরে ঘটিল বিদায়।
শঙ্খের করাতে দুইদিকে কাটাযায়॥

পুনঃ দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়াতারে রায়।
অতি ত্বরান্বিত হোয়ে নিকেতনে যায়॥
হইল রজনী বৃদ্ধি হয় ছাড়াছাড়ি।
মনোমোহিনী সমীপেতে গেল তাড়াতাড়ি॥
পতিরে হেরিয়া সতী বেশ ছিন্ন ভিন্ন।
নিরখে পতির অঙ্গে সব রতি চিহ্ন॥
দ্বিজ কবি ভণে ব্যাঙ্গ বাক্যে কহে সতী।
জিজ্ঞাসিয়া সবতত্ত্ব জানে রসবতী॥

খণ্ডিতাভাব।

দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ।

হেরিয়ে পতির বেশ, কামিনী করিয়া শ্লেষ,
মনেতে পাইলা ক্লেশ, বলে একি একি হে।
মনের মানসে রঙ্গে, বিহারিলে কার সঙ্গে,
রতিচিহ্ন সব অঙ্গে, অনুপম দেখিহে॥
কে লুটিয়া মুখভাগ, ভালে সিন্দুরের রাগ,
অধরে অঞ্জন দাগ, অনুরাগে দিয়াছে।
কোন্ নিদারুণ বধু, নখে ক্ষত কৈল বঁধু,
নিরস করিয়া মধু, নিঙড়িয়া নিয়াছে॥
চুম্বনে করিয়া ছিন্ন, নেত্র গণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন,
দিয়াছে তাম্বুল চিহ্ন, ভালো ভালো বেসেছো।
পেয়ে সে নারীর ধ্যান, কামে হোয়ে হতজ্ঞান,
তার বস্ত্র পরিধান, করিয়া তো এসেছো॥

ত্যজিয়া কমলছদ, মধুলোভে ষট্ পদ,
কেতকীতে প্রায় বধ, বিধি লিপী ঘোটেছে ।
শ্রীউমাচরণ ভনে, শুন শুন চন্দ্রাননে,
ভক্তি করি গৌরীসনে, এইদশা ঘোটেছে ॥

পতিপ্রতি সতীর ভর্ৎসনা ।

পয়ার ।

[illegible]শ্বরে সম্মোহিনী কহে হোয়ে খিন্ন ।
এই কি সকল নাথ ভজনের চিহ্ন ॥
বুঝিনু তোমারে নাথ আজি ভাল শঠ ।
উপরে সাধুর ছল মুরতি লম্পট ॥
কথায় ভুলাতে মোরে বারে বারে চাও ।
কোরোনা চাতুরি আর যাও যাও যাও ॥
কেবল কথার কথা ভালোবাস মোরে ।
জানিনু অনুভবে সর্ব্বদাই চোরে ॥
কোথা যাও প্রাণনাথ মোরে দিয়া ফাঁকি ।
সর্ব্বদা চঞ্চল আমি দেখি তব আঁখি ॥
চক্ষু দেখে বুঝাযায় ভাব যে সকল ।
তাহাতে পেয়েছি চিহ্ন মিছে কর ছল ॥
যেমন ভাব মোরসঙ্গে তাদৃশীতো নাই ।
নবনারী রঙ্গিনী পেয়েছ কোন ঠাঁই ॥
আমাহোতে হবেবুঝি সে নারী সুন্দরী ।
নতুবা মজিবে কেন মোরে পরিহরি ॥

॥ ১১ ॥

তাবে বলি কুলটা সে নারী অভিপ্রায়।
তাই আর নাহি লাগে ভালোহে আমায়॥
আমি হৈনু পুরাতন নবীনা সে জন।
আমার কাছেতে আর নাহি রহে মন॥
রতিচিহ্ন দেখিভাবে বুঝি অনুমানে।
বেশ্যা হবে হেন কুলবধু নাহি জানে॥
চটক আটক প্রিয় হোলে তারকাছে।
এই জন্যে আমারে তাচ্ছল্য হইয়াছে॥
কুলটা সহিত যে জনার প্রেম হয়।
কুলবধু প্রীত তার মনে নাহি লয়॥
ভাবের বিঘট নাথ দেখি দিনে দিন।
কতদিনে মোরপ্রীতে হবে উদাসীন॥
সুখেথাকো প্রাণনাথ প্রেয়সীর সনে।
আমার যাহোক্ নিবেদন ও চরণে॥
ইহাবলি অভিমানে কান্দিছে যুবতী।
দেখিয়া মন্মথ কহে মধুর ভারতী॥
রোদন সম্বর প্রিয়ে মুখেদেহ জল।
মিথ্যা মিথ্যে কেন শোকে হইলে বিকল॥
নিতান্ত তোমায় আমি দিব্যকোরে কই।
তোমাছাড়া অন্য রমণীর বশ নই॥
কতকষ্টে তোমারে পেয়েছি নাহি ওর।
তোমারে তাচ্ছল্য কি কখন আছে মোর॥
বিনয় বচনে রাজা তুষিছে তথ।
শ্রীউমাচরণ চট্ট করিল রচন॥

মানিনী বর্ণন।

পয়ার।

মিষ্টবাক্যে নরনাথ তোষে বহুতর।
কামিনীর কপোলেতে দিতে যান কর॥
ক্রোধেতে কামিনী কহে যাহ যাহ নাথ।
যাহতার স্থানে বিহারিলে যার সাথ॥
মুখে মুখ আরোপিয়া বুকে দিয়া বুক।
চুম্বহ বদন তার ধরিয়া চিবুক॥
পুরাতন আমিহে নবীনা সে যুবতী।
পর্য্যুষিত ফুলে ভৃঙ্গ নাহিকরে রতি॥
ধৃষ্টের নাভায় চিত্তে স্বীয়ার রমণ।
পরকীয়া ভোগে সুখ রসে রসে মন॥
অনুকুল ভাব অনুকুল ছিল আগে।
সেভাব অভাব হোলো দক্ষিণানুরাগে॥
খরস্মর শরে যদি ভেদ হয় হৃদি।
তবু যেন হেনসঙ্গ নাকরাণ বিধি॥
এতবলি মনোমধ্যে হোয়ে ঈর্ষাযুক্তা।
মানিনী হইল ধনী মৌনে আনুরুক্তা॥
ক্রোধে আর ঈর্ষায় অঙ্গের আভরণ।
ত্যজিল কুণ্ডল হার বলয়া কঙ্কন॥
প্রিয়বাক্যে অনেক তুষিয়া নৃপবর।
সামের অসাধ্য দেখি হইলা অন্তর॥
মন্মোহিনীর এভাব দেখি সখিগণ।
কাছেবসি কহে সবে প্রবোধ বচন॥

শুনগো সুশীলাময়ী করুণ হৃদয়ী।
লঘুদোষে পতিরে না ভর্ৎস গুণময়ী॥
মহারাজা দেখে তোমা হৃদের রতন।
রতন সংপ্রাপ্তে কোথা এতেক যতন॥
যতন বিহীনে তারে হইলে মানিনী।
মানিনী হইয়া মান ত্যজ বিনোদিনী॥
মানকোরে অশ্রুজলে ভাসালে দুকূল।
দুকূল রহিবে তাঁরে হও অনুকুল॥
মানে বিহারাদি কর্ম্ম ফুরাবে সে বোল।
বোলরাখ সঙ্গিনীর ত্যজ উতরোল॥
দ্বিজকবি কহে পাছে ধর্ম্ম হয় লোপ।
কুমতে রোষেছে ধর্ম্ম ত্যজ ধনী কোপ॥

কলহান্তরিতা বর্ণন

ত্রিপদী।

সম্মোহিনী নৃপনারী, অভিমানে মানভারি
পতিপ্রীতি করিয়া বিরাগ।
নিশী যবে অর্দ্ধগতা, ধনী অনুরাগে রতা,
মনেতে জন্মিল অনুরাগ॥
নায়ক বিচ্ছেদরঙ্গে, নায়িকার মানভঙ্গে;
পতিহেতু ভাবিত অন্তরে॥
ধনীর বিদরে হিয়া, সখিগণে সম্বোধিয়া,
কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে।

মানিনী বর্ণন।

পয়ার।

মিষ্টবাক্যে নরনাথ তোষে বহুতর।
কামিনীর কপোলেতে দিতে যান কর॥
ক্রোধেতে কামিনী কহে যাহ যাহ নাথ।
যাহ তার স্থানে বিহারিলে যার সাথ॥
মুখে মুখ আরোপিয়া বুকে দিয়া বুক।
চুম্বহ বদন তার ধরিয়া চিবুক॥
পুরাতন আমি হে নবীনা সে যুবতী।
পর্য্যুষিত ফুলে ভৃঙ্গ নাহি করে রতি॥
ধৃষ্টের নাভায় চিত্তে স্বীয়ার রমণ।
পরকীয়া ভোগে সুখ রসে রসে মন॥
অনুকূল ভাব অনুকূল ছিল আগে।
সেভাব অভাব হোলো দক্ষিণানুরাগে॥
খরস্মর শরে যদি ভেদ হয় হৃদি।
তবু যেন হেনসঙ্গ নাকরাণ বিধি॥
এতবলি মনোমধ্যে হোয়ে ঈর্ষাযুক্তা।
মানিনী হইল ধনী মৌনে আনুরক্তা॥
ক্রোধে আর ঈর্ষায় অঙ্গের আভরণ।
ত্যজিল কুণ্ডল হার বলয়া কঙ্কন॥
প্রিয়বাক্যে অনেক তুষিয়া নৃপবর।
সামের অসাধ্য দেখি হইলা অন্তর॥
মনোমোহিনীর এভাব দেখি সখিগণ।
কাছেবসি কহে সবে প্রবোধ বচন॥

শুনগো সুশীলাময়ী করুণ হৃদয়ী।
লঘুদোষে পতিরে না ভর্ৎস গুণময়ী॥
নহাব জা দেখে তোমা হৃদের রতন।
রতন সংসারেতে কোথা এতেক যতন॥
যতন বিহীনে তারে হইলে মানিনী।
মানিনী হইয়া মান ত্যজ বিনোদিনী॥
নায়কেরে অশ্রুজলে ভাসালে দুকূল।
দুকূল রাখিবে তাঁরে হও অনুকূল॥
স্নানে বিষ্ণ্বাদি কর্ম্ম করাবে সে বোল।
বোল হেথা সঙ্গিনীর ত্যজ উতরোল॥
দ্বিজকবি কহে পাছে ধর্ম্ম হয় লোপ।
সময় হইয়াছে এবে ত্যজ ধনী কোপ॥

কলহান্তরিতা বর্ণন।

ত্রিপদী।

কামোদিনী রূপধারী, অভিমানে মানভারি,
পতিপ্রতি করিয়া বিরাগ।
নিশী যবে অর্দ্ধগত, ধনী অনুতাপে রত,
মনেতে জন্মিল অনুরাগ॥
নায়ক বিচ্ছেদরঙ্গে, নায়িকার মনোভঙ্গে,
পতিহেতু ভাবিত অন্তরে॥
ধনীর বিদরে হিয়া, সখিগণে সম্বোধিয়া,
কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে।

শুন ওগো সহচরি, এখন বল কি করি,
না বুঝে করিনু তারে হেলা।
মান করি পরিহরি, সে সাধে চরণে ধরি,
বিনয়ে যাচিল রতি খেলা॥
ক্রোধে মানে মজি আমি, ত্যজিলাম নিজ স্বামি
সে যদি করিয়া ইথে রাগ।
অন্য ভবনেতে গিয়া, সেই বিলাসিনী নিয়া,
করে যদি সুখে কাম যাগ॥
পদ্মিনী মানিনী রয়, অলির কি তাতে ক্ষয়,
কুমুদিনী তারে রতি যাচে।
অতএব সখিগণ, নাথে কর অন্বেষণ,
আমার তেমনি হয় পাছে॥
সদা পরাধীন যেই, কেন মান করে সেই,
অবলার খাটে কই জোর।
ত্যজিয়া আমার স্থল, তাহার কি ক্ষতি বল,
যে ক্ষতি সে ক্ষতি হবে মোর॥
একে অনাদর করে, অন্যে লয় সমাদরে,
পুরুষ সে পরশ রতন।
আমি হেন প্রাণধনে, মানিনী হইয়া মনে,
করিলাম তার অযতন॥
মরি মরি প্রাণ যায়, মান কোরে একি দায়,
কি হবে সজনী মোরে বল।
মথিলাম প্রেমসিন্ধু, না উঠিয়া সুধা বিন্দু,
উঠিল বিচ্ছেদ হলাহল॥

সখী বলে যে মান কদাচ না খণ্ডায়।
চরণে ধরিলে রাগ যায় কি না যায়॥
আমি কোরে দিতে পারি প্রীত তার সনে।
যদ্যপি পালন কর আমার বচনে॥
মন্মথ বলেন তুমি যখন যা কবে।
না করিব আন তাতে শুন সখি সবে॥
সহচরিগণে বলে শুন হে রাজন।
অদ্য যামিনীতে তথা করিহ গমন॥
শ্রীউমাচরণ বলে মান হবে জীর্ণ।
সখিগণ গেল তথা করিতে সংকীর্ণ॥

মন্মোহিনী প্রতি সখিগণের উক্তি।

ত্রুটীছন্দ।

শুন শুন শুন গো পতিব্রতা।
নায়কে সাধিতে হইনু রতা॥
কহিতে বিশেষ, অনল কি শেষ,
হৃদয়ে লাগিল তাহার কথা॥
সাধিয়া সাধিয়া সপুটপানি।
কাঁদিয়া কতেক কহিনু বাণী॥
তোমার লাগিয়া, যামিনী জাগিয়া,
ক্ষেদ্যমানে বসি আছেন রাণী॥
তোমা প্রতি একে আছিল বামে।
অধিক জ্বলিল তোমার নামে॥
শেষে সবে গিয়া, চরণে ধরিয়া,

করিলাম রাজী স্তুতি প্রণামে॥
রমণীর কেন এতেক মান।
পায়ে ধরিলেও অসমাধান॥
যাহা শেষ রয়, তা করিতে হয়,
অন্যন্ত কিছুই নহে বিধান॥
পরম চতুরা সঙ্গিনিগণে।
লাগাইল ধ্যান দোঁহার মনে॥
কেন গুণ ধরে, দিয়ে নিশীকরে,
শ্রীউমাচরণ সরসে ভণে॥

অথ স্বাধীন ভর্ত্তৃকাভাব।

সুরট রাগিণী।

সখিমুখে শুনি ধ্বনি, আসিবেন গুণমণি,
উপজিল সুখ আশ মনোদুঃখ নাশিয়া।
আছে কান্ত উদ্দীপনে, পথ চাহে ক্ষণে ক্ষণে,
হেনকালে রসরাজ মিলিলেন আসিয়া॥
মুখে মৃদুহাসি ধরি, অপাঙ্গে ঈঙ্গিত করি,
লাজেতে ঢাকিল তনু নীলাম্বর ঝাঁপিয়া।
পাসরিল সব দুঃখ, পতির সোহাগে সুখ,
পুলকে লোমাঞ্চ তনু ঘন উঠে কাঁপিয়া॥
শুনহে নাগর রায়, নিবেদন রাঙ্গাপায়,
দিলাম যৌবন ধন মনে সাধি করিয়া।
না চাহিও অন্য পানে, না যাইও অন্য স্থানে;

নায়কোক্তি।

লঘু-চৌপদী।

কহিছে নাগর, গুণের সাগর,
আপনি যা কর, শুনলো ধনী।
বিহনে তোমার, সব শূন্যাকার,
ধন কোন্ ছার, প্রাণে না গণি॥
দিল তোমা বিধি, হৃদয় সন্নিধি,
জলনিধি নিধি, অধিক মানি।
কথা বলো একি, মৃত্যুদায়ে ঠেকি,
তবু বলি দেখি, বদন খানি॥
মনের মতন, হৃদয় রতন,
কতেক যতন, আঁখির মণি।
শোভয়ে একপ, কি কব সে রূপ,
মণিতে যে রূপ, ভুষিত ফণী॥
বিচ্ছেদ অর্ণবে, মগ্ন ভবে তবে,
রক্ষুগত যবে, হইবে শনি।
দ্বিজের রচিত, পীরিতি লালিত,
কবিতা তুলিত, কনকাবনি॥

দম্পতির পুনঃ প্রণয়।

পয়ার।

কামিনী বলেন কান্ত কত কর ভান।
যত ভালোবাসো নাথ তারে গেল জানা॥

তুমি আমি ভিন্ন নহে কহিছে রাজন।
অন্যেতে প্রবৃর্ত্তি মোর না হয় কথন॥
আইসলো প্রেয়সি আগে হই এক অঙ্গ।
পশ্চাতে কহিব আমি ইহার প্রসঙ্গ॥
পতিপ্রতি সতী ক্ষমা করি সর্ব্ব দোষ।
রতিদানে করিলা পতির পরিতোষ॥
রসালাপ কলাপের সমাপ্ত সময়।
বিদ্যাধরীর কথন রাজা সব কয়॥
শুনিয়া কিবা আশ্চর্য্য লাগে তাঁর মনে।
পূর্ব্ব দ্বেষ দুঃখ যত মরিল জীবনে॥
যতেক তাঁহার প্রতি আছিল বিরাগ।
শুনি বিদ্যাধরী কথা বাড়ে অনুরাগ॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য লাগে হেরিলে কি হয়।
হেরিব তাহারে প্রভু আনো নিজালয়॥
রাজা বলে তবে তুমি পরাণ ধরিবে।
হেরিলে দুঃখেতে প্রিয়া হিংসায় মরিবে॥
পতির বচনে তবে কহিতেছে রামা।
সুবর্ণ সদৃশ নাকি হোতে পারে তামা॥
আর দেখ ভ্রমরের কামিনী অনেক।
কভু নাকি হয় পদ্মিনীর প্রেমে ঠেক॥
ইন্দ্রের শতেক বিদ্যাধরী আছে যদি।
শচির যে ভাব সেই ভাব নিরবধি॥
আছয়ে সহস্র গোপী মাধবের রাধা।
তেমতি তোমার আমি শরীরের আধা॥

একেতো শতেক কেন হোক্ না রমণী।
আমি যে সে আমি আছি শুন গুণমণি॥
প্রিয়ার বচনে হর্ষ উপজে অশেষ।
দ্বিজ কবি কহে গৃহে আনিল নরেশ॥

মন্মথের রাজ্য ভোগ।
অতি ক্ষুদ্র পয়ার।

প্রিয়াদ্বয় সঙ্গ। কত রঙ্গ ভঙ্গ॥
সুখাহ্লাদে দেহ। নাহি হয় স্নেহ॥
রাজ্য করে সুখে। পরম কৌতুকে॥
নর দেব আদি। কেহ নহে বাদী॥
করি বহু বল। শাসে ভূমণ্ডল॥
রক্ষা শিষ্টজন। দুষ্টের দমন॥
পূজা হোম যাগ। ব্রতে অনুরাগ॥
দেব দ্বিজ ইষ্ট। পদে মনোনিষ্ঠ॥
জীতেন্দ্রিয় ধীর। সত্যে যুধিষ্ঠির॥
অতি শান্ত দান্ত। নানা গুণে প্রান্ত॥
মহা বীর্য্যবন্ত। ধৈর্য্যবন্ত ক্ষন্ত॥
সবে গায় যশ। আত্মজনে বশ॥
হেন মতে রাজ্য। করে নানা কার্য্য॥
দ্বিজ কবি শিষ্ট। রচিল সুমিষ্ট॥

পয়ার।

মহা সুখে রাজ্যভোগ করে নরনাথ।
সদা সদালাপ বুধ বন্ধুবর্গ সাত॥

অকাতরে মহারাজা করে ধন দান।
দুষ্টের দমন পণ্ডিতের রাখে মান॥
ভাগবন্ত ভূদেবেষ্টপদে মনোনিষ্ঠা।
কালীকার প্রতিমূর্ত্তি করিল প্রতিষ্ঠা॥
কিবা হোম যাগ তাঁর নানা মহোৎসব।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হোলো অতুল বৈভব॥
ভাগবত শুনে ভক্তি করি গরিয়সী।
রাখে বৈষ্ণবেরধর্ম্ম করি একাদশী॥
মনোমোহিনী সতী আর সহ গৌরীবতী।
দুজনার প্রতি প্রীতি রাখে নরপতি॥
নানা সুখভুঞ্জি ভূপ সহ বিদ্যাধরী।
ভোগপূর্ণ হৈল গেল অমরনগরী॥
নিজকান্তা সঙ্গে রঙ্গে রমণ বিলাশ।
নিত্য নিত্য নবসুখ নূতন উল্লাশ॥
এইরূপে দম্পতী ভুঞ্জিতে কিছুদিন।
সুলক্ষণ যুত সুত জন্মিল তিন॥
বাল্যপরে পৌগণ্ডে সুবিদ্যা উপার্জ্জন।
ক্রমেতে যৌবন প্রাপ্ত ভাই তিনজন॥
ঘটাকরি নৃপতি দিলেন পাণিগ্রহ।
স্থাপন করিলা এক বিষ্ণুর বিগ্রহ॥
নানাস্থানে নানা দান রাজা গদ গদ।
পুত্র পৌত্র পৌত্রবধূ ইত্যাদি সম্পদ॥
এইরূপে কিছুকাল করি সুখভোগ।
অবশেষে নৃপতির বৃদ্ধাবস্থা যোগ॥

প্রধান প্রধান প্রজা আনিয়া রাজন।
জ্যেষ্ঠসুতে রাজ্যভার করে সমার্পণ॥
সত্যাশন নামে মন্ত্রি মহাভাগবত।
নৃপতির পরমাত্ম হরিগুণে রত॥
ঐশ্বর্য্যোপভোগ শেষে রাজা মহাহর্ষ।
মন্ত্রি কাছে গিয়া ভূপ চাহে পরামর্শ॥
উচিত কর্ত্তব্য মোরে বল মন্ত্রিবর।
কিরূপে পাইব আমি প্রভু দামোদর॥
বিষয় বাসনে মম নাহি সাধ আর।
দ্বিজকবি কহে হরি ভরসা তোমার॥

সত্যাশন মন্ত্রির রাজার প্রতি হরিভক্তি উপদেশ।

ত্রিপদী।

মন্ত্রিবলে মহাশয়, সংসার অনিত্যময়,
অর্থ তাতে অনর্থের মূল।
বাড়াইয়া মিছামায়া, ভাই বন্ধু সুত জায়া,
সেই তত্ত্ব বর্গে প্রতিকূল॥
সর্ব্বৈব জানিহ ছায়া, নশ্বর আপন কায়া,
জীবন জীবন বিন্দুপ্রায়।
কবে আছে কবে নাই, নিশ্চয় জানিয়া তাই,
রাখোমন সেই রাঙ্গাপায়॥
যেই প্রভু নারায়ণ, নিরাকার নিরঞ্জন,
নিত্যরূপ সত্যসনাতন।

সর্ব্বব্যাপ্য সর্ব্বেশ্বর, তাঁরপদ সারকর,
এড়াইবে ভবের বন্ধন ॥
ঐকান্তিক করিমনে, যেই ভজে নারায়ণে,
সেই পায় তাঁহার চরণ।
শ্রীউমাচরণ বলে, হরির চরণ তলে,
দীনে কৃপা কর নারয়ণ ॥

মন্মথের তীর্থযাত্রা।

ত্রিপদী।

পাত্রবাক্য করিভর, স্বস্ত্রীকেতে নৃপবর;
চলিলেন তীর্থ পর্য্যটনে।
বারানশী বৃন্দাবন, আদি তীর্থ দরশন,
করে রাজা আনন্দিত মনে ॥
মাঘেতে প্রয়াগে স্নান, করিয়া বিপুলদান,
কতদিনে অযোধ্যা যাইল।
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, প্রভাস পুরুষোত্তমে,
নরপতি সুখেতে ভ্রমিল ॥
এবম্বিধ তীর্থ যত, ভ্রমিয়া নৃপতি কত,
অবশেষে গেলা তপোবন।
সাধিতে তপস্যাবিত্ত, হরি পাদ পদ্মে চিত্ত,
ঐকান্ততা করিয়া রাজন ॥
অতঃপরে জায়া পতি, যোগধর্ম্মে স্থিরমতি,

ভক্তিরসে হোয়ে মত্ত, চেষ্টাকরে সারতত্ত্ব,
কোরে দোঁহে বিষ্ণুর স্তবন॥
শ্রীউমাচাঁদ কয়, কৃপাকর কৃপাময়,
মম বাক্য তোমার অযোগ্য।
কহিছে ভকতি জোরে, এই ভিক্ষা দেহ মোরে,
এই স্তব হোক্ তব যোগ্য॥

ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ণে বিষ্ণুর স্তব।

পয়ার।

অচ্যুত অনন্ত অন্তর্যামি অস্তু ক্ষেত্র।
অধীনে অভয় দেহ অরবিন্দ নেত্র॥
আত্মারূপ আদি নিরঞ্জন আপনময়।
আকার আকার হীন আকাশ আশ্রয়॥
ইচ্ছাকরি ইচ্ছাময় দেহ পদছায়া।
ইন্দ্রপূজ্য ইন্দুনখ ইন্দীবর কায়া॥
ঈশ্বর ঈশান আদি ঈশ ত্রিভুবনে।
ঈদৃশ যাতনে রক্ষা ঈষৎ ঈক্ষণে॥
উপেন্দ্র উল্লাশ দাতা উৎপাতক অব্ধি।
উত্তমে উত্তম রূপে উগ্র উপলব্ধি॥
ঊর্দ্ধরেতা ঊরুস্তা তুমি ঊর্দ্ধগামি।
ঊকার স্বরূপ ঊনপঞ্চাশের স্বামি॥
ঋতব্রত ঋতুরূপ ঋষিগণার্চ্চিত।

ঋস্বরূপ কিন্তু ক্রীড়া সদা ঋীর তলে।
ঋপতির রিপুকে না ঋ অর্পিলে ছলে॥
এক একাধিক তুমি একার্দ্ধ অনন্ত।
একে একে সৃষ্টি এককালে কর অন্ত॥
ঐহিক ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্র জালিকের প্রায়।
ঐরি তুল্য ভাবে মন ঐ রাঙ্গাপায়॥
ওষ্ঠাধর রক্ত প্রভা ওদন প্রদাতা।
ও বর্ণে ও শব্দ যোগে ত্রিভুবন ত্রাতা॥
ঔষধ স্বরূপ গুণ ঔদার্য্যে ঔৎষর্ক।
ঔরষে ঔদ্ভিদ্ভিভব ইন্দ্র ধাতা অর্ক॥
কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু তুমি কৃতান্ত ক্রন্দন।
কিঙ্করে কণিকাদানে কেন হে কৃপণ॥
খগেন্দ্র বাহন খর্ব্বী খল খর্ব্বকারী।
খিন্ন আতি ভব খেদ খণ্ডাও মুরারি॥
গোপশিশু গাভি বৎস গোকুলে পালন।
গৌরবে গোপনে লীলা সহ গোপীগণ॥
ঘনশ্যাম ঘনাঙ্গে চন্দন ঘন সার।
ঘৃণ্যে ঘৃণা ত্যজি অংঘ্রি দেহ এইবার॥
চক্রী চক্রপানী চতুর্ভুজ ফিরে চাও।
চিন্তামণি চিন্তি চিত্তে নিশ্চিন্ত করাও॥
ছদ্ম ছাত্র তুমি তুমি গুরু চারি বেদ।
ছলে ছোট কৈলে বলি দর্প করি ছেদ॥
জয় জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগন্ময়।

ঝুনু রুণু রুণু ঝুনু মঞ্জীর ঝঙ্কিত।
ঝর ঝর ঝরে নেত্র নিবার ঝটিত॥
টলাটল আমি পাপে প্রাণ টল টল।
টলিলে টানিয়া টিকি লবে যম বল॥
ঠেলনা ঠাকুর ঠ'ঞী দেহ রাঙ্গাপদে।
ঠিক নই ঠিক হই ঠেকিয়া আপদে॥
ডরকুপে ডুবিয়া ডাকিলে যায় শঙ্কা।
ডগমগ হয় তনু বাজে তার ডঙ্কা॥
ঢঙ্গ আমি চলেছি তারিতে নাহি কেউ।
ঢলাঢল অঙ্গে লাগে ঢেক দুঃখ ঢেউ॥
তনু তব তরঙ্গিণী তত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞান।
তনয়ে তুরিতে ত্রিগুণেশ কর ত্রাণ॥
থর থর কাঁপি স্থির নহি স্তব দায়।
স্থিতিনাথ স্থিতে স্থল দেহ রাঙ্গাপায়॥
দামোদর দনুজ দমন দয়াময়।
দুঃখ দূর কর দীনে দিয়া পদাশ্রয়॥
ধর্ম্মাধক্ষ্যো ধরাধর ধারি ধরাত্রাতা।
ধ্যানে ধার্য্যহীন ধরা ধরা ধীশ ধাতা॥
নন্দসুত নরসিংহ নিতান্ত নির্গুণ।
নরক নাশন দীনে সহ নিদারুণ॥
পরম পুরুষ পূর্ব্বাপর পরাৎপর।
প্রপন্নে প্রসন্ন পাঙ্কে প্রভু রক্ষা কর॥
ফনি রাজশায়ী ফণি ফণার্পিত পদ।

ভগবান ভবতাব্য নাশি ভূবিতার।
ভিন্ন ভাব ভাগিতক্ত এনহে বিচার॥
মহোদধি মন্থনে মন্দার পৃষ্ঠদেশে।
মায়াকে মোহিনী হোয়ে মোহিলে মহেশে॥
যদুনাথ যজ্ঞেশ্বর যশদা নন্দন।
যোগযাগ যুষ্মদ যথার্থ সনাতন॥
রমানাথ রমারম্য রক্ত পদ ছবি।
রঞ্জনী রঞ্জক রাগ রঙ্গে লুব্ধ রবি॥
লক্ষ্মীপতি লক্ষ্মী লুব্ধ ললিত লাবণ্যে।
লোল নেত্র লোভহীন লীলা বিন্দ রণে॥
বিষ্ণু বরদাক্ষ বিনাপাণি বিবন্দন।
বিপাক নাশক বিধি বৃষভ বাহন॥
শঙ্খ শঙ্খচক্র শিশ্য শাশ্য শম্ভু গুরু।
শরীরে শর্ব্বরীশ্বর শরাশন ভুরু॥
ষড়ভুজ ষড়শাস্ত্র ষড়রিপু বধ।
ষটকর্ম্ম স্বরূপ শ্রীমুখাজে ষট্‌পদ॥
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাসীন সর্ব্বে সারাৎসার।
সময়ে সম্পত্তি কর সঙ্কট সংহার॥
হলায়ুধ হোয়ে হল হস্তে অরিক্ষয়।
হরি হরি হয় গ্রীব হবে কি সদয়॥
ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষিরোদ শায়ী ক্ষোভ কর ক্ষয়।
ক্ষণেরে ক্ষমিয়া ক্ষীপ্রে দেহ পদাশ্রয়॥

দম্পতির কৈবল্য প্রাপ্ত।

ত্রিপদী।

এইরূপে যোগাশনে, স্তব করি নারায়ণে,
ধ্যানযোগে ত্যজিল জীবন।
আইল কুসুম রথ, দোঁহে হোয়ে বিষ্ণুরত,
বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
কেহবা মুকুতুহলে, পুষ্পমাল্য দিল গলে,
কেহ দেয় শীতল জীবন।
এইরূপে লয়ে সঙ্গে, বিষ্ণু দূতগণ রঙ্গে,
উত্তরিল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বিষ্ণু দূত করিস্নেহ, চামর ঢুলায় কেহ,
কেহ দিল সুগন্ধি চন্দন।
গোবিন্দের গুণগাণ, গ্রন্থ হৈল সমাধান,
হরি হরি বল সর্ব্বজন॥
শ্রীগুরু চরণে মন, করি এই নিবেদন,
পূর্ণকর মন অভিলাশ।
শ্রবণে মধুর শ্রাব্য, রচিল ললীত কাব্য
শ্রীউমাচরণ কালীদাস॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

সুরধুনী পূর্ব্বপারে অতি ভদ্র গ্রাম।
মূলাজোড় সন্নিকটে নওপাড়া নাম॥
তথায় বসতি নাম শ্রীরাধামোহন।
চাটুর্জ্জি উপাধি যাঁর বিখ্যাত ভুবন॥
বেদজ্ঞ তন্ত্রজ্ঞ ইষ্ট নিষ্ঠ অতিশয়।
ছিলেন সুশীল সুপণ্ডিত সদাশয়॥
জীতেন্দ্রিয় ধীর দাতা সত্যপরায়ণ।
আশ্চর্য্য ব্যাপার যাঁর লীলা সম্বরণ॥
নিমগ্ন করিয়া দেহ জাহ্নবীর নীরে।
যোগাবলম্বনে প্রান ত্যজেন অচিরে॥
তাঁহার তনয় এয় বড় পুণ্যধর॥
আদ্য শ্রীশ্রীনাথ যিনি গুণের সাগর॥
দ্বিতীয় শ্রীনিলকমল কোমল হৃদয়।
তৃতীয় শ্রীরামরত্ন রত্ন সম হয়॥
তদন্তর কহি সবে কর অবধান।
জাহ্নবীর পূর্ব্ব তটে নৈহাটী আখ্যান॥
অতি অনুপম গ্রাম ত্রিদীব সমান।
শিব রূপে যথা বিরাজেন ভগবান॥
নৈয়ায়ীক সুধিগণ বসিয়া যেখানে
সতত হর্ষিত হন শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

শ্রীমান যত্তেক চন্দ্র ধর্ম্ম পরায়ণ।
যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানে রত অনুক্ষণ॥
শ্রীকাশীনাথ নাম এস্থানে বসতি।
বন্দ্যো উপাধি যিনি সান্ত শীল অতি॥
পরগণা হাবিলিসহর মধ্যস্থিত।
জমিদারি আছে তাঁর লোকে বিদিত॥
পুরীতে সন্তানেতে হইয়া নৈরাশ।
[illegible] সকলে আনি করালেন বাস॥
শ্রীরাধা [illegible] যুক্ত শ্রীনিল কমলে।
[illegible] দান করিলেন এই স্থলে॥
শ্রীনাথের তিন পুত্র [illegible] মধ্যে।
কনিষ্ঠ শ্রীভবানীচরণ উত্তম॥
উভয়েই শাস্ত্র দক্ষ সুঠাম সুন্দর।
সর্ব্বগুণে সুশোভিত স্বধর্ম্মে তৎপর॥
এ দোঁহার জ্যেষ্ঠ আমি শ্রীউমাচরণ।
অহ রহ হৃদে স্মরি শ্রীউমাচরণ॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

সুরধুনী পূর্ব্ব পারে অতি ভদ্র গ্রাম।
মূলাযোড় সন্নিকটে নওপাড়া নাম॥
তথায় বসতি নাম শ্রীরাধামোহন।
চাটুতি উপাধি যাঁর বিখ্যাত ভুবন॥
বেদজ্ঞ তন্ত্রজ্ঞ ইষ্ট নিষ্ঠ অতিশয়।
ছিলেন সুশীল সুপণ্ডিত মহাশয়॥
জীতেন্দ্রিয় ধীর দাতা সত্যপরায়ণ।
আশ্চর্য্য ব্যাপার যাঁর লীলা সম্বরণ॥
নিমগ্ন করিয়া দেহ জাহ্নবীর নীরে।
যোগাবলম্বনে প্রাণ ত্যজেন অচিরে॥
তাঁহার তনয় ত্রয় বড় পুণ্যধর॥
আদ্য শ্রীশ্রীনাথ যিনি গুণের সাগর॥
দ্বিতীয় শ্রীনীলকমল কোমল হৃদয়।
তৃতীয় শ্রীরামরত্ন রত্ন সম হয়॥
তদন্তর কহি সবে কর অবধান।
জাহ্নবীর পূর্ব্ব তটে নৈহাটী আখ্যান॥
অতি অনুপম গ্রাম ত্রিদীব সমান।
শিব রূপে যথা বিরাজেন ভগবান॥
নৈয়ায়ীক সুধিগণ বসিয়া যেখানে।
সতত হর্ষিত হন শাস্ত্রের বাখানে॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

শ্রীমান যতেক নর ধর্ম্ম পরায়ণ।
যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানে রত অনুক্ষণ॥
শ্রীকাশীনাথ নাম এস্থানে বসতি।
বন্দ্যো উপাধি যিনি শাস্ত্রশীল অতি॥
পরগণা হাবিলিসহর মধ্যস্থিত।
জমিদারি আছে তাঁর লোকে বিস্তারিত॥
পৃথিবীতে সন্তানেতে হইয়া নৈরাশ।
দৌহিত্র সকলে আনি করালেন বাস॥
শ্রীনাথ শ্রীরাম রত্ন শ্রীনীল কমলে।
তদবধি বাস করিলেন এই স্থলে॥
শ্রীনাথের তিন সুত নগেন্দ্র মধ্যম।
কনিষ্ঠ শ্রীভগবতী চরণ উত্তম॥
উভয়েই শান্ত দান্ত সুঠাম সুন্দর।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত স্বধর্ম্মে তৎপর॥
এ দোঁহার জ্যেষ্ঠ আমি শ্রীউমাচরণ।
অহরহ জনে স্মরি শ্রীউমাচরণ॥

ব্রহ্ম বর্ণন ৷

একাবলী-ছন্দ ৷

হেরম্ব স্বয়ম্ভু শম্ভু উপেন্দ্র ৷
ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র মনু মহেন্দ্র ৷৷
শুভদা শারদা পদ্মা যে জনে ৷
নিয়ত ভাবেন একচি মনে ৷৷
সেই সর্ব্বেশ্বর অচ্যুত অজ ৷
সেই ব্রহ্মেমন সদাই ভজ ৷৷
তপ পরায়ণ একান্ত মন ৷
অমর অসুর মনুজ গণ ৷৷
যোগারূঢ় যোগী সাধু যে যত ৷
জপিয়া জনম কাটালে কত ৷৷
তথাপি যাঁরে না হেরে স্বপনে ৷
স্মরণারে মন সে সার ধনে ৷৷
নির্গুণ নিরীহ নাহি বিকার ৷
ভক্তের কারণে হন সাকার ৷৷
প্রকৃতী প্রকাশ যাঁর ইচ্ছায় ৷
ভজ ওরে মন তাঁহার পায় ৷৷

সরস্বতী বন্দনা ৷৷

তোটক-ছন্দ ৷

“ জয় ভারতী শ্বেত সরোজ পরে ৷
বসি শ্বেত বীণা ধরা বামকরে ৷৷
চরণায়ুজ লোহিত পদ্ম জিনি ৷

সরস্বতী বন্দনা।

রামরম্ভা উরু গুরু নিতম্বিনী।
শ্বেত সুন্দর বাস পরিধায়িনী॥
মণি মেখলা কিঙ্কিণী তাহে সাজে।
কটি হেরি মৃগেন্দ্র পলায় লাজে॥
কুচভার বিনম্রিত শ্বেত তনু।
শত চন্দ্রমুখী ভুরু কাম ধনু॥
মৃদু কজ্জল উজ্জ্বলিতো নয়নে।
দেখি ভঙ্গি কুরঙ্গী পলায় বনে॥
চারিবেদ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ময়ী।
যেন মানস নিত্যস থাকে স্থিরি॥

কালীকার স্তব॥

তোটক ছন্দ।

মা শুভঙ্করী শঙ্কট শান্তি করা।
দুখী দীন দয়াময়ী দুঃখ হরা॥
পরমেশ্বরী শঙ্করী সিদ্ধি দাত্রী।
সমনস্থ ভয়ে তুমী ত্রাণ কর্ত্রী॥
তুমী মুক্তি বিধায়িনী ভক্তি প্রদা।
নরাধম জনে শুভদে শুভদা॥
হের হৈমবতী বারেক নয়নে।
তব বন্ধনে বন্দি জ্ঞানান্ধ জনে॥
[illegible]

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন।

—•○•—

পয়ার।

গুরু কন শুন শিষ্য আমার বচন।
পিতার আদেশ বাপু করহ পালন॥
সংসারের সার পিতা জন্মদাতা হন।
পিতৃ আজ্ঞা কভু বাপু কোরোনা হেলন॥
পুত্রের সমান বন্ধু নাহি কোন জন।
পুত্রের কারণে হয় কার্য্য প্রয়োজন॥
পিতার সকল ধন সন্তান রতন।
যাহার কারণে হয় সংসারে যতন॥
পিতার তুমিহে দেখি কেবল সন্তান।
গৃহ ত্যজি বনে যাবে কেমন বিধান॥
একান্ত বনেতে যদি করহ গমণ।
নিতান্ত তোমার পিতা ত্যজিবে জীবন॥
তাই বলি কর বাপু রমণী গ্রহন।
সুখেতে হইবে তব জীবন যাপন॥
কুমার শুনিয়া সব গুরুর আদেশ।
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া বিশেষ॥
বুঝিতে নাপারি গুরু কহিলে কেমন।
আপনি শিখালে তুমি বেদের বচন॥
দয়াবান পিতা তিনি সন্তানে যে জন।
ধর্ম্মপথে মতি দেন্ করিয়া যতন॥
সেই পিতা সেই গুরু বন্ধু হয় সেই।
ধরি পথ [illegible] সন্তানে মতি দেন সেই॥

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন।

যদ্যপি বালক করে কুপথে গমন।
করুণা সাগর পিতা করে নিবারণ॥
পিতা হোয়ে হরি পূজা করিয়া নিষেধ।
বিষয়ের প্রবৃত্তি দেন্ এই বড় খেদ॥
এ সংসার মহা ঘোর অন্ধকূপ ময়।
পড়িলে নিস্তার গুরু কভু নাহি হয়॥
নিস্তারে বীজ সেই পুরুষ প্রধান।
নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্ব শক্তিমান॥
ভক্তপ্রিয় ভগবান সকলের সার।
ভক্তি বিনা ভব হোতে নাহিক নিস্তার॥
এমন আত্মারে ত্যজি মূঢ়জন গণ।
বিষয়ে নিযুক্ত হয় নাশের কারণ॥
ধর্ম্মের অমৃত ভাব কেন বা ত্যজিয়া।
বিষয় গরল খায় নাশের লাগিয়া॥
কীট যেন দীপ শিখা কোরে দরশন।
শীঘ্র গিয়া তাহে পড়ি হারায় জীবন॥
আহ্লাদে প্রফুল্ল মীন আহার দেখিয়া।
ভক্ষণ করিতে যায় কিছু না ভাবিয়া॥
গিলিলে চৈতন্য পায় বিন্ধিলে গলায়।
পরিশেষে অসন্তোষে করে হায় হায়॥
বিষয়ির সেই রূপ হয় এ সংসার।
বিষাক্ত বিষয় হতে নাহিক নিস্তার॥
অতএব বিষময় বিষম বিষয়।

ব্রহ্মবর্ণন।

একাবলী ছন্দ।

ভৈরব স্বয়ম্ভু শম্ভু উপেন্দ্র।
ফণীন্দ্র মুনীন্দ্রে মনু মহেন্দ্র॥
সুভদা শারদা পদ্মা যে জনে।
নিয়ত ভাবেন একই মনে॥
সেই সর্ব্বেশ্বর অচ্যুত অজ।
সেই ব্রহ্মে মন সদাই ভজ॥
জপ পরায়ণ একান্ত মন।
অমর অসুর মনুজ গণ॥
যোগারূঢ় যোগী সাধু যে যত।
জাগিয়া জনম কাটালে কত॥
তথাপি যাঁরে না হেরে স্বপনে।
স্মরণারে মন সে সার ধনে॥
নির্গুণ নিরীহ নাহি বিকার।
ভক্তের কারণে হন সাকার॥
প্রকৃতী প্রকাশ যাঁর ইচ্ছায়।
মজ ওরে মন তাঁহার পায়॥

সরস্বতী বন্দনা॥

তোটক ছন্দ।

"জয় ভারতী শ্বেত সরোজ পরে।
বসি শ্বেত বীণা ধরা বামকরে॥
চরণাম্বুজ লোহিত পদ্ম জিনি।
মণি মঞ্জির সিঞ্জিত ভৃঙ্গ ধ্বনি॥

সরস্বতী বন্দনা।

যামরম্ভা উরু গুরু নিতম্বিনী।
শ্বেত সুন্দর বাস পরিধায়িনী।।
মণি মেখলা কিঙ্কিণী তাহে সাজে।
কটি হেরি মৃগেন্দ্র পলায় লাজে।।
কুচভার বিনম্রিত শ্বেত তনু।
শত চন্দ্রমুখী ভুরু কাম ধনু।।
মৃদু কজ্জল উজ্জলিতো নয়নে।
দেখি ভঙ্গি কুরঙ্গী পলায় বনে।।
চারিবেদ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ময়ী।
যেন মানস নিত্যশ থাকে তুমি।।

কালীকার স্তব।।

তোটক ছন্দ।

মা শুভঙ্করী শঙ্কট শান্তি করা।
তুমি দীন দয়াময়ী দুঃখ হরা।।
পরমেশ্বরী শঙ্করী সিদ্ধি দাত্রী।
সমনন্ত ভয়ে তুমি ত্রাণ কর্ত্রী।।
তুমি মুক্তি বিধায়িনী ভক্তি প্রদা।
নরাধম জনে শুভদে শুভদা।।
হের হৈমবতি বারেক নয়নে।
ভব বন্ধনে বন্দি জ্ঞানান্ধ জনে।।
তুমি ব্রহ্মময়ী ত্রিলোক তারিণী।
শ্রী উমাচরণে ত্রাহি মে তারিণি।।

গ্রন্থ সূচনা

হেম শৃঙ্গ পর্ব্বতের নিম্নস্থ সত্য সেতু দেশেতে জ্ঞান সিন্ধু নামে এক অতি বিনীত পরব্রহ্ম পরায়ণ সত্যাচারি ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন, তাঁহার ভার্য্যার যৌবনাতিক্রম হইল তথাচ সন্তানাদি হয় নাই, তজ্জন্য বিপ্র প্রতিদিন বিরল স্থলে যোগাবলম্বনে কহিতেন, "হে পরমেশ্বর; ধরাতলে তবতুল্য মহা শিল্পী অচিন্তনীয় বিচিত্র নির্ম্মাণকারী আর কেহই নাই, অতএব সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বর্ণন করা পণ্ডিত বর্গের ক্ষমতাতীত, আর তুমি জগৎ চৈতন্য স্বরূপ হইলেও যথার্থ রূপে তোমার স্বরূপ কেহ জানেনা, ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান স্থাবর জঙ্গম চরাচর জীবা জীব ক্রিয়া শক্তি সকলই তোমার শক্তির অধীন, ব্রহ্মাণ্ড বহিভূত যে তোমার অনন্ত শক্তি তাহাতে সম্ভবাসম্ভব সকলই হইতে পারে," অনভিজ্ঞ স্থূল দর্শিরা তোমার শক্তি মাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক পৌরাণিক বর্গকে উপহাস করে, কিন্তু পৌরাণিকেরা নিশ্চয় জানেন সর্ব্বান্তর্ব্যাপ্ত পরমেশ্বর বাজীকরের বাজীর ন্যায় জগন্মণ্ডলে নানা বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তোমার শক্তি মাহাত্ম্যে যদি আমার সন্তান জন্মে তবে আমি জানিব সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার

প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ” ব্রাহ্মণ প্রতিক্ষণ পরমেশ্বর সমীপে এই রূপ নিজাভিলাষ প্রকাশ করিবাতে বহুকালের পর তাঁহার এক পুত্র হইল তাহাতে পূর্ণেন্দু সদৃশ নন্দন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দিত দ্বিজ বর বহ্বারম্ভে জাতক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক নবকুমারের নাম অনন্ত রাখিলেন; অনন্তর ক্রমিক বর্দ্ধিত বিপ্রনন্দন পঞ্চম বর্ষীয় হইলে পর তাঁহাকে নীতি বিশারদ শ্রীপতি নামক আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন তাহাতে বিপ্রকুমার বাল্য কালাবধি নীতি শাস্ত্র, ন্যায় বেদান্তাদি নানা দর্শন পাঠ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর গুণিগণ মধ্যে গণ্য হইলেন এবং কিয়ৎকাল গতে তাঁহার পিতা স্বীয় প্রেয়সীর অভিলাষ মতে ঐ মনোহর পর্ব্বত শিখর বাসি যোগেন্দ্র নামা মহর্ষির রত্নবালা নাম্নী কন্যার সহিত প্রিয় কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু পুত্র এই রূপ বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সংসার অসার বোধ করত তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ দুঃখিতান্তকরণে শিক্ষাচার্য্য শ্রীপতি মহাশয়ের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক পুত্রের বিবাহের অসম্মতি বিবরণ বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীপতি মহাশয় অনন্তকে ডাকিয়া দার পরিগ্রহার্থে হিত বাক্য কহিতে লাগিলেন; শিষ্যও স্বাভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।।

গ্রন্থ সূচনা।

হেম শৃঙ্গ পর্ব্বতের নিম্নস্থ সত্য সেতু দেশেতে জ্ঞানসিন্ধু নামা এক অতি বিনীত পরব্রহ্ম পরায়ণ সত্যাচারি ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন, তাঁহার ভার্য্যার যৌবনাতিক্রম হইল তথাচ সন্তানাদি হয় নাই, তজ্জন্য বিপ্র প্রতিদিন বিরল স্থলে যোগাবলম্বনে কহিতেন; " হে পরমেশ্বর, ধরাতলে ভবতুল্য মহা শিল্পী অচিন্তনীয় বিচিত্র নির্ম্মাণকারী আর কেহই নাই, অতএব সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বর্ণন করা পণ্ডিত বর্গের ক্ষমতাতীত, আর তুমি জগৎ চৈতন্য স্বরূপ হইলেও যথার্থ রূপে তোমার স্বরূপ কেহ জানেনা, ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান স্থাবর জঙ্গম চরাচর জীবাজীব ক্রিয়া শক্তি সকলই তোমার শক্তির অধীন, ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভূত যে তোমার অনন্ত শক্তি তাহাতে সম্ভবাসম্ভব সকলই হইতে পারে, অনভিজ্ঞ স্থূল দর্শিরা তোমার শক্তি মাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক পৌরাণিক বর্গকে উপহাস করে, কিন্তু পৌরাণিকেরা নিশ্চয় জানেন সর্ব্বান্তর্ব্যাপ্ত পরমেশ্বর বাজীকরের বাজীর ন্যায় জগন্মণ্ডলে নানা বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, " ব্রাহ্মণ প্রতিক্ষণ পরমেশ্বর সমীপে এই রূপ নিজাভিলাষ প্রকাশ করিতে২ বহুকালের পর তাঁহার এক পুত্র হইল তাহাতে [illegible]

বর বহ্বারম্ভে জাতক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক নবকুমারের নাম অনন্ত রাখিলেন, অনন্তর ক্রমিক বর্দ্ধিত বিপ্রনন্দন পঞ্চম বর্ষীয় হইলে পর তাঁহাকে নীতি বিশারদ শ্রীপতি নামক আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন তাহাতে বিপ্রকুমার বাল্য কালাবধি নীতি শাস্ত্র, ন্যায় বেদান্তাদি নানা দর্শন পাঠ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর গুনিগণ মধ্যে গণ্য হইলেন এবং কিয়ৎকাল গতে তাঁহার পিতা স্বীয় প্রেয়সীর অভিলাষ মতে ঐ মনোহর পর্ব্বত শিখর বাসি যোগেন্দ্র নামা মহর্ষির রত্নমালা নাম্নী কন্যার সহিত প্রিয় কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু পুত্র এইরূপ বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সংসার অসার বোধ করত তপস্যার্থে অরণ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ দুঃখিতান্তকরণে শিক্ষাচার্য্য শ্রীপতি মহাশয়ের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক পুত্রের বিবাহের অসম্মত বিবরণ বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীপতি মহাশয় অনন্তকে ডাকিয়া দার পরিগ্রহার্থে হিত কহিতে লাগিলেন, শিষ্য ও স্বাভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন॥

রমণী কুহক দ্বার জ্ঞানের মন্দিরে।
প্রবেশ করিতে জ্ঞান পারে কোন বীরে॥
অনায়াসে মুক্তি ইচ্ছা করিয়ে বিনাশ।
কাম উপভোগ হেতু বাড়ায় প্রয়াস॥
মহা মোহে মন মুগ্ধ করে অবিরত।
তপস্যা কেমনে হবে জ্ঞান হলে হত॥
এ সংসার কারাগার একে ঘোরতর।
যাহাতে রমণীগণ পাপের আকর॥
সুবুদ্ধি করিয়ে ছেদ কুবুদ্ধি বাড়ায়।
অনিত্য বিষয় ভোগে সদা মতি যায়॥
গৃহির গৃহিণী হয় তৃতীয় প্রকার।
সাধ্বী ভোগ্যা কুলটা বিখ্যাতা নাম যার॥
পরকালে সুখ আর ইহকালে যশ।
সদা সাধ্বী বাঞ্ছা করে পতি করি বশ॥
ভোগ্যা ভোগার্থিনী কাম স্নেহেতে কেবল।
পতির করয়ে সেবা বাঞ্ছে ভোগ ফল॥
বস্ত্র অলঙ্কার ভোগ পায় যতক্ষণ।
ততক্ষণ নিজ স্বামি করয়ে সেবন॥
জানতো বিশেষ গুরু কুলটার ভাব।
কপটে স্বামিরে সেবে মনেতে কুভাব॥
পর পুরুষের মন সদাই যোগায়।
নূতন নূতন জনে নিত্য মন যায়॥
উপপতি লাগি নিজ পতিরে বিনাশে।
ছিছিছি এমন জনে কেমনে বিশ্বাসে॥

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন।

মানুষ জানিতে নারে ললনার মন।
কেবল জানেন বিন্দু নিত্য সনাতন॥
হৃদয়ে ক্ষুরের ধার অমৃত বদনে।
সুধাময় বাক্য স্বার্থ সিদ্ধির কারণে॥
নর হৈতে নারী দেহে কাম আট গুণ।
তাহার দ্বিগুণ আর বুদ্ধি চতুর্গুণ॥
ইত্যাদি অনেক আছে নারীর লক্ষণ।
কহিয়া অনন্ত করিছেন নিবেদন॥
বিষ্ঠা মূত্র পূয স্থানে কিবা সুখ হয়।
তেজ হানি দিবালাপে হয় যশ ক্ষয়॥
অতি প্রীতে অত্যাশক্তে ধন দেহ নাশ।
বিশ্বাস করিলে শীঘ্র হয় সর্ব্বনাশ॥
যত ক্ষণ দেহে তেজ লক্ষ্মী থাকে ঘরে।
ততক্ষণ পুরুষের নারী সেবা করে॥
অতএব ইচ্ছা নাই গৃহিণী গ্রহণে।
মনেতে বাসনা আরাধিব নিত্যধনে॥
তুমি গুরু কল্পতরু সমান আমার।
তোমার নিকটে চাহি করুণা অপার॥
এত বলি কহিছেন ধরিয়া চরণ।
আজ্ঞা দেহ তপস্যাতে করিব গমন॥
পুত্র দারা শিষ্য সুহৃদ বান্ধবের প্রতি।
[illegible] সাধুপক্ষ হয় সাধুগতি॥
গুরুর উচিত হয় করিয়া বিশেষ।
শিষ্যেরে দেখাবে পথ দিয়া উপদেশ॥

নতুবা নরক ধামে করেন গমন।
যতকাল চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশে কিরণ॥
ইত্যাদি সকল গুরু বিদিত তোমায়।
পিতারে কহিয়া মোরে করহ বিদায়॥
জগতের সার যেই পরম ঈশ্বর।
দয়াময় বলি তাঁরে সুখের আকর॥
কেমনে এমন জনে ভুলিয়া রহিব।
সংসার সুরার মদে প্রমত্ত হইব॥
ভাই বন্ধু আদি করি কেহ নহে কার।
মরিলে প্রণয় কোথা কোথা প্রেমাচার॥
জানোতো বিশেষ গুরু কি রূপ সংসার।
তবে কেন বনে যেতে মানা কর আর॥
শিষ্য বাক্য শুনিয়া শ্রীপতি মহাশয়।
কহিতে লাগিলা তাঁরে হইয়া বিস্ময়॥
তুমিতো পণ্ডিত বাপু ধার্ম্মিক সুজন।
বিবেচনা কোরে দেখ সংসার কেমন॥
সর্ব্বাশ্রম মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৃহির আশ্রম।
পুণ্যবান কেবা হয় গৃহস্থের সম॥
স্বধর্ম্ম পালনে গৃহী হয় জীবন্মুক্ত।
কীর্ত্তিমান পুণ্যবান সুখী যশোযুক্ত॥
কীর্ত্তিমান শরীরির মরণে জীবন।
যশ কীর্ত্তি বিহীনের জীবনে মরণ॥
দারার গ্রহণে তুমি দুঃখ যে কহিলে।
সত্য বটে ক্লেশযুক্ত কুভার্য্যা হইলে॥

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন।

মহৎকুলেতে যেই নারীর জনম।
স্বামির সেবায় সে কি কভু করে কম॥
পতিব্রতা পতি দুঃখ না সহে অন্তরে।
পতিসখা পতিগতি নিরন্তর হেরে॥
পতি যদি হয় তার পতিত কি দীন।
পতিব্রতা সতী নাহি হয় শ্রদ্ধাহীন॥
অসৎকুলেতে যদি নারী জন্মলয়।
প্রায় সে অসৎ হয় জানিহ নিশ্চয়॥
কুলটার পতি যদি হয় গুণবান্।
সর্ব্বজন সমীপে সর্ব্বদা পায় মান॥
তথাপি তাহার ভার্য্যে নিন্দে অনুক্ষণ।
ভ্রান্তিতেও সেবা নাহি করে কদাচন॥
সৎকুলে হয় সতী না হয় অন্যথা।
পদ্মরাগ আকরে কাচের জন্ম কোথা।
সতের স্বভাব কভু অসৎ কি হয়॥
বিবাহ করিতে বাপু কোরো নাকো ভয়।
বেদের বচন বাপু করহ শ্রবণ॥
সংসারিও হোতে পারে ধার্ম্মিক সুজন।
পুত্রের কারণ বাপু যত সাধুজন॥
সতের কুমারী দেখি করেন বরণ।
অবশেষে বৃদ্ধকালে সংসার ত্যজিয়া॥
তপস্যা করয়ে সাধু কাননে বসিয়া।
বৈষ্ণবের হরি পূজা তপস্যা কেবল।
গৃহ ত্যজি বনে গেলে কি হইবে ফল॥

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন।

গৃহে বসি কর বিষ্ণু চরণ পুজন।
অন্তরেতে হরি যার তপ কি কারণ॥
যে জন না ভাবে হরি অন্তরে আপন।
কেমনে করিবে সেই তপ আচরণ॥
ধার্ম্মিক যে হয় মুক্তি পায় সেইজন।
পূর্ব্বে ছিল রাজা এক ভক্তির ভাজন॥
ক্রমেতে হইয়া নৃপ হরি ভক্তিবান।
রমণী সহিত রাজা পাইল নির্ব্বাণ॥
কর যোড় করি দ্বিজ শ্রীপতিরে কয়।
এ কথা বিস্তারি মোরে কহ মহাশয়॥
কেবা সেই ভক্তজন কি কর্ম্ম করিল।
কিরূপে কামিনী সহ শ্রীহরি পাইল॥
গুরু বলে শুন বাপু সবিশেষ তার।
শ্রীউমাচরণ যাহা করিল প্রচার॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

অথ গ্রন্থারম্ভ ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

সরোজ নগরে ধাম, হেমাঙ্গ নরেন্দ্র নাম,
গৌরবে কৌরব পতি সম ।
দর্পে তুল্য দশ শির, রূপে রাম রসশির,
বিপক্ষের পক্ষে যেন যম ॥
চিত্ত যেন সচ্ছনীর, যুদ্ধে বীর বুদ্ধে ধীর,
সত্যবাদী ধর্ম্মেতে তৎপর ।
ঋপুঞ্জয়ী জীতেন্দ্রিয়, সভের পরম প্রিয়,
দরিদ্রে হেরিত শত কর ॥
কি কহিব অধিকার, প্রায় ধরা অধিকার,
করিয়া ছিলেন ভুজবলে ।
ছত্রধারী দণ্ডধারী, বিনে সেই দণ্ডকারী,
দ্বিতীয় ছিলনা ভুমণ্ডলে ॥
আছিল পরম গুণ, পালনে পরম গুণ,
ধরিতেন নৃপ গুণমণি ।
গুণে বশ দিক দশ, কথনো এমন যশ,
আর কারো ধরেনি ধরণী ॥
ভুপতির মনোরমা, তুলনায় অনুপমা,
হেমলতা হেমলতা মত ।

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন ।

গৃহে বসি কর বিষ্ণু চরণ পূজন ।
অন্তরেতে হরি যার তপ কি কারণ ॥
যে জন না ভাবে হরি অন্তরে আপন ।
কেমনে করিবে সেই তপ আচরণ ॥
ধার্ম্মিক যে হয় মুক্তি পায় সেইজন ।
পূর্ব্বে ছিল রাজা এক ভক্তির ভাজন ॥
ক্রমেতে হইয়া নৃপ হরি ভক্তিবান ।
রমণী সহিত রাজা পাইল নির্ব্বাণ ॥
কর যোড় করি দ্বিজ শ্রীপতিরে কয় ।
এ কথা বিস্তারি মোরে কহ মহাশয় ॥
কেবা সেই ভক্তজন কি কর্ম্ম করিল ।
কিরূপে কামিনী সহ শ্রীহরি পাইল ॥
গুরু বলে শুন বাপু সবিশেষ তার ।
শ্রীউমাচরণ যাহা করিল প্রচার ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

অথ গ্রন্থারম্ভ ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

সরোজ নগরে ধাম, হেমাঙ্গ নরেন্দ্র নাম,
গৌরবে কৌরব পতি সম ।
দর্পে তুল্য দশ শির, রূপে রাম রসশির,
বিপক্ষের পক্ষে যেন যম ॥
চিত্ত যেন সচ্ছনীর, যুদ্ধে বীর বুদ্ধে ধীর,
সত্যবাদী ধর্ম্মেতে তৎপর ।
গুণগ্রাহী জিতেন্দ্রিয়, দ্বিজের পরম প্রিয়,
দরিদ্রে বেরিত শত কর ॥
কি কহিব অধিকার, প্রায় ধরা অধিকার,
করিয়া ছিলেন ভুজবলে ।
ছত্রধারী দণ্ডধারী, বিনে সেই দণ্ডকারী,
দ্বিতীয় ছিলনা ভূমণ্ডলে ॥
আছিল পরম গুণ, পালনে পরম গুণ,
ধরিতেন নৃপ গুণমণি ।
গুণে বশ দিক দশ, কখনো এমন যশ,
আর কারো ধরেনি ধরণী ॥
ভূপতির মনোরমা, তুলনায় অনুপমা,
[illegible] কেমলতা মত ।

গুণবতী পুণ্যবতী, পতিভক্তি সদা মতি,
পাতিব্রত্য ব্রতেতেই রত ॥
তাঁর গর্ভ সমুদ্ভূতা, সর্ব্ব গুণে গুণযুতা,
রাজ সুতা নাম মন্মোহিনী।
তাহার রূপের তুল্য, অমৃত অধিক মূল্য,
সমতুল্য কামের কামিনী ॥
কাঞ্চন লাঞ্ছিয়া তনু, হেরি মোহে ফুলধনু,
চঞ্চলাকে চঞ্চলা রাখিল।
কৃশতর কটিদেশ, তাহাতে মদনাবেশ,
নীলাম্বর নিরদে ঢাকিল ॥
কামের কলস তুচ্ছ, কুচযুগ পীনউচ্চ,
লোহিত কাঁচলী তাতে শোভা।
প্রফুল্ল কমলদল, মুখোৎপল ঢল ঢল,
মধুলোভে ভ্রমে মধুলোভা ॥
তিল পুষ্প জরজর, লজ্জিত বিহঙ্গবর,
নেহারিয়া নাসার বলন।
কুন্দ কুসুমের পাতি, রদনে মঞ্জন ভাতি,
ওষ্ঠাধর অরুণ দলন ॥
সুন্দর কুরঙ্গ অক্ষি, অথবা খঞ্জন পক্ষি,
নৃত্যকরে কমল উপরে।
ভুরু মনোজের ধনু, ফুলধনু নিজ তনু,
অপাঙ্গে লুকায়ে দর্প করে ॥
মৃগ চিহ্ন ভিন্ন ইন্দু, ভালে মৃগ মদবিন্দু,
মুখেতে মধুর মৃদুহাস।

বনোপ্রিয় ভাষা জিনি, ভাষা ভাষে বিনোদিনী,
কাদম্বিনী জিনি কেশ পাশ॥
এই রূপ তার রূপ, তরুণ রসের কূপ,
রঙ্গে ভঙ্গে মাধুর্য্য গমন।
নিরখি মাতঙ্গবরে, অপমানে বনে সরে,
মরালের গমন দমন॥
দ্বাদশ বরষি বালা, নাজানে মন্মথ জ্বালা,
সুখে কাল করয়ে যাপন।
কবি করে অনুরোধ, যাতে তার রসবোধ,
সেই কথা করি বিজ্ঞাপন॥

সম্মোহিনীর স্বপ্ন দর্শন।

পয়ার।

শুন শুন প্রিয় শিষ্য অপূর্ব্ব কথন।
কন্যার আছিল প্রিয়সখী চারিজন॥
শশীমুখী সৌদামিনী কমলিনী রমা।
এই চারি সখী তার ছিল অনুপমা॥
থাকিত এ চারি সখী সদা তার সঙ্গে,
করিত সকলে গীত বাদ্য নৃত্য রঙ্গে॥
মহী মধ্যে প্রশংসিত কন্যা গুণ রূপ।
প্রাণ তুল্য তারে ভালো বাসিতেন ভূপ॥
বয়ক্রম হোয়েছিল বৎসর দ্বাদশ।

যাহাতে অন্তরে তার প্রেমের উদয়।
সেই কথা বিস্তারিয়া শুন সমুদয়॥
এক দিন ইতোমধ্যে শুন সমাচার।
মনোমোহিনী নৃপবালা সুধার আধার॥
দিবস হইল গত নিশী সমাগত।
হীমাংশু উদয় প্রভাকর অস্তগত॥
কমলিনী ম্লানমুখী ভাসে দুঃখনীরে।
কুমুদ উল্লাস পায় হেরিয়া শশীরে॥
আপনার অধিকার করিছে রজনী।
শয়ন আগারে গেল কমল বদনী॥
কোমল শয্যারোপরে কোমল বালিস।
তাতে কোমলাঙ্গি ধনী রাখিল আলিশ॥
অরুণ অভাবে পদ্ম মুদিল নয়ন।
রাজকন্যা এই কালে করিল শয়ন॥
সহজে পঙ্কজানন সেই ভাব পায়।
উদয় হইয়া নিদ্রা চৈতন্য হারায়॥
বাহ্যে দেখ আঁখিদ্বয় হইল মুদিত।
অন্তর্গত নেত্রে প্রেম শশাঙ্ক উদিত॥
স্বপন যোগেতে ধনী করে নিরীক্ষণ।
সুচারু পুরুষ এক নয়ন রঞ্জন॥
উরুঠাম দেখিয়া কদলী কম্পান্বিত।
তনু দেখি অতনু হইল ঝম্পান্বিত॥
পীন অঙ্গ ক্ষীণ কক্ষ বিধির ঘটন।
করিবর কর জিনি বাহুর গঠন॥

নাভিকূপ সরোবর তাকে রোমাবলী।
নব ভঙ্গি ধরিয়াছে তরঙ্গ ত্রিবলী॥
শুক পক্ষি লইয়াছে নাসার ভঙ্গিমা।
অরুণ মেখেছে অঙ্গে অধর রঙ্গিমা॥
ভুরু স্মর শরাসন নেত্র ফুলবাণ।
যারে হানে তার আর নাহি পরিত্রাণ॥
রূপের ছটায় হয় স্থকিতা দামিনী।
ভজিবারে পতিসহ চলিল কামিনী॥
ললাট চন্দ্রমা পূর্ণ কুন্তল কুঞ্চিত।
বাক্যে অমৃতের হোলো গৌরব মুঞ্চিত॥
নবিন পুরুষ সেই রূপে গর গর।
দৃষ্টিমাত্রে বালা কামে হোলো জর২॥
সেইরূপে কামিনীর অন্তর হরিল।
পতি ভাবে বালা তারে বরণ করিল॥
রতি হেতু রসবতী দিয়া রতি মতি।
পতি সহ রতি সুখ বঞ্চে কলাবতী॥
মনোমোহিনী বালা এই রূপ রজনীতে।
স্বপ্ন দেখি নাগরেরে লাগিল ভাবিতে॥
জাগরণে হলো তার স্বপন বিচ্ছেদ।
অনুভাব করি বুঝে প্রেম পরিচ্ছেদ॥
স্বপ্নের বিচ্ছেদে হলো বিচ্ছেদ মনের।
মরমে মরম ফাঁস লাগিল প্রেমের॥
কোথা স্বর্গ উপভোগ কোথায় রৌরব।
কোথায় দুর্গন্ধ কোথা পদ্মের সৌরভ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

কোথা পূর্ণিমার শশী কোথা অন্ধকার।
মহানন্দে হলো নিরানন্দ পারাবার॥
যেমন দরিদ্র ব্যক্তি হারায়ে রতন।
তদ্রূপ কুমারী দুঃখ হৃদেতে পতন॥
সেই যুবরাজে চিত্ত কোরেছে বিশ্বাস।
না হেরিয়া প্রাণকান্তে ছাড়িছে নিশ্বাস॥
অশ্রুধারে অঙ্গ হৈতে সিক্ত হলো শয্যা।
দূরে গেল শরীরের যত পরিচর্য্যা॥
বিষাদে বিশীর্ণা বালা ভাবিছে যখন।
এ কালে রজনী গত উদিত তপন॥
উঠিল বালিকা হৈতে শয়ন সদন।
রোদনে মলীন তাব চন্দ্রমা বদন॥
হেরিয়া অরুণ আঁখি লজ্জিত অরুণ।
অধর হয়েছে শুষ্ক যা ছিল তরুণ॥
আলু থালু ভূষা বাস কবরী খসেছে।
প্রখর বিরহ শর হৃদয়ে পসেছে॥
রোদনে অলকাবলী কিবা ছিন্ন ভিন্ন।
তাপেতে উত্তপ্ত চিত্ত তাব ধরা ক্ষিন্ন॥
অন্তরে দহিছে জ্বালা বাহিরে গোপন।
দ্বিজ কবি প্রেম বীজ করিল রোপন॥

কুমারী প্রতি সখীগণের প্রবোধ দান।

ত্রিপদী।

প্রভাতে উঠিল সতী, ছিন্ন ভিন্ন বেশ অতি,
রসবতী মানস বিদীর্ণা।
মৌন আসি হলো বঁধু, ভঙ্গিল বচন মধু,
নাগরের বিরহে বিশীর্ণা॥
মনোমোহিনী রাজবালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মনে কৈল করিব গোপন।
প্রেম কি গোপন হয়, কস্তুরী কি ছাপা রয়,
মানিকে কি তিমীরাচ্ছদন॥
বসিল ধনী বিমনে, কাছে আসি সখিগণে,
কুমারীকে করিল সম্ভাষ।
কাছে হেরি সখিচয়, বালিকা না কথা কয়,
না করিল হাস্য পরিহাস॥
তা দেখি সঙ্গিনী গণ, হইল বিস্ময় মন,
কারণ বুঝিতে নাহি পারে।
সবে বলে একি রীত, কর্ম্ম অতি অনোচিত,
দেখি ঠাকুর ঝীর ব্যবহারে॥
শেষে কোরে অনুভাব, কন্যার বুঝিয়া ভাব,
যোড়করে সবিনয়ে কহে।
একি দেখি রাজসুতা, কেন হেন দুঃখযুতা,
স্বভাব অভাব হয়ে রহে॥
কান্তি হয়েছে মলিন, শুষ্ক বদন নলীন,
কি জন্যে গো হয়েছ বিষন্না।

কি কারণে আছ দুঃখি, বলনা সুধাংশুমুখী,
সখী প্রতি হইয়া প্রসন্না॥
ঐশ্বর্য্যের নাহি ওর, রঙ্গরসে থাকো ভোর,
তবে কিসে গাঢ় ক্লেশোদয়।
আমরা সঙ্গিনী তব, চিন্তি তব সুখার্ণব,
হাল দেখি হয়েছি বিস্ময়॥
তব দুঃখে দুঃখি হই, মঙ্গলে মঙ্গলে রই;
তোমা বই আর কারু নই।
সেবা করি চিরকাল, বল কেন হেন হাল
তব দুঃখ পরাণে না সই॥
বুঝ গো তোমার মর্ম্ম, করিতে দুর্ঘট কর্ম্ম,
সাধ্য আছে আমা সবাকার।
দেখিতে কেবল নারী, আজ্ঞা হলে কি না পারি,
বলো আনি জলধীর সার॥
এই মতে সখিগণ, জিজ্ঞাসিছে বিবরণ,
কত কষ্টে কহিল রঙ্গিনী।
শুনিয়া স্বপ্ন কাহিনী, বলে ওগো মনোমোহিনী,
অনুনয়ে সকল সঙ্গিনী॥
স্বপ্ন কভু সত্য নয়, চিত্তের চাঞ্চল্য হয়,
বায়ু ধর্ম্মে স্বপন দেখায়।
ফলতঃ এ নহে সত্য, শুন বলি তার তথ্য,
স্বপ্ন ছায়াবাজী অভিপ্রায়॥
স্বপনে বরিয়া কায়, ভাবিতেছ হায় হায়,
কেবল খেয়াল মাত্র সারা।

পরিহরি এ সোচন, মানসে কর মোচন,
মিছা মিছি কেন অশ্রুবারি ॥
এই মতে সখিগণ, করিল অনুরঞ্জন,
সেবা হেতু সেবিকা সকল।
শীতল সলিল দিয়া, তার মুখ ধোয়াইয়া,
নিভাইতে চাহে চিন্তানল ॥
প্রেমেতে যাহার মন, করিতেছে জ্বালাতন,
তার শান্তি হয় কি সেবনে।
হোলে দাবানলোদয়, তা নাকি নির্ব্বাণ হয়,
বিনা ইন্দ্র বারি বরিষণে ॥
এই রূপে দিন গতে, বিভাবরি সমাগতে,
নৃপজা করিল শয়ন।
শ্রীউমাচরণ কয়, নিদ্রা যে সুষুপ্তি নয়,
পুনঃ স্বপ্ন করে দরশন ॥

মনোহিনীর দ্বিতীয় স্বপ্ন কথন।

পয়ার।

অপূর্ব্ব শয্যায় ধনী শয়নে আছিল।
বিরহ সন্তাপে শীঘ্র নিদ্রা না হইল ॥
কতক্ষণে কত কষ্টে নিদ্রা উপজিল।
পুনঃ সেই গুণাকরে স্বপনে দেখিল ॥
দুঃখ ভাব দেখি দুঃখ দুরে পলাইল।
নিজগণ লয়ে সুখ ঘুরিতে আইল ॥

পরস্পর মনে২ সন্তোষ পাইল।
পতি পরিচয় হেতু, সতী জিজ্ঞাসিল॥
প্রিয়া বাক্যে মনে তার আনন্দ জন্মিল।
নায়ক নায়িকা প্রতি কহিতে লাগিল॥
রূপাঙ্ক নামে ভূপতি অতি পুণ্যশীল।
কাঞ্চীপুরে যেই নিজ পুণ্য প্রকাশিল॥
তাঁর পুত্র আমি মাত্র দ্বিতীয় না ছিল।
মন্মথ আমার নাম সকলে কহিল॥
আমার রূপের যশ জগতে ঘুষীল।
শুনিয়া উমাচরণ পুলকে পুরিল॥

নিদ্রাভঙ্গে মন্মোহিনীর বিলাপ।

ত্রিপদী॥

নায়কের সঙ্গে সঙ্গ, কত কথা কত রঙ্গ,
হেনকালে নিদ্রা অসঙ্গতি।
নিদ্রা যদি গেল ছুটে, নাগরী জাগিয়া উঠে,
বলে কোথা গেল প্রাণপতি॥
কে এমন বন্ধু আছে, যাইব কাহার কাছে,
কে মিলাবে মোরে রসার্ণব।
কে করিবে এ সুসার, সে বিনে সব অসার,
কেবা হেন কার কাছে কব॥

কে বুঝিবে মোর দুঃখ, কে জানিবে মন সুখ,
কে করিবে মোর উপকার।
যে করিবে এই হিত, কহি আমি সুনিশ্চিত,
দাসীত্ব করিব আমি তার॥
নিশা হোলো শেষ ভাগ, নাগরের অনুরাগ
করিতেছে কতেক সুন্দরী।
হেন কালে ডাকে পীক, দুখ পেয়ে কিম্বধিক,
প্রভাত হইল বিভাবরী॥
মনোদুঃখ তরঙ্গেতে, আর নেত্র কুরঙ্গেতে,
নৃপবালা ভাবে কুল হীনে।
উঠে বসে নিনে দিনী, যেন অতি অনাথিনী,
কুমুদ্বতী যেন ইন্দু বিনে॥
ফণী যেন মণি হীন, বসু বিনা অতি দীন,
যেন মীন সলিল বিহনে।
বিনে কৃষ্ণ যেন ধরা, চাতকী জীয়ন্তে মরা,
বিনা ঘন বারি বরিষণে॥
মুখাবলোকন করি, কহিতেছে সহচরী,
মরি মরি মলীন চন্দ্রাস্য।
কহিতে বিদরে হিয়া, মা বাপে না দিল বিয়া,
সেই তাপে সন্তাপ প্রকাশ্য॥
খেদে কহে শশীমুখী, শশীমুখী হও সুখী,
জানিয়াছি তোমার মরম।
বল দেখি বিশেষিয়া, শীতল করিব হিয়া,
যায় যাবে সরম ভরম॥

রাজা রাজ কাযে মত্ত, রাণী নাহি করে তত্ত্ব,
দুঃখ দেখি হিয়া ফাটে হায়।
থাকিতে আমরা সখী, যাতনা পাবে আর কি,
হেমাঙ্গ বিরহে গেলে যায়॥
এরূপ যৌবন নব, না মিলিল পতি তব,
পতি বিনা সব নিরর্থক।
তোমার প্রয়াস ধ'রে, যদি ঘটাইতে তারে,
পারি তবে সকলি সার্থক॥
এতো শুনি বলে রামা, তোমরা যে জানো আমা,
তাই কহি শুন সহচরী।
গত রাত্রে শয্যাতলে, নিদ্রা যাই কুতূহলে,
পুন তাহে স্বপ্নে দৃষ্টি করি॥
সেই যুবরাজ আসি, প্রকাশিয়া প্রেমরাশি,
নাম ধাম কহিল আমায়।
মনশ্চিন্ত তদবধি; নয়ন হোয়েছে নদী,
সে বিনে এ দেহ শব প্রায়॥
অতএব তার তরে, পরাণ কেমন করে,
কিসে পাব বলনা সজনী।
কালেতে সকল করে, যারে সখী কালে ধরে,
নাহি মানে দিবস রজনী॥
স্বপন হইল কাল, শয্যালো কণ্টক জাল,
নিদ্রা মোর হোলো যমদূত।
কর সখী অবধান, কিসেতে বাঁচিবে প্রাণ,
সাজিয়া আইল কৃষ্ণসুত॥

বাপমায়ে বিজ্ঞাপনে; বলো ঘটিবে কেমনে,
মত যদি মায়ের না হয়।
মায়ের সম্মতি মতে, বাপের বিচার পথে,
হয় কি না হয় করি ভয়।।
একারণ পায় পায়, মানা আছে হায় হায়,
কি দায় ঘটালে মোরে বিধি।
কবে পাব যুবরাজ, যুড়াবে অন্তর মাঝ,
হৃদয়েতে থোব রসনিধী।।
সখী সীহরিয়া কয়, কথাশুনে লাগে ভয়,
এ যে কথা অনর্থের মূল।
গোপনে আনিতে সাধ, শেষে হবে পরমাদ,
রাজা হৈতে সমূলে নির্ম্মূল।।
তোমা হেন মেয়ে কত, স্বপ্ন দেখি এইমত
কেবা না কোরেছে বাপ মায়।
দময়ন্তী স্বপ্নে নলে, বরিলেক কুতূহলে,
পরে বিয়া কৈল এসে তায়।।
তুমি ধনী সেইরূপে, কহ গিয়া রাজ্ঞী ভূপে,
তবে সিদ্ধি হবে মনরথ।
গোপনেতে দায় নানা, প্রকাশে কে করে মানা,
এই শুন সুরীতের পথ।।
রাধামোহন ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক অতি সুজন,
আদ্য পুত্র তাঁর শ্রীশ্রীনাথ।
তাঁহার জ্যেষ্ঠ নন্দন, দ্বিজ শ্রীউমাচরণ
কহিতেছে স্মরিয়া শ্রীনাথ।।

সৌদামিনী সখীর সঙ্গে কুমারীর কথা।

পয়ার॥

হেনকালে সৌদামিনী, সখী উপনীত।
কহিতে লাগিল তারে, কুমারী কিঞ্চিৎ॥
নরেন্দ্র নন্দিনী বলে, সৌদামিনী শুন।
কি কব মরম কথা, পরম দারুণ॥
কিছু নাহি লাগে ভাল, প্রাণে সুখ নাই।
যৌবনেতে না মিলালে, ঠাকুর যামাই॥
গোপনে স্বপনে যারে করিলাম দৃষ্টি।
চিত্তে রোয়ে সেই নেত্রে করে প্রেম বৃষ্টি॥
হৃদয় নিরস মোর বিরস বদন।
কিরূপে সে জনে পাব কহ সে কথন॥
আমি দেহমাত্র প্রায়, প্রাণ সেই জন।
সে বিনা হোয়েছি শব সব অকারণ॥
সখী বলে স্থির হও কি হবে কাঁদিলে।
বল কি করিব আমি উতলা হইলে॥
উপায় করিয়া আমি ঘটাব নিশ্চয়।
উপায়ে জম্বুকী স্থানে হরি বদ্ধ হয়॥
রাজারে রাণীরে আগে কহি সবিশেষ।
গোপনে আনিলে পরে উপজীবে ক্লেশ॥
অপ্রকাশে যদি কর একর্ম্ম নিকাশ।
প্রকাশিলে প্রকাশে অপ্রকাশে প্রকাশ॥
যেযে নারী যথা২ কোরেছে এমন।
কি কব দুর্ঘট তায় ঘটেছে কেমন॥

করিলে এমন কায যশ হবে ভঙ্গ ।
ঘটাবে কি শেষে উষাহরণের রঙ্গ ॥
কবি কহে ধৈর্য্য হও শুন রসবতী ।
মন্মথেরে মিলাইব তব নিজ পতি ॥

মনোমোহিনীর আক্ষেপ উক্তি ।

লঘু চতুষ্পদী ।

এসব বচন, শুনিয়া তখন,
করিয়া ক্রন্দন, কামিনী কয় ।
কি হবে আমার, বল সখী তার,
কান্ত বিনা আর, প্রাণ নাহয় ॥
জীবন বিহীন, থাকে যেন মীন,
তেন নিশি দিন, রোদনে থাকি ।
পাইলে তাহায়, দুখ দূরে যায়,
যতনেতে তায়, হৃদয়ে রাখি ॥
বিরহ পাথার, বাড়িছে আমার,
যৌবনের ভার, সহিতে নারি ।
সেই জলধিকুল, নাহি পায় কূল,
ভাসিছে বিপুল, বিনা কাণ্ডারি ॥
বল সহচরী, উপায় কি করি,
ধৈরয নাধরি, সেজন বিনে ।
সেই গুণময়, হইল নিদয়,
তাতে দুখোদয়, রজনী দিনে ॥

মদনে আকুল, যৌবন মুকুল,
ফুটিয়া সে ফুল, পূরিল মধু।
দ্বিজ কবি কয়, এমন সময়,
কোথা রসময়: ভ্রমরা বঁধু ॥

—•—

পয়ার।

শুনিয়া সঙ্গিনী গণ কহিছে বচন।
শুন ওগো মনোমোহিনী করি নিবেদন ॥
দৈববিনা কোন কর্ম্ম নাহি হয় সিদ্ধি।
দৈব উপাসনে পাবে মনোমত ঋদ্ধি ॥
দৈবাধীন যত কিছু অন্য অকিঞ্চন।
স্থির শক্তি করায়েন কাঁচোক্তে যতন ॥
শশিমুখী সখী বলে শুন গুণবতী।
ভাবিলে কি হবে শুন আমার ভারতি ॥
নিরাকুল্য বন্ধু আর নাহি কোনোজনে।
দোষের সমান বৈরি নাহি ত্রিভুবনে ॥
সুত সম স্নেহ বল কার প্রতি হয়।
দৈবপর শক্তি নাই জানিহ নিশ্চয় ॥
দৈববলে শুক্র দেয় মরাকে জীবন।
কাশিবাস নহিল দুর্দ্দৈবে দ্বৈপায়ন ॥
অতএব দৈবশক্তি হয় গরীয়সী।
দৈবপর বল নাই শুনলো রূপসী ॥
কমলিনী বলে শুন শুন মনোমোহিনী।
ভারতে বিস্তার আছে অদ্ভুত কাহিনী ॥

সম্বরণ মহারাজে হলো দৈব দয়া।
সুখে পাণি গ্রহ কৈল সূর্য্যের তনয়া॥
বটে বটে বটে বলি দিল সায় রমা।
শুনিতে করিল স্পৃহা কথা মনোরমা॥
ব্যগ্র হয়ে কহে তারে ভূপাল বালিকা
রবিকন্যা হলো সম্বরণের নায়িকা॥
দেবকন্যা মনুষ্যের হলো সিমন্তিনী।
এ অতি আশ্চর্য্য কথা কহলো সঙ্গিনী॥
শুনে কমলিনী তবে কহিতে লাগিল।
পুরাণ প্রমাণে দ্বিজ কবি বিরচিল॥

সম্বরণ রাজার ইতিহাস।

ত্রিপদী।

ভারতবংশ কাহিনী, শুন ওগো মনোমোহিনী,
বিশেষিয়া কহি সে বৃত্তান্ত।
চন্দ্রবংশে যশকূপ, উদ্ভব পৌরব ভূপ,
সেই বংশে জন্মিল দুষ্মন্ত।
শকুন্তলা নামে কন্যা, দুষ্মন্ত প্রেয়সী ধন্যা,
ভরত জন্মিল যার গর্ব্ভে।
ভরতের জন্ম মর্ম্ম, শুন যত ধর্ম্ম কর্ম্ম,
বিস্তার ভারতে আদিপর্ব্বে॥
এ রূপে ভারতবংশ, সেই বংশ অবতংশ,
মহারাজা নাম সম্বরণ।

জীতেন্দ্রিয় ধীর দান্ত, তপনের তপোস্বান্ত,
প্রতিদিন সূর্য্যের অর্চ্চণ॥
এক দিন ক্ষিতিপাল, সঙ্গে পারিষদ জাল,
মৃগ হেতু বনে উপনীত।
কানন ভ্রমণ ক্রমে, ক্লান্তিযুক্ত পথশ্রমে,
নরপতি নীর পিপাসিত॥
নিকটে হেরিয়া শৈল, নৃপতি সম্মুখ হৈল,
উঠে দিক নিরুপন হেতু।
সোপানে উঠিতে রায়, দীপ্তি এক দেখি তায়,
অদ্ভুত মানিল ধর্ম্মকেতু॥
কন্যা এক নিরুপমা, ত্রিভুবন মনোরমা,
রোহিণী নিন্দিয়া রূপ ছবি।
জিনিয়া প্রপ্ত প্রপ্ত, ভীক্ষ্ণতর তেজঃপুঞ্জে,
উদয় ভূধরে যেন রবি॥
ঈশানী ইন্দ্রাণী রমা, তুলনায় হয় সমা,
কিম্বা হবে মদন যুবতী।
তদ্রূপ দেহের রম্য, হর কোপে কাম ভস্ম,
অন্বেষণ করে বুঝি পতি॥
বদন শারদ শশী, মস্তকে কলঙ্ক মসি,
ধরিয়াছে শিরোরুহ ছল।
হেরে ওষ্ঠাধর ছদ, নিরবাসি কোকনদ,
সে গণ্ড মণ্ডল ঢল ঢল॥
কামেরে কি দিয়া ফাঁকি, নিয়া তার সুখপাখি
কোরেছে কি নাসার বলন।

কিম্বা এই অনুমানি, বুঝি তিলফুল আনি,
নির্ম্মাণেতে বিধির যতন॥
দেখিয়া ভুরুর দাপ, ফণি ফণা পায় তাপ
কামচাপ বুঝি গেল রাখি।
নেত্রে ভরা হলাহল, দৃষ্টে মন টলাটল,
বিনাশে পুরুষ প্রাণ পাখি॥
নবঘন কেশ জাল, পূর্ণচন্দ্র জিনি ভাল,
কপালে বিচিত্র বাস পরি।
পীনতর পয়োধর, রাজীব মুকুল বর,
ক্ষীণ মাঝা তাতে কৃষোদরী॥
নিতম্ব জঘন স্থূল, মহীধর সমতুল,
মনোজ বিনাদে সেই স্থান।
করি কর পরিপাটি, চারি খণ্ড করি কাটি,
উরু ভুজ ধাতার নির্ম্মাণ॥
এরূপ কন্যার রূপ, হেরি সম্বরণ ভূপ,
মোহে গেল ফুলবাণ বাণে।
হারাইল মন জ্ঞান; মলিন তনুর থান,
দ্বিজ কবি সরস বাখানে॥

লঘু চতুষ্পদী ছন্দ।

হেরিয়া সে রূপ, সম্বরণ ভূপ,
নিজকাম কূপ, উথলী ধায়।
কে তুমি কামিনী, কাহার নন্দিনী,
আছ একাকিনী, কাননে তায়॥

স্বরূপে বলনা, ত্যজিয়া ছলন',
কাহার ললনা, হরিলে জ্ঞান।
তোমার শরীর, বুঝি কাম তীর,
করিল অস্থির, আমার প্রাণ ॥
হেরি তোর অঙ্গ, মন নিল সঙ্গ,
যেমন কুরঙ্গ, পড়িল ফাঁদে।
পীঞ্জরের পাখি, প্রাণ হলো নাকি,
গেল ছুটি আঁখি, বদন চাঁদে॥
ও কুচ মণ্ডল, দহে দাবানল,
লাবণ্য গরল, সলীল নয়।
যৌবন সম্পাদে, ফেল প্রেম হ্রদে,
পুরুষের বধে, না কর ভয়॥
আহা মরি২; যৌবনের তরি,
ভাবিছে সুন্দরী, অনঙ্গ জলে।
তাতে মোর মন, প্রমত্ত বারণ,
করি আরোহণ, ভাসিয়া জলে॥
স্থির নহে জল, করি করে বল,
তরি টলং, নাবিক বিনে।
কহি শুন সার, হইবে সুসার,
কর কর্ণধার, এই অধীনে॥
তুমি লো কামিনী, ভুবন মহিনী,
প্রফুল্ল নলিনী, রসের ভরা।
কমলের গন্ধে, অলি মকরন্দে,
মানস আনন্দে, ধাইছে ত্বরা॥

ঘটিল সুযোগ, ঘুচায়ে এ রোগ,
কর উপভোগ, আমার সনে।
বদন ফিরাও, বারেক বাচাও,
জীবন বাঁচাও, অধীন জনে॥
নানা রসে ভূপ, কহে কত রূপ,
মদনে কুভূপ, মগন রসে।
দ্বিজ কবি কহে, নৃপ স্থির নহে,
মোহ হোয়ে রহে, অনঙ্গ বসে॥

পয়ার॥

কামোল্লেখে ভূপতির বচন শুনিয়া।
অন্তর্ধান হোলো কন্যা কিছু না বলিয়া॥
কন্যার বিচ্ছেদে তার শূন্য হোলো জীব।
অচেতন হোয়ে তবে পড়িল পার্থিব॥
নৃপরে মূর্চ্ছিত দেখি থাকি শূন্য ভরে।
গৃহে যাহ রাজা কন্যা কহে উচ্চৈস্বরে॥
কেমনে আলয়ে যাবো কহে নর রায়।
মন প্রাণ মোর তব পীছু পীছু ধায়॥
অধীনের প্রতি দয়া নাহি তব লেশ।
কি জন্যে নিদয় এত না জানি বিশেষ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য রবিকন্যা কয়।
এখন তোমাকে দিই নিজ পরিচয়॥
তপন তনুজা আমি শুন মতিমান।
তপতি বলিয়া রাজা মোর অভিধান॥

রাজা বলে রূপবতি যে হও সে হও।
এ অধীনে আপনার কান্ত করি লও॥
তপতি বলয়ে শুন অজমীঢ়াপত্য।
যে কথা কহিলে তুমি ইহা নহে কথ্য॥
তুমি হোলে মানব দেবতা কন্যা আমি।
অতি অসম্ভব তুমি হবে মোর স্বামী॥
সম্বরণ বলে শুন ভাস্কর দুহিতা।
তোমারে হইতে হবে আমার বনিতা॥
একান্ত ভাবেতে মোর তব প্রতি মন।
তোমার বিচ্ছেদে আমি ত্যজিব জীবন॥
তবে ভূপ প্রতি কহে অরুণ অনুজা।
তুয়া ভজি তুলিব কি কলঙ্কের ধ্বজা॥
রাজা বলে অবগতি করলো সুন্দরী।
নারির কলঙ্ক কিবা হোলে ইচ্ছাবরী॥
কন্যা বলে পিতা যদি হয়েন সম্মতি।
তবে যা বলিলে তাহা হয় নরপতি॥
জনক তোমারে যদি করেন প্রদান।
হইব তোমার জায়া শুন মতিমান॥
ইহা বলি অন্তর্ধান হইল তপতি।
দ্বিজ কবি কহে তপে গেল নরপতি॥

লঘু ত্রিপদী।

অজমীঢ় সুত, হোয়ে দুঃখযুত,
স্বদেশে না গেল আর।

সৈন্যগণে রায়, করিল বিদায়,
তারা গেল রাজ্যাগার ॥
দেশে গেল পাত্র, এক মন্ত্রি মাত্র,
রাখিল আপন সঙ্গে ।
হোয়ে এক মন, আরাধে তপন,
নরপতি নিরাতঙ্কে ॥
দিন অবসানে, ফল মূল আনে,
প্রথমে আহার তাই ।
দ্বিতীয় আহার, হোলো নীর ধার,
অন্য চিন্তা মনে নাই ॥
দেবলোক পালে, পূজে তিনকালে,
ফল ফুল জল দিয়া ।
এক মনে তপ, শংখ্যা লক্ষ জপ,
ধ্যানে জ্ঞান যায় নিয়া ॥
এমতে ভাস্কর, ধ্যায় নৃপবর,
কিছু দিন গত হৈল ।
দেব দিবাকর, তাতে তুষ্টতর,
তথাপি প্রত্যক্ষ নৈল ॥
তবেতো রাজন, করিয়া স্মরণ,
বশীষ্ঠকে তথা আনে ।
কুল পুরোহিত, আসিয়া তুরিত,
বিশেষ বৃত্তান্ত জানে ॥
লইয়া বারতা, দিবাকর যথা,
চোলে গেল তপোধন ।

মার্ত্তণ্ড নিকটে, কহিছে প্রকটে,
যা বলিল সম্বরণ॥
রাজার সাধনে, তুষ্ট ছিল মনে;
মনোবাঞ্ছি ছিল যাহা।
তাহে কৃপাবিষ্ট; হইয়া বশীষ্ট,
আসিয়া কহিল তাহা॥
হোয়ে ওষ্ট চিত্ত, রাজার নিমিত্ত,
নিজ কন্যা দিল রবি।
বসন ভুষণ, অঙ্গে সুশোভন,
ভুবনমোহন ছবি॥
রবিকন্যা লয়ে, মুনি দ্রুত হোয়ে,
নৃপবরে দিল দান।
পাইয়া তপতি, রাজা হর্ষ মতি,
শবেতে সঞ্চরে প্রাণ॥
যেমন চকোর, আনন্দে বিভোর,
হেরি পুর্ণিমার শশী।
সুখেতে মিলন, হইল দুজন,
বিচ্ছেদে হানিয়া অসি॥
দুঃখ গেল দুর, আনন্দ প্রচুর,
জন্মিল উভয় মনে।
এই স্থানে বাস, মদন বিলাশ,
সুখে করে দুই জনে॥
দ্বাদশ বৎসর, ক্রীড়া নিরন্তর,
করিয়া তপতি সঙ্গে।

ভার্য্যা কহ শেষ, স্বদেশে নরেশ,
প্রবেশিল মন রঙ্গে ॥
গর্ব্বে তপতির, এক পুত্র ধীর,
কুরু নামে জনমিল।
ভূমে অনুপাম, কুরুক্ষেত্র নাম,
নিজ পুণ্যে প্রকাশিল ॥
কুরু হৈতে যত, বংশ হোলো কত,
বিস্তার আছে ভারতে।
ভাবি পদ ইষ্ট, কবি কহে মিষ্ট,
পাঁচালি প্রবন্ধ মতে ॥

মন্দোদিনীর শিবারাধনা।

পয়ার।

শ্রবণে তপতির শুনি ইতিহাস।
সখি প্রতি কহে রামা মৃদু মৃদু ভাষ ॥
শুন সহচরিগণ বল যুক্তি সার।
দেব মধ্যে উপাসনা করি আমি কার ॥
রমা বলে শুন ওগো রাজার কুমারি।
রাধা চন্দ্রাবলী আদি যত ব্রজনারী ॥
কাত্যায়নী পূজাকরি কৃষ্ণে পায় পতি।
শিব আরাধিয়া বর পায় উষাবতী ॥
মহেশ আরাধ্যা আদ্যা মহেশানী যিনি।
আরাধিয়া মহেশে মহেশে পান তিনি ॥

শিব কৃষ্ণ এক আত্মা শক্তি ছাড়া নয়।
তিনে এক একে তিন জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব দৃঢ় করি পূজ শম্ভু পদ।
মনের বাঞ্ছিত পাবে বাড়িবে সম্পদ॥
শুনিয়া সখির বোল অজ্ঞানতা টুটে।
এক কালে সব সখি সায় দিয়া উঠে॥
হেন যুক্তি দিল যদি রমা সহচরী।
পরম আহ্লাদি চিত্ত হইল সুন্দরী॥
স্বয়ম্ভু সাধনা হেতু নানা দ্রব্য লয়ে।
সখি সঙ্গে শিবালয়ে চলে দ্রুত হয়ে॥
নৈবেদ্য লইল কেহ নানা উপহার।
বসন ভূষণ যেন সূর্য্যের আকার॥
ধুপ দীপ মধুপর্ক্ক সুশীতল জল।
চন্দন কুসুম মাল্য নব বিল্বদল॥
ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য লয়ে গুণবতী।
যোড়োশপচারে পূজা করে পশুপতি॥
নৈবেদ্যাদি নানা দ্রব্য করে নিবেদন।
করিল মানস পূজা হয়ে এক মন॥
করে করে করতালী গাল বাদ্যোৎসব।
পূজা অবসানে করে ঘন ঘণ্টা রব॥
স্তুতি পাঠান্তরে করে বরের প্রার্থনা।
বলে প্রভু শীঘ্র যেন পুরয়ে বাসনা॥
একরূপে প্রত্যহ কন্যা পূজে ত্রিলোচন।
হর কাছে সদা করে বরের প্রার্থন॥

নায়কের কথা কিছু শুন অতঃপর।
কহিছে উমাচরণ শঙ্কর কিঙ্কর॥

মন্মথের বিবরণ।

পয়ার।

কালীপুরে রূপাঙ্গ নামেতে নৃপমণি।
পরম পৌরুষান্বিত নানাধনে ধনি॥
একছত্রে বসুমতি করিল শাসন।
বহুমূল্য কিরীট কুণ্ডল নৃপাসন॥
অবনিতে মহারাজা যেন পুরন্দর।
পরম ধার্ম্মিক বিষ্ণুভক্তিতে তৎপর॥
এক পুত্র ভূপতির সংসারে বির্জ্জন।
মন্ন্যথ ধরেন নাম রূপ গুণ ময়॥
জানিয়া নরেন্দ্র বৃদ্ধাবস্থা আপনার।
বিচারিয়া মন্মথেরে দেন রাজ্যভার॥
কিছু কালান্তরে রাজা গেলা পরলোক।
হাহাকার শব্দে পুরজনে করে শোক॥
ত্রিয়দশে পিতৃশ্রাদ্ধ কৈল যুবরাজ।
যশেতে পূর্ণিত হোলো অবনির মাঝ॥
মন্মথ হইয়া উপবিষ্ট সিংহাসনে।
সদালাপ করে সদা বন্ধুজন সনে॥
প্রজার পালন আর রক্ষাকরে রাজা।
বিচার পূর্ব্বক রাজা করে রাজকার্য্য॥

দানেতে পূরিল দেশ প্রজা সুখে রয়।
দুষ্ট জনে যমসম দ্বিজ কবি কয়॥

মন্মথের কানন ভোজন।

পয়ার।

একদিন মহারাজা আনন্দিত মনে।
বন্ধুবর্গ সহ চলে কানন ভোজনে॥
অশ্ব আরোহণে রাজা চলিল কৌতুকে।
আশু উত্তরিল গিয়া উদ্যানেতে সুখে।
বনোভূমে সর্ব্বজনে করে উপবেশ।
তন্মধ্যে সুধাংশু তুল্য বসিল নরেশ॥
স্নানকালে গন্ধতৈল মাখে সবেমেলি।
কেহ কেহ সরোবরে করে জলকেলি॥
অ'প জলে থাকি স্নান করিতেছে কেহ।
দাসেতে মার্জ্জন করে নৃপতির দেহ॥
স্নানপরে ইষ্টদেবার্চ্চন করে সবে।
কেহ ভাবে কতক্ষণে জলখেতে হবে॥
কতক্ষণে পূজা সাঙ্গ রাজার হইল।
জলপানি দ্রব্য হেতু অনুজ্ঞা করিল॥
লুচি পুরি ও কৌচুরি আনি দিল পাতে।
দিলেক মোহনভোগ কাচাগোল্লা তাতে॥
বরফি বাদামতক্তি শেষে দিল ক্ষীর।
মহাসুখে খায় সবে হইয়া সুস্থির॥

সতীর চিত্রভানু কাব্য।

মধ্যম সময়ে অন্ন আনে সুপকার।
শাক সুপ অম্বল পায়স পুপ আর॥
ভোজন করিল ছয় রসে সবে সুখে।
আচমন করিয়া তাম্বুল দিল মুখে॥
কেহবা শয়ন কৈল কুসুম শয্যায়।
কেহবা পরম খেলে সেতার বাজায়॥
ঢোলক বাজায় কেহ কেহ ছাড়ে তান।
কোনজনে উপবনে খুসিতে বেড়ান॥
বৈকাল সময়ে ভূপ করেন ভ্রমণ।
স্থানে স্থানে নেহারিছে তরুর শোভন॥
হেনকালে গেল রাজা কদম্বের তলে।
কেমন সুন্দর পুষ্প মৈত্রগণে বলে॥
সেই বৃক্ষে বসি দুটি পক্ষি সুক সারী।
পাখি দেখি বিমোহিত রাজা অধিকারি॥
সুক বলে দেখ সারী কিবা রূপ ধাম।
দেখেছিনু সেই আর এই দেখিলাম॥
তাঁতে এতে মিলন করায় যদি বিধি।
মিলনে শোভিবে ভাল দুই রূপ নিধি॥
রাজাবলে বল বল সুক কি বলিলে।
কি দেখেছ সেই আর এই কি দেখিলে॥
সুকবলে মহারাজ করো অবধান।
হেমাঙ্গ নামেতে ভূপ সরোজেতে স্থান॥
মনোমোহিনী নামে তার কন্যা প্রমোদিনী।
কি কহিব রূপ যেন কামের কামিনী॥

তোমার এ রূপ রাজা সেই রূপে সীমা।
এরূপে জানিবে সেই রূপের মহিমা॥
রাজাবলে কেমন সে রূপ স্থুক বল।
দ্বিজকবি কহে মনো হইল চঞ্চল॥

স্থুক সম্বাদ।

ত্রিপদী।

স্থুক বলে মহাশয়, তার রূপ কথ্যনয়,
সেই রূপ সেই রূপে সীমা।
রসানে মার্জ্জিত স্বর্ণ, সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ,
তনুখানি রতীর প্রতিমা॥
অকলঙ্ক মুখ চাঁদ, কিবা দুটী স্তন ছাঁদ,
কিবা নব ঘন কেশ পাশ।
রঞ্জিত মল্লিকাফুলে, সদাকামি জনে ভুলে,
মদনের হৃদয়ে উল্লাস॥
কিবা নেত্র চল চল, নীরে ভাষে নীলোৎপল,
ভুরুতে ভৎর্সন স্মরধনু।
অধর বন্ধুক ঘটা, সুধাশীক্ত হাস্য ছটা,
পদ্মজনি সুকোমল তনু॥
কামিরে করিতে নাশ, ধরেছে কামের ফাঁস,
ভুজমাত্র এই অভিপ্রায়।
নিতম্ব পীবর তর, কৃষ কটি মনোহর,
হেলে দোলে খেলে মন্দ বায়॥

শুন শুন ওহে ভূপ, হেরিলে তাহার রূপ,
যোগীজনে লেগে যায় ধন্দ।
বসন ভূষণ অঙ্গে- চলে কত রঙ্গে ভঙ্গে,
গজনিন্দি গতি অতি মন্দ॥
যেমন রূপসী সেই, তেমনি রূপক এই,
তার যোগ্য তুমি মহাশয়।
সেই কন্যা তোমা মিলে, তোমাকে তাহারে দিলে
মাণিকে সুবর্ণ জড়া হয়॥
নতুবা পদ্মের মেলা, যেন ভেক সঙ্গে খেলা,
তাবত নিষ্ফল হয় ভৃঙ্গে।
আর দেখ হিরারত্ন, লোকে তারে করে যত্ন,
তাকে ধায় পড়ি মেষ শৃঙ্গে॥
শুনিয়া সুকের বোল, রাজা হোলো উতরোল,
মন তাহে হইল চঞ্চল।
কি মোহন রূপ রাশি, পশিল অন্তরে আসি,
ভুলিবে কি ভুলিল সকল॥
মরমে মরম লাগে, সেই রূপ হৃদে জাগে,
রাজা ভাবে সকলি অসার।
কি রূপে পাইব তারে, এমর্ম্ম সুধাব কারে,
দ্বিজ কবি ভাবিত অপার॥

মন্মথের বিরহ বিষাদ॥

অন্তর্যমক পয়ার।

অস্থির হইয়া গৃহে চলেন মন্মথ।
পশ্চাতে সমর সাজে চলেন মন্মথ॥
পাঠাইল তলবার বেড়ি রাজালয়।
মনো দুঃখে বিচ্ছেদীয় বেড়ি রাজালয়॥
লজ্জা পেয়ে যুদ্ধ নাহি করে ভুপসঙ্গ।
কাম বলে বিরহ যন্ত্রণা ভুপসঙ্গ॥
বিচ্ছেদ তরঙ্গে রাজা দিবানিশী ভাসে।
পাত্র মিত্র সান্ত্বনেতে তোষে মিষ্টভাষে॥
রাজা বলে সুখেচ্ছায় যাইনু আরাম।
আরাম করিতে হত হইল আরাম॥
অন্য অন্য অনল নির্ব্বাণে হয় জলে।
বিরহ বাড়বানল জলে আরো জ্বলে॥
কেবলে শীতল মন্দ বহে সদাগতি।
মোর হৃদে বজ্রহানি করে সদাগতি॥
একে হৃদাকুল অধিকন্তু পীকরবে।
তাতে ভৃঙ্গ রবে প্রাণ কি রূপেতে রবে॥
ক্ষমাকর কর পুটে বলি হীম কর।
অগ্নিতুল্য কর তব নহে হীম কর॥
নানা রত্নে নানা ধনে হই আমি ধনি।
তথাপি নির্ধন অতি বিনা সেই ধনী॥
সুখ অলি ছিল মোর হৃদি পদ্ম দলে।
বিচ্ছেদ মাতঙ্গে এবে বল করি দলে॥

আমার আদেশ বহ চতুরঙ্গ বল।
তথাচ আমারোপরে কাম করে বল॥
সাবধান হও প্রাণ ফুলশার শরে।
পায়ে ধরি তবু নাকি ফুলশার সরে॥
যে রূপ কহিল স্থক ধন্য সেই নারী।
সে প্রেয়সী বিনা আমি রহিবারে নারি॥
সে কন্যা কমল প্রায় আশা মোর বিশ।
সে মধু বিহীনে মনে সব লাগে বিষ॥
জাগ্রত স্বপনে কিবা হেরি তার রূপ।
ভবে পার দ্বিজ কবি ভাবে এইরূপ॥

মনোমোহিনীর বিরহ ও বসন্ত বর্ণনা।

পয়ার।

এখানে বিচ্ছেদাগুণে কন্যা সদা দহে।
অবলা সরলা প্রাণে জ্বালা কত সহে॥
এইরূপ বিরহেতে শীত গত হয়।
সময় পাইয়া ঋতু বসন্ত উদয়॥
বসন্তের আগমনে কামিনী বিকল।
কান্ত হেতু মনে উঠে মদন গরল॥
এক দিন মনোমোহিনী সখি গণ মেলি।
উদ্যানে চলিল সবে করিবারে কেলি॥
বসন্তের আগমনে যত তরু গণ।
ফল ফুল দলে শাখা অতি সুশোভন॥

বসন্ত ভূপতি বুঝি হোলো বনোভূমে ।
শিরে ধরে হেমছত্র কেশর কুসুমে ॥
করিছে শিরীষ পুষ্প চামর ব্যজন ।
হেরিতে ব্যাকুল হোলো কামিনীর মন ॥
ফুল্ল হয়ে নিশীগন্ধা উড়ায় পতকা ।
বিকচ মল্লিকা রূপে সলজ্জিত রাকা ॥
বিরহিণী বিনাশেতে মল্লিকার কলি ।
শুভাচার হেতু শঙ্খ বাদয়ত্ত অলি ॥
সূর্য্যমুখী কমল বিমল শোভা করে ।
বায়ুর সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে বিহরে ॥
সন্তরে কুসুমতর গোলাবের দল ।
হরি ভ্রমরার মন করে টল মল ॥
আমোদে লবঙ্গ লতা ফুটেছে করুণ ।
কামিনী করিতে নাশ কন্দর্পের ভূণ ॥
মালতী চম্পক চারু পলাশ কাঞ্চন ।
জাতি যুথি যবা গন্ধরাজ সুশোভন ॥
কৃষ্ণচুড়া কেতকী কিংশুক রক্তবক ।
প্রস্ফুটিত কুরুণ্টক দ্রোণা ভূচম্পক ॥
দোলন কস্তুর কিম্বা পিবষ্টি পুর্ণাগ ।
বিরহিণী হৃদয়েতে দংশে যেন নাগ ।
শালমুলী সেউতি সুন্দর শীলিমুখ ।
অসোক অপরাজিতা বাসক বন্ধুক ॥
সুগন্ধিত গন্ধরাজ গুলাল পারুল ।
স্মর আগমনে ফুটে কদম্ব বকুল ॥

॥ ৫ ॥

রামা বলে ফুলগণ কাম পারিষদ।
সকলে কি হোলে রত করিতে স্ত্রী বধ॥
নকিব ঝঁকারে যন কোকিল ভ্রমর।
গন্ধ বহ মন্দ মন্দ গতি নিরন্তর॥
সারী শুক মুখে মুখে মদন লালস।
স্থানে স্থানে পক্ষিগণ ভুঞ্জে কত রস॥
বসন্তের শোভা বুকে লাগে যেন শূল।
দ্বিজ কবি কহে রামা হইল আকুল॥

—⊶—

ললীত প্রবন্ধ ছন্দ।

ফুটিল নানা ফুল, জুটিল অলিকুল,
ছুটিল সুকুসুম পুঞ্জে।
মজিল মধুপানে; সঘনে মাতি গানে,
সগণে গুণু গুণু গুঞ্জে॥
গৌরবে ভরা দেহ, সৌরভে মজে কেহ,
রৌরব ঘটিল প্রকটে।
রমণী ঐ ছলে, অমনি ক্রোধে বলে,
এমনি ঘটয়ে লম্পটে॥
মধুপ শুন শুন, অনুপ তব গুণ,
লোলুপ তুমি হে নিতান্ত।
বনোজ মধু খেয়ে, মনোজ গুণ গেয়ে,
সরোজে ত্যজিতে সুবান্ত॥
শুনরে শুন পীক, গুণেতে ততোধিক,
নিপুণ তুমি হে এ রঙ্গে।

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

হুঙ্কারে তোর আর, ঝঙ্কারে ভ্রমরার,
টঙ্কারে কোদণ্ড অনঙ্গে ॥
আলিরে শুন বলি, ঢালিছে বিষ অলি,
জ্বালিছে কোকিল কৃষাণু।
নির্দ্দয় মনোসীজ, হৃদয় সরোসীজ,
দহয় ভাবিয়া সে স্থাণু ॥
কিসেতে বাঁচে বালা, বিষেতে দেহ জ্বালা,
বিষেতে বসন্ত অরীষ্ট।
দহিছে কামবল, বহিছে অশ্রুজল,
কহিছে দ্বিজ কবি মিষ্ট।

—•○•—

পয়ার।

কামিনী কাতরা অতি পেয়ে কামজ্বালা।
ফুল গন্ধে অধিকন্তু দহে নৃপবালা ॥
শুন হে তমালতরু শুন হে অশোক।
তোমা সবাকার মূলে স্নিগ্ধ হয় লোক ॥
অভাগিনী হেরি সবে হোলে প্রতিকুল।
দল শ্রেণী রক্তস পাবক পরি তুল ॥
রসাল মুকুল তুমি বরিষ আগুণ।
কাম নৃপ ছত্র দণ্ড বকুল প্রসূন ॥
কেশর তাহাতে ছত্র কামিনীর কাল।
হোয়েছ মদনাশন অরবিন্দ জাল ॥
ধোরেছ কামের কেশ তুমি হে শিরীশ।
এই হেতু অবলারে দহ অহর্নিশ ॥

বুঝিনু চম্পক কলি তব অভিপ্রায়।
অনঙ্গ অঙ্গুলি হোয়ে বিনাশ আমায়॥
খরতর স্মর নখ তুমি হে কিংশুক।
বিদারিছ বিরহিনী কামিনীর বুক॥
মদন দানাকৃতি কুন্তের বিকাশ।
কেতকী হইয়া দন্ত মোরে কর গ্রাস॥
শুন নিদারুণ যবা শুন হে বন্ধুক।
কামের অধর হোয়ে প্রসারিছ দুখ॥
শুন হে করুণ তুমি বড় নিদারুণ।
হানিতেছ ফুলবাণ হোয়ে কামতূণ॥
হোয়েছ রজনীগন্ধা কামের নিশান।
এই হেতু নিশী দিবা দহ মোর প্রাণ॥
নাগের ঈশ্বর তুমি নাগেশ্বরস্ফুট।
সেই গুণে অঙ্গে মোর লাগে কালকূট॥
সকলে বিপক্ষ কি হে হইলে আমায়।
দ্বিজ কবি কহে তবে ডাকিবে কাহার॥

ত্রিপদী।

কন্দর্প কটক যত, করিছে কামিনী হত,
অধিকন্তু মলয়া সমীর।
গন্ধযুক্ত স্নিগ্ধ গতি, দেহে লাগি রূপবতী,
কামশরে হইল অস্থির॥
রামা বলে গন্ধবহ, কি হেতু আমারে দহ,
কি অহিত করেছি তোমার।

নাহি মোর প্রাণনাথ, সদা হান বজ্রাঘাত,
হইলে কি কৃতান্ত আমার॥
মলয় শীখরে রঙ্গে, থাকহ ভুজঙ্গ সঙ্গে,
তুমি বহ্নি বহ্নিসখা বায়ু।
এহ ধর্ম্ম চাই রাখা, হোয়ে বিষানল মাখা,
বিনাশ করিহ মোর আয়ু॥
শুন হে মকরধ্বজ, ক্ষম অতিরিক্ত অঙ্গজ,
ধরি আমি দুজনার পায়।
কামিনী করিলে বধ, বল পাবে কি সম্পদ,
হিংসা কৈলে হিত নাহি তায়॥
শুন ওহে রতিরাজ, ত্যজহ সমর সাজ,
আমি বালা পতি বিনা শব।
দেখ তব বৈরী নয়ী, আমারে হইলে জয়ী,
বল দেখি পাবে কি বিভব॥
শুন ওহে হীমকর, তোমায় কীরণ খর,
হীমকর কে বলে তোমায়।
তা হোলে এমন কেন, লাগে দাবানল হেন,
নিরবধি রহ মোর গায়॥
সুধাকর তব নাম, নিতান্ত আমারে বাম,
দেখ মোর জ্বলে কামানল।
এইতো তোমার কায, তাতে তুমি দ্বিজরায়,
ঘৃত দিয়া করিছ প্রবল॥
শুনগো সন্তাপ সখী, যে দিক যখন লখি,

কবি কহে চল ঘর, ভব যবে দিবে বর,
সেই দিন ক্লেশ হবে অন্ত ॥

শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ।

সে গুণমণি, বিহীনে ধনী। হৃদয়ে দংশিছে বিচ্ছেদ ফণী।
সখীকে বলে, পদ না চলে। বিরহ হুতাশে শরীর টলে।
সখিরা স্নেহে, আনিয়া গেহে। চন্দন মাখায় তাহার দেহে।
যাতনা জানি, উদক আনি। ধৌত করাইল বদন খানি।
বিরহাগুণে, কামিনীখুনে। বাড়িছে তাহাকে আঠারোগুণে ॥
শুনলো আলী, কোথায় পালি। শরীরেতে দিলি গরল ঢালি।
সজনী শুন, মদনাগুণ। মনোপরে ধরে স্বকীয় গুণ।
কিহোলো মরি, ধরানা ধরি। ধরণা ধরণা ও সহচরী ॥
সখিরা ভাবে, তার অভাবে। নিতান্ত ইহার জীবন যাবে ॥
বলোক্তি হবে, উপায় ভবে। রাণীর নিকটে চললো সবে।
কতেক জ্বালা, সহিবে বালা। ভেবে ভেবে দেখ শরীর কালা।
উমাচরণ, চট্ট ব্রাহ্মণ। রাণীকাছে কহে মিষ্ট বচন ॥

রাজ মহিষীর প্রতি সখীগণের উক্তি।
দীর্ঘ চতুষ্পদী।

ধনীর মরম জানি, সখীগণ অনুমানি,
যথাছিল রাজরাণী, তথাসবে যাইয়া।
নিবেদয়ে পুটপাণী, শুন মাগো শুন বাণী,
[illegible]

মন্মোহিনী তব কন্যা, রূপে গুণে মান্যা ধন্যা,
তাহার দুঃখের জন্যা, নাভাবিলে কিছু গো।
তিনি যেই ধীরা মেয়ে, তবু এত দুঃখ পেয়ে,
আছেন তোমারে চেয়ে, না রবেতো পীছু গো॥
হইয়া বল্লভহীন, বিরহিণী চিরদিন,
ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ, অন্ন জল রুচে না।
ক্রমে মরম ভেদ, কালে করে কামে ছেদ,
কান্তবিনা জন্মেক্ষেদ, দাতোনাতো ঘুচে না॥
যৌবনে যাতনা যত, স্মরে করে প্রাণ হত,
তোমারে কি কব কত, তুমি কি তা জান না।
কাল আপনার বেলা, কেমন কামের খেলা,
মেয়েরে করহ হেলা, এবে বুঝি মান না॥
শুনিয়া সখীর বাণী, মৌন যুক্ত মুখ খানি,
লজ্জাপেয়ে রাজরাণী, কহে গিয়া রাজারে।
শুন দেখি মহারাজ, কেমন তোমার কায;
কহিবারে পায় লাজ, কি কহিব তোমারে॥
এতবড় মেয়ে হয়, বল কার ঘরে রয়,
না হইল পরিনয়, বালা ভাসে দুখেতে।
মন্মোহিনী স্বর্ণলতা, হইল যৌবন গতা,
তবু তার বিয়াকথা, নাহি আনো মুখেতে॥
কন্যাকাল বহির্ভূত, হইল স্বধর্ম্মচ্যুত,
পিতৃলোকে ক্রোধযুত, আর খেদ্যমান হে।
যদি হয় রজ যোগ, কুলে ভুঞ্জে পাপরোগ,
পিতৃলোকে অপভোগ, করে রক্ত পান হে॥

তুমিতো পৃথিবী পতি, বুঝহ কর্ম্মের গতি
আমি কি বলিব অতি, অল্পবুদ্ধি নারী জে।
করতুমি সুবিচার, যাতে হয় প্রতিকার,
দ্বিজ কবি কহে আর, সহিতে না পারি জে।

সয়ম্বরা উদ্যোগ।

লঘু ত্রিপদী।

শুনি রাণী মুখে, রাজা মহা দুঃখে,
বাহিরেতে দিলা বার।
পাত্রে ডাকাইয়া, ভাট আনাইয়া;
জানাইল সমাচার॥
করিল লিখন, নিজ বিবরণ
সয়ম্বরা সবিশেষে।
লইয়া লিখন, যত ভাটগণ,
চলি গেল নানা দেশে॥
অঙ্গ বঙ্গ রাষ্ট্র, কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র,
মল্লভূমী মিথিলায়।
দ্রাবিড় মদ্র, মাণ্ডব্য মগধ,
মহারণ্যে দূত যায়॥
কৈকের কেরল, চলিল সিংহল,
কুরুক্ষেত্র কামরূপে।
কিরাত কর্ণাট, গিয়া সব ভাট,
সমাচার দিল ভূপে॥

বিরাট পঞ্চাল, চলে দূত জাল,
জানায় কম্বোজে আসি।
গয়া অযোধ্যায়, দ্বারিকাতে যায়,
মথুরা প্রয়াগ কাশী॥
কালীপুরে শেষ, করিল প্রবেশ,
নরেন্দ্র মন্মথ যথা।
ভূপের নীধন করিয়া অর্পন,
জানায় সব বারতা॥
শুনি নরপতি, হরষিত মতি,
পুলকিত হোলো অঙ্গ।
দ্বিজ কবি কয়, চল রসময়,
মনোদুঃখ হবে ভঙ্গ॥

মন্মথের সরোজ নগরে যাত্রা।

পয়ার॥

রাজাবলে কি কহিলে বল ওরে দূত।
শুনিতে শীতল মম হোল অন্তভূত॥
আশার বাড়িল অঙ্গ জুড়ালো জীবন।
করিব সরোজ পুরে ত্বরিত গমন॥
মনে মনে নৃপতির পরম উল্লাস।
সত্বরে যাইতে হবে হেমাঙ্গ সকাস॥
যদি মোরে সেই কন্যা মাল্য দান করে
পাবো স্বর্গাধিক সুখ পৃথিবী ভিতরে॥

এত ভাবি যুবরাজ স্নান আচরিয়া।
দৃঢ় মনে ইষ্ট আর শ্রীকৃষ্ণে অর্চ্চিয়া॥
গললগ্নি কৃত্তবাস যুড়ি দুই হাত।
একান্ত ভাবেতে স্তুতি করে নরনাথ॥
হে কংসারি হে মুকুন্দ হে মধুসূদন।
কিঙ্করে করুণা কিছু করো বিতরণ॥
বাঞ্ছা কল্পতরু নাম দীন দয়াময়।
এ অধমে যেন কিছু কৃপাদৃষ্টি হয়॥
কমলা সেবিত তব চরণ কমল।
ভক্ত রক্ষা হেতু লীলা জগতে নির্ম্মল॥
প্রহ্লাদে করিলে রাজা দৈত্য করি হত।
ব্রজে ব্রজাঙ্গনার পুরালে মনোরথ॥
তুমি নিত্য নিরাকার আদ্য নিরঞ্জন।
কৃপা করি কর মম সংশয় ভঞ্জন॥
হেন মতে স্তুতি যদি কৈল নরনাথ।
হইল আকাশ বাণী শুনে অকস্মাৎ॥
সত্বর গমন করো বাঞ্ছা সিদ্ধি হবে।
শুনিয়া মন্মথ ভাসে পুলক অর্ণবে॥
হরি পদাম্বুজে করি বহু প্রণিপাত।
গমন সাজন ত্বরা করে ক্ষিতিনাথ॥
আপনি মন্দুরা মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
বাছিয়া উত্তম বাজী লইল নরেশ॥
নানা পরিচ্ছদে করে আপনার সজ্জা।
শোভা হেরি ফুল শরাসন পায় লজ্জা॥

অশ্ব আরোহণ রাজা করে ত্বরা করি।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি কহিল শ্রীহরি॥
অশ্বের হেরিয়া বেগ তারার ত্বরাস।
ক্রমে গিয়া উত্তরিল সরোজ নিবাস॥
অবিশ্রাম গমনে নৃপতি পরিশ্রান্ত।
নিকটে উদ্যান এক দেখে নরকান্ত॥
বিরাম কারণে করে আরামে প্রবেশ।
রচিল উমাচরণ ভাবি হৃষিকেশ॥

উদ্যান বর্ণন

রসাবলি ছন্দ।

ক্ষিতি তলে উজ্জল বিনোদ বিপীনং।
মধ্যোদেশে মুনিজন মতি উদাশীনং॥
জাতি যুথি মল্লিকা মালতি কদম্বং।
তমাল তরু শ্রেণী তাল পরিলম্বং॥
সরোবর সুন্দর শোভে চারি ভিতে।
সরোজ বিকশিত ভুবন মোদিতে॥
বহন্তি সমীরণ নানা ফুল গন্ধং।
বর সুখ অর্জ্জুনে গতি অতি মন্দং॥
শত শত গাঁম্ভারী কত দেবদারু।
বিকশিত চম্পক গোলাব সুচারু॥
নির্ম্মল সলীলে কমল দল শোভা।
মধুকর আবলী তাতে মনো লোভা॥

কল কল কোকিল গুণু গুণু গুঞ্জং।
কুসুম সুশোভিত দ্রুম লতা পুঞ্জং॥
সরোবরে ক্রীড়তি হংসিনী হংস।
ডাহুক কারন্ডব সারসের বংশ॥
নৃত্যতি খঞ্জন শিখি শিখি বনিতা।
শুক সহ সারিকা অতি হরষিতা॥
উল্লাসে বঞ্চতি রতি উপযোগী।
সতত কামানলে দহত্ত বিয়োগী॥
ফুটতি কুসুম চয় হৃদয়ত সেলং।
মলয় সমীরণে বিগলিত চেলং॥
নরপতি মন্মথ তরুতল বসতে।
ফুল্লভাবে ফুল উপহাসে হসতে॥
অন্তগত রিপু নহি নহি দূরং।
জ্বলতি মলয়া নীলে মানস পুরং॥
ভণতি শ্রীউমাচরণ প্রবন্ধং।
রসিক মনোহর রসাবলী ছন্দং॥

নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শন।

পয়ার॥

উদ্যানে উল্লাস হস্ত কৈল বান ফুলে।
বিরহে অধৈর্য্য ভূপ বৈসে তরু মূলে॥
একালেতে মনোমোহিনী লয়ে সখীগণ।
শিবালয়ে পূজাহেতু করিল গমন॥

বৃক্ষের তলেতে হেরি শশীর উদয়।
চমকিত হোয়ে ধনী সঙ্গিনীরে কয়॥
একি একি রূপ সখী কর নিরীক্ষণ।
দেখহ প্রত্যক্ষ ইহা দেখিনু স্বপন॥
যে রূপ অন্তরে মোর জাগে নিরবধি।
হেরিতে ও রূপ সিন্ধু ধায় নেত্র নদী॥
মন্মথ রাজকন্যারে করি দরশন।
তনু হোলো পুলকিত গেল অাঁখি মন॥
কদম্ব কুসুমাকার শীহরিছে তনু।
দেখিতে দেখিতে অঙ্গে বাড়ে মনোজনু॥
কান্তে হেরি কামিনীর মন টল টল।
ডগমগ তনু রসভরে চল চল॥
দিকর্ত্তন হেরি যেন সুখি কমলিনী।
শশী হেরি যেন প্রফুল্লিত কুমদিনী॥
উভয়ের রূপে মগ্ন উভয়ের মন।
পরস্পর প্রেমফাঁদে লইল বন্ধন॥
উভয়ের সঙ্কেত বিবাহ এই স্থানে।
দুই জন জানে মাত্র অন্যে নাহি জানে॥
পরস্পর মনোমালা বদল হইল।
দেখা দেখি হইতে অক্ষিতে অক্ষি নিল॥
মরম বসন পরস্পর পরিধান।
কামদেব আপনিই করে কন্যা দান॥
এই রূপে দুইজনে হইল মোহিত।
শিবপূজা করে রামা হোয়ে এক চিত॥

॥ ঔ ॥

পূজা সাঙ্গ করি তবে যায় ধীরে ধীরে।
যায় যায় নাথ পানে চায় ফিরে ফিরে॥
শরে বদ্ধ কুরঙ্গিনী দেখে যেই মত।
তদ্রুপ রামার চক্ষু নিমেষ নিহত॥
চলিতে না চলে পদ গদ গদ কায়া।
বলে মনে হবো লো উহার আমি জায়া॥
প্রাণ রাখি শূন্য দেহ লয়ে ধনী যায়।
রচিল উমাচরণ মিষ্ট রচনায়॥

মনোমোহিনীর ইচ্ছাবরী।

পয়ার।

এখানে হেমাঙ্গ নৃপ করে আয়োজন।
করয়ে অপূর্ব্ব সভা বিবাহ কারণ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি যত রাজাগণ।
ক্রমে ক্রমে সকলেতে দিল দরশন॥
হেনকালে আইলা মন্মথ মূর্ত্তিমান।
হেরিয়া আপনি রাজা করয়ে সম্মান॥
সিংহাসনে বসিল যুবক ক্ষিতিপাল।
বকের সভায় যেন শোভিল মরাল॥
হেমাঙ্গ সভায় ভূপ হেন শোভা করে।
রূপের ছটাতে ঘোর অন্ধকার হরে॥
মনে ভাবে রাজাগণ পণ্ডশ্রম সত্য।
এই পাবে বরমাল্য বুঝিলাম তথ্য॥

ওখানে হেমাঙ্গ পুত্রী করিয়া সুবেশ।
সভা মাঝে রূপবতী করিল প্রবেশ॥
শশিমুখী সখী নিল কুসুমের মালা।
সভা মধ্যে সৌদামিনী সহ ভূপবালা॥
কন্যা হেরি সর্ব্ব জনে হলো চমকিত।
হেরিতে হেরিতে হলো নয়ন স্থকিত।
রাজাগণ অভিমুখে কন্যা উপনীত।
সখী পরিচয় দেয় কন্যার বিদিত॥
পদ্মিনীর মন কি ভ্রমর বিনা চায়।
ঘন বিনা চাতকিনী অন্যে নাকি ধায়॥
সকল ভূপতিগণ অতি দুঃখে ভাসে।
সখী লয়ে গেল তারে মন্মথের পাশে॥
নারায়ণ সন্নিধানে লক্ষ্মী পান শোভা।
রতিপতি হেরিয়া রতির মন লোভা॥
দরিদ্র হেরিয়া যেন বহু প্রাপ্য ধন।
বারি হেরি ধায় যেন পিপাশিত জন॥
সেই রূপ নিজ নাথে হেরিয়া কামিনী।
পুলকে কম্পিত কায়া যেমন দামিনী॥
করে নিয়া ফুলমালা মহা কুতুহলে।
প্রদান করিল বরমাল্য বরগলে॥
অধমুখে রাজাগণ পেয়ে অপমান।
দ্বিজ কবি কহে সবে করিল প্রস্থান॥

গাত্রে হরিদ্রাদি প্রদান।

পয়ার।

মহা সুখে মন্মথেরে দিয়া বরমালা।
গমন করিল তবে নৃপতির বালা॥
মন্মথ পাত্রেতে যদি কন্যা স্বয়ম্বরা।
বিবাহ উৎসাহে তবে রাজা দিল ত্বরা॥
শুভদিন জানি ভূপ কন্যা বরপাত্রে।
কহিলা হরিদ্রা দিতে উভয়ের গাত্রে॥
হরিদ্রা ও তৈল লয়ে কুলাঙ্গনাগণ।
রাজ অঙ্গে মাখাইতে করিল গমন॥
বরের হেরিয়া রূপ নারীগণ যত।
দাঁড়াইয়া রহে সবে বুদ্ধি হোয়ে হত॥
[illegible] অ[illegible]গ ভানু মদিরা নায়িকা।
দাঁড়াইয়া রহে যেন চিত্র পুত্তলিকা॥
[illegible] অঙ্গে যখন যার পড়িল লোচন।
[illegible] সাধ্য সে অঙ্গ হৈতে হইবে মোচন॥
অনঙ্গের রঙ্গে সব রমণী অধরা।
হস্ত হৈতে গেলে পোড়ে হরিদ্রা কটরা॥
কারো কর হৈতে পোড়ে গেলে তৈলবাটী।
মদালসে খসে কারো পরিধেয় সাটী॥
কাছে থাকা হোলো ভার মাখাবে কি অঙ্গে।
উথলিয়া পড়ে সুখ কামের তরঙ্গে॥
মনোভবে মনেতে করিয়া সম্বরণ।
নৃপাঙ্গে হরিদ্রা তবে দিল রামাগণ॥

পরদিন প্রভাতেতে উঠে নরপতি।
অধিবাসে আয়োজন করে শীঘ্রগতি॥
রাজার মহিষী তবে কন্যারে সাজায়।
হেরিয়া মোহন বেশ কাম মোহ যায়॥
বিচিত্র বসন আর নানা অলঙ্কার।
ঝলমল করে যেন তড়িত আকার॥
শুদ্ধাচারি হোয়ে রাজা বসে নান্দিমুখে।
পূজিলা গণেশ গৌরী কেশবে কৌতুকে॥
ষোড়শ মাতৃকা ষষ্ঠী মার্কণ্ডে অর্চিলা।
কন্যাভালে ছোঁয়াইলা মহি গন্ধ শীলা॥
ধান্য দুর্ব্বা ফল পুষ্প গোরচনা দধি।
স্বস্তিক সিন্দূর শঙ্খ আর সর্ব্বৌষধি॥
সিদ্ধার্থ কজ্জল আর রজত কাঞ্চন।
ঘৃত দীপ পূর্ণ পাত্র চামর দর্পণ॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে রাজা হোয়ে আনন্দিত।
পূজে পিতৃলোক গণ বিধির বিহিত॥
করেতে বান্ধিল সূতা যেমত বিধান।
আরোপি কদলীতরু করাইলা স্নান॥
এরূপে কন্যার কৈলা গন্ধাদি বাসন।
ততোধিক বরের নিয়ম সমাপন॥
গোধূলি হইল লগ্ন সর্ব্ব দোষ হীন।
আগমন কৈলা বর যুবক নবীন॥
দোথণ্ড মৃদঙ্গ ঢোল কাড়াপড়া কাঁসি।
বাজিছে রসোনচৌকী কপিনাষ বাঁশী॥

বরেরে বসায় রাজা মছলন্দোপর ।
রচিল উমাচরণ সারদা কিঙ্কর ॥

পানি গ্রহণ বর্ণনা ।

লঘু ত্রিপদী ।

কুল পুরোহিত, বিধির বিহিত,
পীঠোপরে বসাইলা ।
বরেরে বরণ, করিয়া রাজন,
বস্ত্র অভরণ দিলা ॥
বলে পুরোহিত, করহ ত্বরিত,
স্ত্রী আচারে যাহ লয়ে ।
যেন মহাশয়, বিলম্ব নাহয়,
লগ্নপাছে যায় বয়ে ॥
তবে মহারাজ, নিজ পুর মাঝ,
লইয়া চলিল বরে ।
দেখি মহীপালে, থাকিয়া আড়ালে,
নারীরা লোকন করে ॥
হেমঝারি হাতে, সুর্প কার মাথে,
রাণী সঙ্গে কত বালা ।
[illegible] ঠুল, জ্বালিয়া বিপুল;
কেহবা বরণ ডালা ॥
রাজরাণী রঙ্গে, নারীগণ সঙ্গে,
বরে ঘরে আনন্দিত ।

কন্যাঙ্করে আনিয়া, উলু উলু দিয়া,
করে যথা বিধি নীত ॥
ছাউনি নাড়িয়া, উভয়ে হেরিয়া,
উভয়ের মনটলে।
স্ত্রী আচার পরে, বাহিরেতে বরে,
বন্ধুগণে লয়ে চলে ॥
কন্যারত্ন খানি, সভামাঝে আনি,
রাজা করে সম্প্রদান।
জয় জয় রব, মহা মহোৎসব,
দ্বিজে করে বেদ গাণ ॥
প্রদক্ষিণ পরে, দৃষ্টি পরস্পরে,
বদল করিল মালা।
হুহু বাদ্যনাদে, দ্বিজে গ্রন্থিবাঁধে,
বরসহ বর বালা।
করে ধরি পুঁথি, করে লাজাহুতি,
বিধান প্রমাণে সব।
শত শত ঢোল, মন্দিরা মাদোল,
শিঙ্গাবেণু শংখরব ॥
উলু উলু দিয়া, বর কন্যা নিয়া,
বাসরে বসায় রাণী।
শ্রীউমাচরণ, ভাবি নারায়ণ,
বলে মধুরস বাণী ॥

দম্পতীর স্বদেশে গমন।

পয়ার।

পরম আনন্দে হোলো বিবাহ সম্পন্ন।
ভুঞ্জিল সঙ্গীর নৃপ পরমান্ন অন্ন ॥
বাসরে ভূপতি সহ ভূপাল বালিকা।
পরিহাস করে রামাগণ সুরসিকা ॥
বিবাহ বাসর রঙ্গে সুখে নরনাথে।
বিদায় মাগে মন্মথ উঠিয়া প্রভাতে ॥
রাজার রমণী তবে কন্যা কোলে করি।
গদ গদ ভাসে কহে তার থুঁতি ধরি ॥
মায়াতে মোহিতা রাণী শোকাকুল দেহ।
স্বভাবত জানে সবে অপত্যের স্নেহ ॥
বর দিলা যৌতুক করিয়া পুরস্কার।
নানা বস্ত্র রথ হস্তি বস্ত্র অলঙ্কার ॥
শ্বশুর শাশুড়ী পদে করি প্রণিপাত।
সঙ্গে স্ত্রী সহ চলিলেন নরনাথ ॥
বাজে জগঝম্প ঢোল খোল খরতাল।
কাঁহালা মন্দিরা বীন বেণু সুরসাল ॥
আগে আগে নহবত বাজিছে টিকারা।
মধুরি বলকি শঙ্খ দোখরি দোতারা ॥
মধুর সংগীত কেহ গায় কাছে কাছে।
মদালসে রঙ্গে ভঙ্গে বারাঙ্গণা নাচে ॥
ত্বরিত গমন কৈল বিদায় হইয়া।
নিজপুরে নরপতি উত্তরিল গিয়া ॥

পুরজন সকলেতে আনন্দিত হয়।
বরণ করিয়া বর কন্যা ঘরে লয়॥
নিয়মিত কুলাচার কর্ম্ম যত ছিল।
এয়োগণ তাহা সব সম্পূর্ণ করিল॥
জ্ঞাতি বন্ধু স্বজনেতে পায় মহাহ্লাদ।
ধান্য দুর্ব্বা শিরে দিয়ে করে আশীর্ব্বাদ॥
বরকন্যা হেরি করে নয়ন সফল।
বলে কি শোভিল এ ইন্দ্রাণী আখণ্ডল॥
পুরজন সকলেতে পাইল উৎসাহ।
দ্বিজ কবি কহে হোলো বিবাহ নির্ব্বাহ॥

পদ্মিনীর ফুলশয্যা ও বাসর বর্ণন।

ত্রিপদী।

ফুলশয্যা পরদিবা, রাজার উৎসাহ কিবা,
বলে নিশী যায় কতক্ষণে।
তাবে পদ্মিনীর বঁধু, কতক্ষণে পাবে মধু,
নিদ্রানাই ভাবে তাই মনে॥
ছদণ্ড থাকিতে রাত্র, নৃপতি তুলিয়া গাত্র,
ভৃত্যগণে করেণ স জাগ।
পুরীর মার্জ্জনা করে, কেহ যায় কার্য্যান্তরে
কেহ থাকে নৃপতির কাগ॥
নারীগণ কুতুহলে, কন্যারে সাজাতে চলে,
ভুষণীয় নানা দ্রব্য লয়ে।

কিবা সে রূপের ছাঁদ, যেন ষোলকলা চাঁদ
নেহারে নয়ন স্থির হয়ে॥
সুগন্ধিত তৈল দিয়া, দিল কেশ আঁচড়িয়া,
বান্ধিয়ে কবরী মনোহর।
মল্লিকা মালায় শোভা, গুঞ্জে ভ্রমে মধু লোভা,
দিল ভালে সিন্দূর সুন্দর॥
বিচিত্র দুকূল অঙ্গে, পরাইয়া মনোরঙ্গে,
পরাইল নানা আভরণ।
ভূষাভূষ্য রূপ যার, ভূষণে কি করে তার,
সাধমত দিল নারীগণ॥
হৃদয়েতে মণিহার, অপরূপ শোভা তার,
যেন মেরু শৃঙ্গে তরঙ্গিণী।
ঝলমল কর্ণফুল, আলো করে কর্ণমূল,
রবি ছবি ধরিল রঙ্গিণী॥
নাসাগ্রে নোলক দোলে, যেন তারা শশীকোলে
স্থিতি পাতি তারার প্রকাশ;
একে রক্তাধর ভাগ, তাতে তাম্বুলের দাগ,
পুরাইতে পতির প্রয়াস॥
রতন কঙ্কন করে, দামিনীর প্রভাধরে,
শোভিছে বলয়া পৈঁছে তায়।
ভুজে ভুজ বন্দ রত্নে, বাজুবন্দ অতি যত্নে,
নবরত্ন তাতে শোভাপায়॥
নিতম্বেতে চন্দ্রহার, কিবা কব সে বাহার,
রসিকের রসে মন হরে।

নানা অভরণ পায়, ঝুম ঝুম করে তায়,
উদয় করিতে পঞ্চশরে ॥
একেতো রূপের শেষ, তাহাতে করিল বেশ,
হেম বদ্ধ যেন করি রদ ।
হেরি রাজা হৃদোল্লাশে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
কহে দ্বিজ কবি গদ গদ ॥

পয়ার ।

নানা রঙ্গে সখীগণ করে আয়োজন ।
কুঙ্কুম কস্তুরি চুয়া অগুরু চন্দন ॥
ফুলময় শয্যা খানি পর্য্যঙ্ক উপর ।
তার চারি ভিতে দিল ফুলের ঝালর ॥
ফুলের মশারি তথি ফুলে উপাধান ।
ফুলের চামর কিবা রচে বিদ্যমান ॥
নানা ফুলে অলঙ্কার রচিয়া বিশেষ ।
কামিনীর করাইয়া দিল ফুল বেশ ॥
থালা ভরি রাখে কুসুমের মালা গাঁথি ।
অশনীয় সামগ্রী রাখিল নানা জাতি ॥
ইক্ষু শসা রম্ভা ডাব নারিকেল জল ।
পাকাজাম রসাল কেশুর পাণিফল ॥
জম্বির পেয়ারা পেঁপে আতা সুমধুর ।
আদাকুচি সহকারে মুগের অঙ্কুর ॥
মাখন মিছিরি মেওয়া দধি ক্ষীর তাজা ।
ঘনদুগ্ধ কাঁচাসর আর সর ভাজা ॥

ছানা লুচি ছানা পানা আর তার পিঠা।
অমৃত জিনিয়া আস্বাদন যার মিঠা॥
সন্দেশ বাদামতক্তি আর ক্ষীরপুলী।
বরফি ক্ষীরের গোল্লা রাখে কত গুলি॥
মণ্ডা মুণ্ডী ছানা বড়া চিনি রস ভরা।
রাখে মনোহরা সে ভুবন মনোহরা॥
রাখে কাংনি গজা মজাদারি পানিতোয়া।
গরম পাঁপড় ভাজা লুচি মালপোয়া॥
কিস্‌মিস্‌ বাদামাদি মেওয়া বাটি পুরি।
মগদ মোহনভোগ খাস্তার কৌচুরি॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আদি খাদ্য যত।
স্বর্ণপাত্র পুরি সখী রাখে মনোমত॥
মনোহর খিলি বানাইয়া সহচরী।
রাখে সাজাইয়া কনকের বাটা ভরি॥
রাখিল জোয়ানি ধন্যা গুবাক প্রচুর।
জাতিফল এলা লঙ্গ জইত্রী কর্পূর॥
পাতরিয়া চুন কেয়া খদিরাদি করি।
সর্ব্ব দ্রব্য প্রস্তুত করিল সহচরী॥
এইরূপ সখীগণ কৈল আয়োজন।
দ্বিজ কবি কহে হোলো নিশা আগমন॥

লঘু-ত্রিপদী।

ভাবিছে রাজনে, দুখে কতক্ষণে,
সমাগত যামিনীর।

হৃদি নভে শশী, পাইব প্রেয়সী,
উথলিবে প্রেমনীর ॥
এমন সময়, নিশীর উদয়,
রবি গেলা অস্তগিরি।
কুমুদ প্রকাশে, কামিনীর পাশে,
রাজা চলে ধিরি ধিরি ॥
যত সখিগণ, আসিয়া তখন,
নৃপেরে সেবন করে।
চামর ব্যজন, করে কোনো জন,
কেহ ভাষে সমাদরে ॥
সিদ্ধোদক আনি, চরণ দুখানি,
ক্ষালন করায় কেহ।
মৃগ মদরুজঃ, আনি মলয়জ,
মাথায় করিয়া স্নেহ ॥
আনিয়া সঙ্গিনী, প্রেম তরঙ্গিনী,
বসাইল তার বামে।
যেন কাদম্বিনী, মধ্যে সৌদামিনী,
শোভাইল রাধা শ্যামে ॥
সহচরী তায়, চামর ঢুলায়,
রসে কহে রসভাষ।
কেহ করে ঠাট, নাগরীর নাট,
কেহ করে পরিহাস ॥
নীরেন্দ্র মুখছটা, খুলিয়া ঘোমটা;
বলে দেখ দেখ মুখ।

দ্বিজ কবি কয়, সব সখিচয়,
এ রূপে করে কৌতুক ॥

—৩৩—

বিহারোদ্যোগ ।

মালতী ছন্দ ।

কামের সমীপে কি রতিকে গেল রাখিয়া ।
আড়িপাতে সখিগণ বাহিরেতে থাকিয়া ॥
কাছে কান্তা হেরি ভূপ কামাশক্ত হইল ।
বদন চুম্বন করি কোলে তুলে লইল ॥
পতিকর স্পর্শে ধনী থর থর কাঁপিছে ।
লাজে নত চন্দ্রানন ঘন বাস ঝাঁপিছে ॥
চির বিরহিত ভূপ বলে একি প্রেয়সী ।
অলিকে কি মধুদানে লাজ করে সারসী ॥
কত বা সহিব আর দহে ফুলবাণেতে ।
সহেনা সহেনা ব্যাজ সহেনাকো প্রাণেতে ॥
বিগলিত করে রাজা হৃদয়ের দুকুলে ।
করে ধরে যুগল উন্নত কুচ মুকুলে ॥
পুলকে পূর্ণিত হোয়ে তবে নব নায়িকা ।
পতিপ্রতি কহে কথা পতিপ্রীতি দায়িকা ॥
কি কর কি কর নাথ এত ব্যস্ত কেনেহে ।
আমরি কি করো ঠাট ছাড় ছাড় বেনেহে ।
নিদয় হৃদয় তব মোর অঙ্গে লাগিছে ।
অতি তাপে বুঝি মাঝে দুখাসুর জাগিছে ॥

কান্তা প্রবোধিয়া তবে কহে কান্ত বল্লভ।
শুভ হেতু কুচকুম্ভে দিল কর পল্লব॥
জ্রশাখা তোমার অতি সুমঙ্গল কারণ।
হোয়েছে যৌবন তব কন্দর্পের বারণ॥
মদনের আগমন হবে আশু তরলো।
উরুদ্বয় রম্ভা তরু আরোপণ করলো॥
পতিবাক্য শুনি ধনী মৃদু মৃদু হাসিয়া।
পুলক অর্ণবে তনু তরি যায় ভাসিয়া॥
ঈষদ কটাক্ষ করি কহে শুন বঁধুহে।
ত্বরিতে করিলে পান ফুরাইবে মধুহে॥
অনলের মুখেতে কি ঘৃত থাকে কঠিন।
মধুকর ছাড়ে নাকি ফুল্লতর নলিন॥
কথায় কথায় রতিরসে দোঁহে মজিল।
শ্রীউমাচরণ চট্ট এই রূপ রচিল॥

প্রচ্ছন্ন বিহার।

একাবলী ছন্দ।

রমণ কথন সে কথা নয়।
রসিকানুরোধে কহিতে হয়॥
বুঝ বুঝ বুঝ ভাবক ভূপে।
দোঁহার বিহার প্রচ্ছন্ন রূপে॥
বিধু কমলিনী একই ঠাঁই।
বিপরীত রীত বিরাগ নাই॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

সরোজ উপরে খঞ্জন নাচে।
চকোর পড়িল চাঁদের সাঁচে॥
চুম্বক পাষাণে নিশান রাখি।
চুম্বিত লালেতে প্রবাল নাকি॥
কল্পদ্রুমদ্বয় আবেশে ছাঁদা।
উভয় বিরুতে উভয়ে বাঁধা॥
ধরেছে তাহাকে চতুর দল।
সুখের কুসুম রতির ফল॥
মদন পবনে সুস্থির নয়।
সদত কম্পিত বিটপীদ্বয়॥
সঘনে হেলয়ে খেলয়ে রায়।
কভু বা পল্লব মুকুলে ধায়॥
আশ্চর্য্য কি দেখ সে তরুবরে।
শশধর আধারে শকতি ধরে॥
তলস্থলে দুটি মরাল স্বর।
উর্দ্ধেতে ডাকিছে কোকিলবর॥
অলির ঝঙ্কার সঘনে কত।
শ্রবণে করিল শ্রবণ হত॥
প্রচণ্ড পবন যাইল দুর।
ফলের গৌরব হইল চুর॥
শ্রীউমাচরণ রচিল ইহা।
তথাপি দোঁহার না পূরে স্পৃহা॥

প্রণয় বর্ণনা।

পয়ার।

রতিশ্রান্তে নরপতি বারি দিলা মুখে।
জলপানি উপভোগ খাইলেন সুখে॥
প্রেয়সীর সহকারে তাম্বুল ভক্ষণ।
সুজনে সুজনে মেলা অতি সুলক্ষণ॥
বদন হেরিয়া ভূপ রতি অনুরাগে।
কামিনীকে বসাইল নিজ কোল ভাগে॥
মজিয়া অনঙ্গ রসে মনে মহা সুখ।
হাস্য পরিহাস কত কহিব কৌতুক॥
কামরসে মাতিয়া কামিনী রসাধান।
পতিপ্রতি করে চুম্ব আলিঙ্গন দান॥
বিরহ সন্তাপে দোঁহে জ্বালাতন ছিল।
প্রেম সরোবরে এবে আনন্দে ডুবিল॥
রতিরূপ পঙ্কজ হইল ফুল্লতর।
মধুপানে মাতিল মদন মধুকর॥
সুখ হংসাবলী তাতে সুখে ক্রীড়া করে।
যুবক যুবতী দোঁহে আনন্দে বিহরে॥
কামের কৌতুকে কামিনীরে করি কোলে।
রতিরঙ্গে নিশি সাঙ্গ রাজা অঙ্গ তোলে॥
প্রাতঃকৃত্য সাঙ্গ করি নিজ কাযে যায়।
পাত্র মিত্র আদি সবে আইল সভায়॥
রাজকাযে গেল দিবা সমাগত নিশী।
ওথা পথ নিরখিয়া আছয়ে মহিষী॥

কতক্ষণে নাথের হইবে আগমন।
রাখিল প্রহরি করি যুগল নয়ন॥
হেনকালে পতি আসি ত্বরিতে মিলিল।
দীনে ধন মীন যেন সাগরে পশিল॥
একপে বঞ্চয়ে নিশী মদন আবেশে।
বিচ্ছেদাদি কুলক্ষণ গেল দুরদেশে॥
আশারূপ তরুবরে ধরিল সুফল।
আস্বাদন করিয়া মানস টলমল॥
প্রেমানন্দে এই রূপে দম্পতি ভাসিল॥
শ্রীউমাচরণ নব কাব্য প্রকাশিল॥

রাজার ও রাণীর কানন বিহার এবং রাজার প্রতি

ব্রহ্মশাপ ও ব্রাহ্মণের প্রতি রাণীর শাপ।

পয়ার॥

শুক বলে শুন জ্ঞানসিন্ধুর নন্দন।
পশ্চাৎ ঘটিল যাহা তার বিবরণ॥
এই রূপে কিছুকাল নাগরী নাগরে।
মনোসাধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে॥
এক দিন মনোমোহিনী মন্মথেরে বলে।
ইচ্ছা হয় ভ্রমিবারে কানন মণ্ডলে॥
হেমন্ত হোয়েছে অস্ত উদয় শিতান্ত।
রম্যস্থলে বিহারিতে বাসনা নিতান্ত॥

প্রেয়সীর মনোসাধ পূরাতে নরেশ।
বলে প্রিয়ে তবে আজি করহ সুবেশ॥
পতির আদেশে সতী প্রফুল্ল হইল।
ত্বরাকরি মনোলোভা সুসজ্জা করিল॥
একেত নবীনা তাহে রূপে সৌদামিনী।
পতি সঙ্গে চলে রঙ্গে যেন মাতঙ্গিণী॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নৃপ প্রেয়সীর সনে।
উপনীত হইলেন এক তপোবনে॥
কুসুম কানন সেই অতি মনোহর।
নানা জাতি-ফল ফুলে শোভিত সুন্দর॥
গোলাব চামিলী জাতি চম্পক টগর।
সেঁউতি রজনীগন্ধা বকুল সুন্দর॥
মৃদু মৃদু বহিতেছে মলয়া পবন।
সৌরভে মোহিত করে মদনের মন॥
ডালে বসি পীক গণ ডাকে কুহুরবে।
ঝঙ্কারি ভ্রমর ভ্রমে কুসুম সৌরভে॥
তাহার মাঝেতে গিয়া নবিন রাজন।
নারী সঙ্গে রসরঙ্গে করেন রমণ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে দশনে দশনে।
বিহার করেন দোঁহে মাতিয়া মদনে॥
পৌলব নামা ঋষি, যাঁর সেই স্থান।
প্রাতে উঠে গিয়াছিলা করিবারে স্নান॥
পূজা জপ সাঙ্গ করি দিবা অবসানে।
উপস্থিত হইলেন নিজ বাস স্থানে॥

দূরে থাকি দেখি ঋষি মত্ত দুইজনে।
প্রজ্জলিত হইলেন ক্রোধ হুতাশনে॥
নিষ্ঠুর বচনে কন মন্মথের প্রতি।
কে তুই আমার স্থানে ওরেরে দুর্ম্মতি॥
বক্ষ কল নহে তো তোর আপনার পাপে।
মৃত কলেবর হবি মম অভিশাপে॥
শুনিয়া অবনি পতি প্রমাদ গণিল।
মুনির চরণে আসি দম্পতি ধরিল॥
বিনয়ে নৃপতি স্তব করেন তাঁহারে।
বিপ্রের মহিমা প্রভু কহিতে কে পারে॥
ক্ষিতিযুগে বিপ্ররূপে বিষ্ণুর উদয়।
দেবগণ হোতে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ হয়॥
গঙ্গার সমান তীর্থ নাহি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণের সমান দেব নাহি দেব গণে॥
বৈষ্ণবেতে শিবসম কে আছে উত্তম।
সংক্ষেপেতে কেহ নাহি হয় ধরা সম॥
সত্যের সমান ধর্ম্ম নাহিক কোথায়।
নাহি কেহ পতিব্রতা জানকীর প্রায়॥
দৈব সম বল নাহি পুত্র সম প্রিয়।
গুরুর সমান পূজ্য কে আছে দ্বিতীয়॥
নাহি কেহ বন্ধু জেষ্ঠ ভ্রাতার সমান।
প্রাজ্ঞ পিতা সম নাহি মিত্র কৃপাবান॥
একাদশী সম ব্রত তপে অনশন।
বিদ্যা ধন সম তুল্য নাহি কোনো ধন॥

সেই রূপ সুর নর আদি যত জন।
বিপ্রের সমান কেহ না হয় গণন॥
বেদেতে বিধাতা ইহা করিলা প্রকাশ।
পৃথিবীতে সর্ব্বজন ব্রাহ্মণের দাস॥
যে জন ব্রাহ্মণ গুরু নয়নে দেখিয়া।
নমস্কার না করেন সম্ভ্রম করিয়া॥
কালসূত্র নরকেতে হয় তার বাস।
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগণে প্রকাশ॥
এ হেন বিপ্রের বাসে আমি করি বাস।
যেমন ভুজঙ্গ গৃহে মণ্ডূকের বাস॥
কাননে আসিয়া কভু না করি বিহার।
কি জানি কুবুদ্ধি আজ হোলো দোঁহাকার॥
শাস্ত্রোক্ত বচন কিছু না ভাবিয়া মনে।
কামিনীর সহ কেন আইলাম বনে॥
বিশেষ তোমার বন কেমনে জানিব।
জানিলে সর্পের মুখে কর কেন দিব॥
কামে মত্ত হোয়ে তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়া।
কুকর্ম্ম কোরেছি আগু পিছু না ভাবিয়া॥
তুমি জ্ঞানি ক্ষমাবান তপস্বি মহান্ত।
কৃপাকরি কৃপাকর, ক্রোধে হও শান্ত॥
নৃপতির স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ।
মনে ভাবে সামান্য না হবে এইজন॥
ধ্যানকরি পরে জানিলেন মুনিবর।
অন্য কেহ নহে সরোজের মণ্ডধর॥

তখন হইয়া ঋষি খেদান্বিত অতি।
সবিনয়ে কহিলেন মহারাজ প্রতি॥
আপনি রাজাধিরাজ কেমনে জানিব।
জানিলে আপনা প্রতি শাপ কেন দিব॥
রাণী বলে করি প্রভু দয়া বিতরণ।
মহারাজে শাপ হৈতে করহ মোচন॥
তুমি জগতের গুরু ওহে দয়াময়।
লঘুপাপে গুরু দণ্ড উচিত তো নয়॥
মুনি বলে মম বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
ক্ষণ কাল মধ্যে রাজা হবেন পতন॥
এত শুনি মনোমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে।
তখনি মুনির প্রতি লাগিলা কহিতে॥
পতিরে যেমন দিলে বিনা দোষে শাপ।
তোমায় শাপিব আমি হবে নাহি পাপ॥
বধিতে উদ্যত জনে করিতে বিনাশ।
পণ্ডিতেরো নাহি পাপ শাস্ত্রে সুপ্রকাশ॥
মম শাপে বাক্য লোপ হউক তোমার।
কার সাধ্য মম বাক্য খণ্ডিবারে আর॥
পুন কভু দিতেপারি পতির জীবন।
তবে বাক্যস্ফুর্ত্তি তব হইবে তখন॥
সতী শাপ শুনে মুনি অবাক হইয়া।
চিন্তিত অন্তরে গেলা কুটিরে চলিয়া॥
শাপে মুক্ত হোতে তপ জপ আরম্ভিলা।
[illegible] লাগিলা॥

মহারাজের যোগাবলম্বনে জীবন ত্যাগ।

পয়ার।

ব্রাহ্মণের শাপ শুনি মন্মথ রাজন।
ষটচক্র ষোল নাড়ি ভেদি সেইক্ষণ॥
মুলাধার স্বাধিষ্ঠান মনিপুর পরে।
অনাহত বিশুদ্ধা আর আজ্ঞা নাম ধরে।
এই ষটচক্র ষোল নাড়ি অবিধান।
একে একে কহি শিষ্য কর অবধান॥
ঈড়া সুষুম্না মেধা পিঙ্গলাখ্যা শুনি।
সর্ব্বজ্ঞান প্রদা আর মনঃ সংযমনী॥
বিশুদ্ধা বিরুদ্ধা আর বায়ু সঞ্চারিণী।
বুদ্ধি সঞ্চারিণী জ্ঞান জৃম্ভনকারিণী॥
তেজঃ শুক্র বল পুষ্টিকরি, প্রাণধারিণী।
সর্ব্ব প্রাণ হরা পুনর্জীবন কারিণী॥
এই দ্বাবিংশতি ভেদ করি শীঘ্রগতি।
মনঃ সহ হংস ব্রহ্মরন্ধ্রে করি স্থিতি॥
এইরূপ যোগ করি মুহূর্ত্ত থাকিয়া।
অনাহতে আপন আত্মা দিল সমর্পিয়া॥
গলের স্ফটিক মালা লইয়া করেতে।
জপিতে লাগিল বিষ্ণু নাম অক্ষরেতে॥
পশ্চিমে চরণ রাখি পূর্ব্বদিকে শির।
অন্তরে স্মরিয়া হরি ত্যজিল শরীর॥
তারিণীর শ্রীচরণ হৃদয় কমলে।
পূজিয়া পূজক শ্রীউমাচরণ বলে॥

রাণীর কাননে বিলাপ।

গদ্য

মনোমোহিনী পতির মৃত্যুরূপ বজ্রাঘাতে অচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মন্মথের মৃত দেহ ক্রোড়ে নিবেশিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হা! নাথ, কি হইল, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, হৃদয় এত দিনে কি জানিতে পার নাই যে পুরুষের মন পাষাণ হইতেও কঠিন, পুরুষের আত্মপর বিবেচনা নাই, দয়া নাই মমতা নাই. প্রাণনাথ উঠ উঠ, আর নিরপরাধিনী কুলকামিনীকে ক্লেশিত করিও না, একবার বিশাল নয়নে বীক্ষণ কর, হতভাগিনী মনোমোহিনী পিতা মাতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণ লইয়াছিল, এক্ষণে শরণাগতকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পলায়ন পর হওয়া উচিত নয়, একেবারে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল, এক্ষণে হতাশ, ঈর্ষা, বৈধব্য যন্ত্রণা রশ্মিদ্বারা চিরকাল ক্লেশিত করণেও সম্ভাবিত হইল. এক্ষণে জীবন বিফল, প্রাণনাথ, অধিনীকে কি দোষে পরিত্যাগ করিলে, বুঝি পূর্ব্বেকার অপমান মনে পড়িয়াছে তজ্জন্য এতক্ষণ ম্রিয়মাণ রহিয়াছ, প্রেমাবেশে কত মান, কত ছল, কত বল, কত দোষ করিয়াছি তাহার প্রতিফল প্রদানার্থ বুঝি এ অধীনীকে একাকিনী কানন মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিলে? প্রাণেশ! আমি তোমার অধিনী, অতএব দাসীপ্রতি দয়া কোরে একবার গাত্রোত্থান কর, হা, প্রাণ বল্লভ! তুমি এ দাসীকে

প্রণয় বাক্যেতে সর্ব্বদা কহিতে যে তোমার সহিত কখনও বিচ্ছন্ন হইবেনা, এক্ষণে সে কথা অন্যথা করিয়া কোথায় গমন করিলে, প্রাণকান্ত, ও চাঁদমুখে দিবানিশি" বলিতে যে, প্রেয়সি, "তোমাকে হৃদয়মন্দিরেস্থান দিয়াছি এ কথা যদ্যপি যথার্থ হইত তবে আমার দেহ কি কারণে পতন হইল না, এক্ষণে অধিনী বুঝিতে পারিল যে নারীর মন প্রতারণা করিয়া ভুলাইতে হায়, হায়, প্রিয়নাথ তোমার চাঁদমুখ আর এ অধিনী দেখিতে পাইবেনা, রমণীর কঠিন জীবনকে ধিক, এখনও তোমার বিহনে বাঁচিয়া আছি, ওরে পাপকারিণ প্রাণ এখনও প্রাণেশ্বর অভাবে আমার দেহেতে রহিয়াছ, তোমার তুল্য নির্লজ্জিত আর কেহই নই, এইক্ষণে প্রাণপতির পশ্চাৎ গমন কর, ওরে চক্ষু, প্রাণনাথকে হারাইয়া আর কাহাকে দর্শন করিতেছ এইক্ষণে মুদিত হও। ওরে পদ এখানে কিজন্যে দণ্ডায়মান আছ, যে পথে প্রাণনাথ গমন করিয়াছেন, সেইপথে আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, নাথ উঠ উঠ একবার অধীনীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, নাথ অধিনীকে দয়া কোরে একবার গাত্রোত্থান কর, হে বনবাসী বিনিদ্রিত পক্ষিগণ তোমরা একবার অনুগ্রহ করিয়া নাথকে গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি কর, হে প্রাণেশ্বর, ক্রমে রজনী নিজ গাঢ় তিমীর দ্বারা বনস্থালী ব্যাপিত করিতেছ, অদূরে পেচক কুলের অমঙ্গল ও দুষিত চিৎকার দ্বারা এমন রমণীয় বনস্থালীও শ্মশানবৎ বোধ হইতেছে, বৃক্ষ পতিত

শুষ্ক পত্র রাশী মর্ম্মর শব্দে অদূরস্থিত গিরিগুহায় প্রতি ধ্বনিত হইতেছে এবম্বিধ সময়ে কুলকামিনীকে বনমধ্যে অসহায় রাখা কর্ত্তব্য নয় অতএব উঠ উঠ একবার অধিনীকে দর্শন কর হা! এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করি মন! শান্ত হও বিপদ সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করিও না শোকাবেগ সম্বরণ করত সুযুক্তি যুক্ত উপায়ের পন্থা কর, এক্ষণে শিবের শরণ লও। ইহা কহিয়া মন্মোহিনী শিবের স্তব করিতে লাগিলেন।।

মন্মোহিনী কর্ত্তৃক শিব স্তুতি।

তোটক ছন্দ।

নম শম্ভু সুরেশ স্মরান্ত কারী।
শশী অর্দ্ধ পীনাক ত্রিশূল ধারী॥
তুমি বিশ্বনাথ প্রভু বিশ্বপতি।
আমি কিঙ্করি হে তব গৌরিপতি॥
তব চিন্তিত হে নহি অন্য জন।
পদ পদ্মে তব মম চারু মন॥
তবে রুষ্ট কেন, হোয়ে তুষ্ট তর।
ঘোর শঙ্কটে শঙ্কর ত্রাণ কর॥
ত্রিপুরান্তক অন্তক শঙ্কা হর।
সুর কিন্নর বন্দিত অংঘ্রিবর॥
তব বন্দন ইন্দ্রক মোক্ষ দাতা।
তোমা ভিন্ন নহে সুরে শক্ত ধাতা॥

কৃপা কল্পতরু নাম অল্প নহে।
নিজ ভক্তে কেন এত নির্দ্দয় হে॥
এ প্রপন্নে প্রসন্নে রাখ চরণে।
তোমাভিন্ন নাহি জানি অন্যজনে॥
কুরু দাসীরে কিঞ্চিত কৃপাদান।
নহে শঙ্কর শঙ্কটে যায় প্রাণ॥
ঘোর আপদে বিপদে রক্ষ ভব।
উমাচরণ করুণাশ্রয়ী তব॥

রাণীর সহিত মন্ত্রির সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে রাজ্য ভার দেওয়া।

পয়ার।

এই রূপে সতী করে শিবের স্তবন।
হেনকালে পূর্ব্ব দিকে উদয় তপন॥
কুক্কুট কাকেতে করে কলরব ধ্বনি।
নাথের বিরহে হায় হায়! করে ধনী॥
এখানেতে রাজমন্ত্রি নামে সত্যাশন।
ভাবিতে লাগিল রাজী ভূপের কারণ॥
গত কল্য মহারাজ মহিষীর সনে।
বিহারার্থে গিয়াছেন নির্জ্জন কাননে॥
এখনো হলোনা কেন পুনরাগমন।
বুঝিবা হইল কোনো বিপদ ঘটন॥

এতেক ভাবিয়া তবে মন্ত্রি বিচক্ষণ।
বনে গিয়া করেন তাঁহার অন্বেষণ॥
অবশেষে উপনীত হইলেন তথা।
রাজরাণী হায় হায় করিছেন যথা॥
দেখিয়া শুনিয়া সব সত্যাশ্রম ধীর।
রাজার শোকেতে অতি হইলা অস্থির॥
মনোমোহিনী মন্ত্রিবরে করি দরশন।
দ্বিগুণ শোকেতে আরো কোরেন ক্রন্দন॥
অনন্তর মন্ত্রিবর ধৈর্য্য ধরি মনে।
রাণী প্রতি কহিছেন প্রবোধ বচনে॥
ক্রন্দন করিলে মাগো পাবেনা রাজারে।
দৈবাধীন হয় যাহা খণ্ডিতে কে পারে॥
অতএব আর মাগো কোরোনা ক্রন্দন।
রাজদেহ লয়ে কর গৃহে আগমন॥
অনন্তর তদ্বিষয়ে যা হয় বিহিত।
রাজ্যেতে যাইয়া করা যাবে সুনিশ্চিত॥
মন্ত্রিরে কহেন সতী খেদান্বিত মনে।
যাবনা যাবনা মন্ত্রি আর নিকেতনে॥
ছার রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
যদি বিধি হরিনিল পতি রত্ন ধন॥
আমার প্রতিজ্ঞা শুন মন্ত্রি বিচক্ষণ।
যদি কভু দিতে পারি পতির জীবন॥
তবে পতি লয়ে গৃহে করিব গমন।
নতুবা এ দেহ হেথা করিব পতন॥

অতএব শুন মন্ত্রি আমার বচন।
তুমি গিয়া কর এবে প্রজার পালন॥
রাণীর আদেশে মন্ত্রি অস্থির হইয়া।
মনোদুঃখে আইলেন গৃহেতে চলিয়া॥
কাহাকে না কহি রাজমৃত্যু সমাচার।
পিড়ীত আছেন রাজা করিলা প্রচার॥
অনা সিংহাসনে বসি সত্যাশন ধীর।
প্রজার পালন করে হইয়া সুস্থির॥
চিন্তামণি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শ্রীউমাচরণ কাব্য করিল রচন॥

মনোমোহিনীর প্রতি এক যুবকের কটূউক্তি
এবং তাহার প্রতি মনোমোহিনীর উক্তি।

পয়ার।

শুক বলে শুন শুন ব্রাহ্মণ নন্দন।
তদন্তরে যাহা যাহা হইল ঘটন॥
রাজরাণী মন্ত্রিবরে করিয়া বিদায়।
একাকিনী শব লয়ে রহিল তথায়॥
কি করিবে কোথা যাবে না পায় উপায়।
কেবল নাথের লাগি করে হায় হায়॥
বক্ষে শব বনমধ্যে কেন্দ্রে মনোমোহিনী।
রূপেতে করিয়া আলো যেন সৌদামিনী॥

বিধি যারে বাম তার পদে পদে দায়।
কোথা হৈতে যুবা এক সেই পথে যায়॥
হঠাৎ দেখিল সেই আশ্চর্য্য কামিনী।
যেনো রূপ মেঘে যেন খেলিছে দামিনী॥
সুস্থির যৌবনা চারু চম্পক বরণা।
শরদ পূর্ণেন্দু মুখ পঙ্কজ লোচনা॥
বৃহন্নিতম্ব তার পীণ পয়োধরা।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে পীতবস্ত্র পরা॥
এই রূপ তার রূপ দেখিয়া দুর্ম্মতি।
মদনের বাণে হোলো পীড়াযুক্ত অতি॥
তেজরাশী প্রকাশিছে সতী কলেবরে।
নিকটে যাইতে সাধ্য না হোলো অন্তরে॥
অন্তরে থাকিয়া কয় মোহিনীর প্রতি।
শব কোলে কোরি বসে কে তুমি যুবতী।
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কিম্বা মানবি হইবে।
স্বরূপ বচনে ধনী আমারে কহিবে॥
মনোমোহিনী বলে বাপু কি শুনিবে দুঃখ।
মন্মথ রাজার রাণী বিধাতা বিমুখ॥
যুবা বলে মম প্রতি হইয়া সদয়।
শবেরে ফেলিয়া চল আমার আলয়॥
উজ্জল কনক জিনি কিবা তব কায়া।
দুঃখ দুরে যাবে এসো হবে মোর জায়া॥
মনোমোহিনী যুবকের হেন বাক্য শুনি।

আগে ভেবেছিনু তুমি ধার্ম্মিকা সুজন।
এখন জানিনু আমি তোমার মনন ॥
জ্ঞান হীন হোয়ে যেই পর পত্নী হরে।
যায় সেই কুম্ভিপাক নরক ভিতরে ॥
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাবধি তাহা কোরি ভোগ।
চণ্ডালের ঘরে জন্মে জন্মে কুষ্ঠরোগ ॥
ভ্রষ্টাস্ত্রীর ভোগ হয় ঘোর কালচক্র।
যাবৎ করেন রাজা অষ্টাদশ শক্র ॥
পরে আসি জন্মলয় চণ্ডালের ধাম।
এত কহি মন্মোহিনী হইলা বিরাম ॥
সুর কয় ওকথায় ভুলিনে যুবতী।
তোমারে যাইতে হবে আমার সংহতী ॥
সহজে না যাও যদি আমার আলয়।
বলে ধরি লোয়ে যাবো কারে করি ভয় ॥
মনোমোহিনী ভাবে একি দুঃখোপরে দায়।
প্রাণ যায় নাহি ডরি পাছে ধর্ম্ম যায় ॥
জানিতো দৈবের পর বল নাহি আর।
অসাধ্য সাধন হয় নামে কালীকার ॥
এত ভাবি কালীকার স্তব আরম্ভিল।
দূরে থাকি দুরাশয় শুনিতে লাগিল ॥
কালীকার পদযুগ হৃদয় কমলে।
পুজিয়া পুজক শ্রীউমাচরণ বলে ॥

মনোমোহিনী কর্ত্তৃক কালীকার স্তব।

ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ।

নমস্তারিণী ত্রিপুর ত্রাণ কর্ত্রী।
নমশ্চণ্ডিকা চণ্ড দুর্দণ্ড হর্ত্রী॥
হরী দুষ্কৃতি দুর্ম্মতি দুঃখ হরা।
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥
নমঃ সুরেশী শিবে শূল হস্তা।
নমঃ সৃষ্টি কর্ত্রী নমঃ ছিন্ন মস্তা॥
নম শক্তিরূপা নম শূন্যাকারা।
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥
নম কুন্তলা কুণ্ডলা মুণ্ডমালী।
নম উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা করালী॥
শ্মশানী মশানী ত্রিসংসার সারা।
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥
নমস্তে মহাবৈষ্ণবী বিশ্বমাতা।
মহাদৈত্য শুম্ভ নিশুম্ভ নিপাতা॥
নম নিত্যরূপা নিরাকারা কারা॥
শুভদে শুভদে শুভদে মা তারা॥

সর্পাঘাতে যুবকের প্রাণত্যাগ।

পয়ার।

হেনমতে করে সতী স্তব কালীকার।
[illegible]

এই কালে সেই স্থলে এলো এক ফণী।
স্থলপদ্ম গজ আভা মাথে জ্বলে মণি॥
রাগেতে ফোঁপায় ফণা করিয়া ধারণ।
সরত্তের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন॥
দেখিতে দেখিতে সেই সর্প তৎক্ষণাৎ।
যুবকের পায়ে গিয়া করিল আঘাৎ॥
এইরূপে করি সেই দুষ্টের দমন।
দ্রুত বেগে খুড়পাদ করে পলায়ন॥
ভুজঙ্গ দংশিল যুবা করি দরশন।
কি হইবে কি করিবে ভাবিছে তখন॥
কিন্তু সে বিষম বিষে লোমে জ্বর জ্বর।
ক্রমেতে অবশ হোল তার কলেবর॥
পরিশেষে দুরাশয় গেল যমালয়।
দ্বিজ কাধ কহে যথাধর্ম্ম তথাজয়॥

মনোমোহিনীর দেবতাদিগকে শাপদানোদ্যম।

পয়ার।

গুরু বলে প্রিয় শিষ্য কর অবগতি।
অতঃ পর যা করিল মনোমোহিনী সতী॥
হৃদয়ে ধরিয়া পতি শব সেই বনে।
পড়িয়া রহিল নিবা নিশী অচেতনে॥
রাত্রিকালে রক্ষা করিলেন নারায়ণ।
প্রভাতে উঠিল সতী পাইয়া চেতন॥

শ্রীকৃষ্ণে স্মরণ করি কহেন সুন্দরী।
তুমি জগন্নাথ স্বামি জগৎ ভিতরি॥
জগত পালন ভার আছয়ে তোমায়।
কি হেতু বঞ্চনা প্রভু করহ আমায়॥
কি কর্ম্মে আমার কান্ত গেল কোথাকারে।
কোন স্থানে কার হাতে অর্পিলে আমারে॥
জগতে যতেক মূঢ় আছে নিত্যানন্দ।
বিয়োগে শকট ভাবে সংযোগে আনন্দ॥
বিষয় ঐশ্বর্য্য ভোগ নশ্বর যথার্থ।
আপন ইচ্ছায় ত্যজে কেবল সুধার্থ॥
তার সাক্ষী যত সাধু জগত ভিতরে।
ত্যজিয়া ঐশ্বর্য্য তব পদ ধ্যান করে॥
কিন্তু প্রভু যদি কেহ অন্য কোন জন।
ঐশ্বর্য্যের ভোগে অন্যে করয়ে বঞ্চন॥
তবে সে বঞ্চিত জন পায় বড় দুখ।
স্বইচ্ছায় ত্যাগ বিনা নাহি হয় সুখ॥
অতএব এমত বঞ্চিতা দাসী প্রতি।
আমার বাঞ্ছিত অন্য দেহ শ্রীপতি॥
ইন্দ্রত্ব দেবত্ব মোক্ষ নাহি চাই আমি।
চতুর্বর্গ হৈতে শ্রেষ্ঠ দেহ মম স্বামী॥
তুমি জগতের নাথ ওহে নারায়ণ।
এইক্ষণে দেহ মম পতির জীবন॥
অন্যথা এখনি শাপ দিব তোমা প্রতি।
শাপ দিয়া তোমারে এখনি প্রজাপতি॥

বিনা শিব তোমার এ সৃষ্টি অধিকার।
ওহে শম্ভু জ্ঞান লোপ করিব তোমার॥
ওহে ধর্ম্ম তোমার করিব ধর্ম্ম লোপ।
ধর্ম্মের যমত্ব অদ্য করিব বিলোপ॥
এইরূপে মন্মোহিনী মহা সাধ্বী সতী।
কহিলেন কোপ করি সর্ব্বদেব প্রতি॥
এত কহি শাপ দিতে উদ্যতা হইয়া।
চন্দ্রপ্রভা নদী তীরে গেলেন চলিয়া॥
পতি শব বক্ষে করি হোলো উপনীত।
দেখিয়া দেবতাগণ হইল কম্পিত॥
চলিলেন দেবগণ অগ্রে করি বিধি॥
উপনীত হৈলা তীর ক্ষীর পয়োনিধি।
করেন বিষ্ণুর স্তব যত দেবগণ।
পুটপাণি হোয়ে কহে শ্রীউমাচরণ॥

দেবতা কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তুতি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

তুমি নিরাকার শূন্য, তুমিহে আকার পূর্ণ,
দীনবন্ধু দয়াময় হরি।
আকাশ পাতাল ভূমি, যত কিছু সব তুমি,
আর দুঃখে তরিবার তরী॥
মাধব মধুসূদন, মদন মনোমোহন,
মুরারী মুকুন্দ মুর হর।

নমঃ গোবর্দ্ধন ধারি, নমঃ গকুল বিহারি,
গোবিন্দ গোপাল গদাধর ॥
নমঃ পলাশ লোচন, নমঃ পন্নগ আসন,
পদ্মলাভ পবন পাবন।
নমঃ কালীয় দমন, জগন্নাথ জনার্দ্দন,
শ্রীমহ নৃসিংহ বামন ॥

দেবগণের বিষ্ণুর প্রতি উক্তি, ও দৈববাণী প্রাপ্ত, এবং মনোমোহিনীর নিকটে আগমন।

পয়ার।

এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর করিয়া স্তবন।
নিবেদিল সব কথা কমল আসন ॥
তুমি দিলে ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারি পদ।
এবে মনোমোহিনী শাপে যায় সে সম্পদ ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত দেবগণ।
নিজ নিজ দুঃখ করিলেন নিবেদন ॥
যজ্ঞভাগী তুমি তোমা করিলে সকলে।
অদ্য তাহা যায় মনোমোহিনী শাপানলে ॥
আপনি জগতে সর্ব্ব কার্য্যে সাধুগণে।
সর্ব্ব দুঃখ পায় হয় মাধব স্মরণে ॥
অতএব রক্ষা কর আমা সবাকারে।
এত বলি দাণ্ডাইলা সকল অমরে ॥
এইকালে দৈববাণী হোল অকস্মাৎ ॥
শুন সর্ব্ব কথা আমি যাইব পশ্চাৎ ॥

ইহা শুনি দেবগণ হোয়ে আনন্দিত।
মনোমোহিনী স্থানে সবে চলিলা ত্বরিত।।
চিরকাল পতি সেবা ধর্ম্মে সেই সতী।
প্রকাশিছে তেজ অগ্নিশিখাসম জ্যোতি।।
যোগাসনে বসি পতি শব বক্ষে ধরি।
[illegible] স্ফটিক মালা সদা করে করি।।
জপ মুদ্রা করি সতী পতির [illegible]।
[illegible] তুলসী মালা পরিয়া গলেতে।।
[illegible] অলঙ্কার ভূষণে উজ্জ্বলা।
[illegible] সিন্দুর বিন্দু ইন্দু যেন কলা।।
[illegible] রহিয়া সদা সুন্দর যৌবন।
[illegible] চারু চম্পক বরণ।।
[illegible] দেখে দেবগণ হইয়া বিস্ময়।
[illegible] অন্তরে অন্তরে শাপ ভয়।।
[illegible] পদদ্বয় হৃদয় কমলে।
[illegible] পুস্তক শ্রীভীমাচরণ বলে।।

[illegible] ব্রহ্মবালক বেশে মনোমোহিনী নিকটে আগমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন।

পয়ার।

[illegible] বলেন শিবা করুক শ্রবণ।
[illegible] স্বরূপকে অগ্রে করি দেবগণ।।
[illegible] নিকটে এলেন ব্রহ্মচারি।
[illegible] সতী করপুটে করিল প্রণতি।।

স্বামিকে রাখিয়া কাছে কান্দিতে লাগিল
এইকালে এক দ্বিজ বালক আইল॥
শুক্ল বাস পরিধান তিলক ধারণ।
শিরে ছত্র করে দণ্ড পুস্তক শোভন॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লিপ্ত রূপ মনোহর।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে শশধর॥
বিষ্ণুর মায়ায় সবে বিস্মৃত হইল।
দেবগণে দ্বিজসুত কহিতে লাগিল॥
ব্রহ্মা শিব অগ্রে করি ওহে দেবগণ।
কি হেতু আইলে হেথা কহ সে বচন॥
পরে দ্বিজ কহিলেন মনোমোহিনী প্রতি।
সঙ্গে শব একাকিনী কে তুমি যুবতী॥
কার পত্নি কি হেতু এখানে আগমন।
এত শুনি সুন্দরী সকল বিবরণ॥
শুনি মনোমোহিনী বিপ্রে প্রণাম করিল।
যথাযোগ্য সম্বোধনে কহিতে লাগিল॥
সত্যেন্দ্রের রাণী আমি এই মম পতি।
সকলে আমারে বলে মনোমোহিনী সতী।
সম্প্রতি আমারে পতি শরীর ত্যজিয়া।
অনাথিনী করি মোরে গেছেন চলিয়া॥
বিলাপ করিয়া দেবগণে ডাকিলাম।
পতির জীবন মম দাও মাগিলাম॥
দেবতার সম দাতা আর দয়াবান।
নহিল নহিবে প্রভু নহে বিদ্যমান॥

এই হেতু দেবতা নিকটে সর্ব্বজন।
স্ব বাঞ্ছিত বর সবে করয়ে প্রার্থন।।
পতির জীবন প্রভু আমার বাঞ্ছিত।
না দিলে শাপিব দেবগণে সুনিশ্চিত।।
শুনি দ্বিজ পুনরপি শুন দ্বিজবর।
এ সব হইব সত্য সবার উপর।।
এতবলি মনোমোহিনী সুস্থিরা হইল।
পয়ার প্রবন্ধে দ্বিজ কবি বিরচিল।।

বিপ্রবালক মনোমোহিনীর পতির মৃত্যুর কারণ
জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহাকে মৃত্যু কন্যা
ও কাল যমাদি দর্শন করান।

শুনি দ্বিজ মনোমোহিনী কহ সে বচন।
কোন রোগে তব কান্ত ত্যজিল জীবন।।
দ্বিজ কহে আমি সর্ব্ব রোগ চিকিৎসার।
অবগত নহ তুমি ক্ষমতা আমার।।
এ সংসারে মৃত্যু তুল্য অথবা বিনাশে।
সন্তোষে বাঁচাইতে পারি অনায়াসে।।
ব্যাধ যেন বন হৈতে পশু আনে বাঁধি।
সেই রূপে জরা মৃত্যু যম কাল ব্যাধি।।
বিনা কালে পারিগো করিতে আনয়ন।
অবগত আছি সব ব্যাধির কারণ।।
যাহা হৈতে ব্যাধি বীজ জন্মে অমঙ্গল।
নিবারিতে নারে আমি জানি সে সকল।।

বিনারোগে যোগে শাপে অথবা বিষাদে।
যদি মরে বাঁচাইতে পারি অপ্রমাদে॥
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য মন্মথের রাণী।
অক্ষ চিত্তা হৃষ্টান্তরে কহে মিষ্টবাণী॥
বয়সে শিশুর প্রায় করি দরশন।
মহাজ্ঞানবান সম তোমার বচন॥
প্রতিজ্ঞা করিলে মম বাঁচাইবে পতি।
বিপরীত নহে তব আছয়ে শকতি॥
কিন্তু প্রভু সন্দেহ যে কিছু মম আছে।
কি রূপে করিয়া পতি বাঁচাইবে পাছে॥
জীবিত হইলে পতি মম সন্নিধানে।
জিজ্ঞাসিতে নাপারিব পতি বিদ্যমানে॥
তুমি জ্ঞানী ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
পতি হৈতে শ্রেষ্ঠ মহ কোন জন॥
নারীর ভর্ত্তা কর্ত্তা শাস্তা স্বামি যিনি।
স্বামী ত্যজে সংকুলজা কামিনী॥
স্বভাবে কুলটা দুষ্টা নারী হয় যেই।
নিজ পতি সহ অশ্রদ্ধা করে সেই॥
পতি যদি রমণীরে করয়ে শাসন।
কেবা শক্ত হয় তাহা করিতে বারণ॥
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাদি ত্রিভুবন গত।
সর্ব্বজন মধ্যে ইহা আছে সুবিখ্যাত॥
স্বামি রমণীর কর্ত্তা স্বামি বিদ্যমান।
রমণীর গুরু নাহি স্বামির সমান॥

যদি দ্বিজ তোমাতে সকল শক্তি আছে।
কাল যম মৃত্যুকন্যা ডাকো মম কাছে॥
মন্যোহিনী বাক্যে দ্বিজশিশু সেইক্ষণে।
সভামধ্যে আহ্বান করিয়া তিন জনে॥
কহিছেন মৃত্যুকন্যা কর দরশন।
কৃষ্ণবর্ণা পরিধানা লোহিত বসন॥
সুমুখী শান্তি দয়া যুক্তা মহাসতী।
ব্যাধিরূপ চতুঃষষ্ঠি সন্তান সংহতি॥
শক্তি যুক্তা স্তন দিতেছেন সবাকারে।
ইহার দক্ষিণে দেখ কালবলি যাঁরে॥
নারায়ণ অংশে কাল মহাউগ্র রূপ।
বিকট আকার গ্রীষ্ম ভাস্কর স্বরূপ।
ষড় মুখ ষোলহাতে চব্বিশ লোচন।
তুঙ্গপদ কৃষ্ণবর্ণ লোহিত বসন॥
বদনে ঈষদ হাস অক্ষমালা করে।
জপিছেন কৃষ্ণনাম পরম ঈশ্বরে॥
যমে সন্দর্শন সতী কর তার পরে।
ধর্ম্ম বলি যাঁরে পুন বলয়ে সংসারে॥
স্থূলপদ কৃষ্ণবর্ণ রবির নন্দন।
জপিছেন সদা মনে ব্রহ্মসনাতন॥
তবে মন্যোহিনী ক্রমে দেখি তিন জনে।
কহিতে লাগিলা অগ্রে যম সম্বোধনে॥
অকালে কি হেতু তুমি হর মমপতি।
শুনি যম কহিছেন মন্যোহিনী প্রতি॥

জগতে অকালে সতী কেহ নাহি মরে।
ঈশ্বরের আজ্ঞাবিনা কার সাধ্য হরে॥
আমারে কি হেতু তুমি কর জিজ্ঞাসন।
মৃত্যুকন্যা আজ্ঞাবিনা না করি গ্রহণ॥
শুনি সতী জিজ্ঞাসিলা মৃত্যুকন্যা প্রতি।
আমি সত্ত্বে কি হেতু মরিল মম পতি॥
তুমি নারী জান সত্য স্বামির বেদন।
তবে কেন মম পতি করিলে হরণ॥
শুনি মৃত্যুকন্যা তারে করিল উত্তর।
প্রথমেতে সৃষ্টি যবে করিলা ঈশ্বর॥
করিলেন এই কর্ম্মে আমারে সৃজন।
কোনোমতে আমাহৈতে না হয় বরণ॥
সেইমধ্যে তেজস্বিনী তুমি হও ধনি।
[illegible] কি কর সতী আমারে এখনি॥
[illegible] এজগতে মঙ্গল সবার।
কিন্তু কালে দোষ সতী নাহিক আমার॥
আর মম চতুঃষষ্টি পুত্র ব্যাধিগণ॥
কাল আজ্ঞাবিনা তারা না করে স্পর্শন॥
তবে সতী যথাযোগ্য কালে নমস্কার।
জিজ্ঞাসিল কেন মম পতি লইলে হরি।
কাল কহিছেন শুন আমার ভারতি।
কে আমি বা মৃত্যুকন্যা কেবা পিতৃপতি॥
কেবা সর্ব্ব ব্যাধিগণ কার কি শকতি।

যাঁর আজ্ঞাবশে সুরনর জন্তুগণ।
নিজ নিজ কর্ম্ম সবে করয়ে সাধন॥
যাঁর ভয়ে বহে বায়ু সূর্য্যোদয় হয়॥
যাঁর ভয়ে প্রজাপতি সংসার সৃজয়॥
যাঁর ভয়ে বিষ্ণু সৃষ্টি করেন পালন।
যাঁর ভয়ে সংহার করেন পঞ্চানন॥
এজগতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাক্ষী ভয়ে যাঁর।
কালচক্র আদি ভ্রমে শাসনেতে যাঁর॥
দিকপাল গণ যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরে।
যাহার আজ্ঞায় বৃক্ষ ফল পুষ্প ধরে॥
যাঁর ভয়ে মেঘগণ করয়ে বর্ষণ।
যাঁর ভয়ে ধরাধর করেন ধারণ॥
নির্ণয় না হয় বেদে আদ্য অন্ত যাঁর।
স্তুতিপাঠ পুরাণাদি করয়ে যাঁহার॥
আমরা যে কেহ সবে যাঁহার প্রেরিত
যাঁর আজ্ঞা বিনা নারি করিতে কিঞ্চিৎ
সেইজনে চিন্তু সতি হোয়ে একমন।
এত কহি করে সবে সস্থানে গমন॥
মায়াহিনী প্রতি পরে কহেন ব্রাহ্মণ।
কাল যম মৃত্যুকন্যা করিলে দর্শন॥
কহ সতী স্থির করি আমারে এখন।
কোন রোগে তব কান্ত ত্যজিল জীবন
শুনে এইক্ষণে আমি করিব উপায়।
যাহাতে সুন্দরি তব পতি প্রাণ পায়

তবে মনোমোহিনী কহিলেন হৃষ্টমনে।
না মরিল পতি মম রোগ সংঘটনে॥
ব্রহ্মশাপে জীবন ত্যজিল মম পতি।
প্রাণদান দেহ দ্বিজবর শীঘ্রগতি॥
মনোমোহিনী বাক্যে বিপ্ররূপি নারায়ণ।
দেবগণ প্রতি শীঘ্র কহেন বচন॥
কালীকার পদযুগ হৃদয় কমলে।
পূজিয়া পূজক শ্রীউমাচরণ বলে॥

বিপ্র বালকবেশে বিষ্ণুর দেবগণের সহিত
মনোমোহিনীর পতির প্রাণদান নিমিত্ত
কথোপ কথন।

পয়ার।

শুক্র বলে দ্বিজরূপে শ্রীমধুসূদন।
দেবগণ নিকটেতে করিয়া গমন॥
সবাকারে যথাযোগ্য সম্ভাষা করিলা।
দেবগণ কেহ তাঁরে চিনিতে নারিলা॥
পূর্ব্বাপর বিষ্ণুর মায়ায় সংমোহিত।
পরে দ্বিজ কহিতে লাগিলা যথোচিত॥
শ্বেত দ্বীপে শ্রীহরি নিকটে সবে গিয়া।
কোরে ছিলেস্তব শাপশঙ্কটে পড়িয়া॥
তাহাতে আকাশবাণী হোল অকস্মাৎ।
"যাহ সর্ব্বে তথা আমি যাইব পশ্চাৎ॥"

তুই দেবগণ আমি তোমাদের ত্রাণে।
দ্বিজরূপ ধরি আসিয়াছি এই স্থানে॥
এইক্ষণে সতীকে বরাব ক্ষমার্পণ।
পুনঃ তাঁর মানস করিব সম্পূরণ॥
অতএব এ বিষয়ে যা হয় বিহিত।
এই সর্ব্বজনেসভ্য, কালের উচিত॥
এতেক শুনিয়া সবে বিস্ময় হইল।
পরে ব্রহ্মা স্তব বাক্যে কহিতে লাগিল॥
যে কোনো অবস্থা গত শুচ্যশুচি নর।
ভক্তিতে স্মরিলে বিষ্ণু শুচি বাহ্যান্তর॥
আমি সৃষ্টিকরি সৃষ্টি সংহারেন হর।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সাক্ষি তব আজ্ঞা অনুসর॥
প্রাণিগণ শাস্ত্র, ধন তোমার আজ্ঞেতে।
এই রূপ যত কিছু সংসার মধ্যেতে॥
তোমার মহিমা প্রভু বর্ণিতে কে পারে।
বর্ণিতে বর্ণিতে মম চতুর্ম্মুখ হারে॥
অনন্তর হাসি হাসি কহে মহেশ্বর।
কোন বংশোদ্ভব তুমি কহ দ্বিজবর॥
করিলে কাহার স্থানে বেদ অধ্যয়ন।
কি নাম কাহার শিষ্য কাহার নন্দন॥
শিশু হোয়ে পরহিতে এতেক কাতর।
বিড়ম্বিতে আসিয়াছ যতেক অমর॥
এই ব্রহ্মা সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা হন।
সদা ভাবিছেন প্রভু তোমার চরণ॥

করিয়া তপস্যা তব লক্ষযুগ মান।
তবে সৃষ্টি সৃজিতে হোলেন জ্ঞানবান॥
আমি তব তপস্যা করিয়া চিরদিন।
তৃপ্তি না জন্মিল মনে শুন ভক্তাধীন॥
অদ্যাপি তোমার নাম গুণ পঞ্চমুখে।
স্পৃহাহীন গাইয়া ভ্রমণ করি সুখে॥
মৃত্যুকালে অথবা যে সদা সর্ব্বক্ষণ।
জপিলে যে নাম যম না করে স্পর্শন॥
তব নাম গুণ আমি কীর্ত্তন করিয়া।
মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি মৃত্যুরে জিনিয়া॥
তোমার মহিমা প্রভু কহিতে কে পারে।
কহিতে কহিতে মম পঞ্চমুখ হারে॥
শেষে দ্বিজরূপে কহিছেন প্রিয়ংপতি।
জিজ্ঞাসিলে মহেশ্বর আমারে সম্প্রতি॥
কিবা মম নাম কার বংশেতে উৎপত্তি।
তুমিতো সে পরিচয় জানো উমাপতি॥
এক্ষণে অন্য কথায় নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্র দান কর, সতীপতির জীবন॥
দ্বিজবর দেবগণে এতেক কহিয়া।
স্থির হোয়ে সভামধ্যে বসিলা হাসিয়া॥

মনোমোহিনীর পতির জীবন প্রাপ্তি ও দেবগণের
স্বস্থানে গমন ও মনোমোহিনী পতি সহিত গৃহে
আমন ও পৌলব মুনির বাক্যস্ফূর্ত্তি।

ত্রিপদী।

তবে সর্ব্ব দেবগণ, হইলেন হৃষ্টমন,
বিষ্ণুর কথায় সেইক্ষণে।
ব্রহ্মা শিব করি আগে, গেলা মনোমোহিনী ভাগে,
যথা সতী বসি যোগাসনে॥
লয়ে বিধি সুনির্ম্মল, নিজ কুমণ্ডলু জল,
প্রদান করিলা শবোপর।
সেই জলে চমৎকার, মন হোলো সুসঞ্চার,
জ্ঞান দান দিলেন শঙ্কর॥
ধর্ম্মজ্ঞান দিলা ধর্ম্ম, জীব দান দিলা শর্ম্ম,
অগ্নি দিলা জঠর অনল।
সর্ব্বকাম কাম দিলা, পরে বায়ু সমর্পিলা,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণ বল॥
সূর্য্য করি অধিষ্ঠান, দৃষ্টি শক্তি দিলা দান,
বাণী বাণী করিলা অর্পণ।
চন্দ্রদৃষ্টে হোলো শোভা, পূর্ব্বমত অঙ্গ আভা,
প্রকাশ পাইল সুচিকন॥
আয়ঃ বিনা সেই ব্যক্তি, কিন্তু হোলো হীনশক্তি,
পূর্ব্বমত রহিলা শয়নে।
দেখি হেমাঙ্গের সুতা, হোয়ে অতি দুঃখযুক্তা,
ধরিলেন দ্বিজের চরণে॥

দ্বিজ বলে শুন সতি, পরম ঈশ্বরে স্তুতি,
কর শীঘ্র হোয়ে এক মন।
তাঁহার করুণা বিন্দু, হোলে শক্তি সমসিন্ধু,
এইক্ষণে হবে নিয়োজন॥
শুনি মনোমোহিনী সতী, হোয়ে অতি ভক্তিমতি
আরম্ভ করিল তাঁর স্তব।
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম সাক্ষি, তুমি জগতের অক্ষি,
তোমা বিনা সবে হয় শব॥
পরম প্রকৃতী যিনি, সর্ব্বাধার স্বরূপিনী,
তোমা হৈতে হয়েন উৎপত্তি।
সেই সাপ্রকৃতি এক, প্রসবে ত্রিগুণাত্মিকা,
বিধি বিষ্ণু পার্ব্বতীর পতি॥
তাঁরে পূজি প্রজাপতি, হৈলা সৃষ্টি অধিপতি,
জগত পালিতে অধিকার।
পাইলেন নারায়ণ, সেই সৃষ্টি ত্রিলোচন,
প্রাপ্ত হৈলা করিতে সংহার॥
গ্রহণে তোমার নাম, জীবে পায় মোক্ষধাম,
খণ্ডায় জনম আদি দুঃখ।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে, তব গুণ গান সুখে,
চতুর্ম্মুখে জপে চতুর্ম্মুখ॥
মনোমোহিনী স্তবে তুষ্ট, উভয় প্রকৃতী বিষ্ণু,
শবের অন্তরে প্রবেশিলা।
পেয়ে তাঁহা অধিষ্ঠান, শব হোলো শক্তিমান,
যোড়হাতে শীঘ্র দণ্ডাইলা॥

তবে মন্মথ রাজন, স্নান করি শুদ্ধ মন,
ভক্তিভাবে দ্বিজে প্রণমিলা।
দেখি যত দেবগণ, করি পুষ্প বরিষণ,
দম্পতিরে আশিষ করিলা॥
পরে সর্ব্ব দেবগণ, বিপ্ররূপি জনার্দ্দন,
নিজ স্থানে করিলা গমন।
পতি লয়ে সতী ঘরে, আসি বহু দ্বিজবরে
নানামতে করাণ ভোজন॥
এখানে পৌলব ঋষি, মূক হোয়ে ছিলা বসি,
শাপ হৈতে হইলা মোচন।
শ্রীউমাচরণ কয়, সতীত্বের জয় জয়,
হরি হরি বলো সর্ব্বজন॥

মন্মথের মৃগয়া ও গৌরীর মৃগীদেহ ত্যাগ।

পয়ার।

শ্রীপতি বলেন শুন শুন ক্ষিপ্রসূত।
শুনহ রহস্য কথা পরম অদ্ভুত॥
কিছু দিন রাজ্য তবে করে নরনাথ।
যশ পুণ্যে দানে হোলো ভুবন বিখ্যাত॥
কাননভোজন আর মৃগয়া কারণ।
সর্ব্বদা সন্তোষ থাকে মন্মথের মন॥
এক দিন মহারাজ উঠিয়া প্রভাতে।
মৃগয়া কারণে যান সৈন্যগণ সাথে॥
চলে রাজা বন উপবন অতি ক্রমে।
কুরঙ্গের অন্বেষণে নানা স্থানে ভ্রমে॥

দৈব যোগে এক স্থানে হেরিল রাজন।
কুরঙ্গিনী তথা এক করয়ে ভ্রমণ॥
মৃগী হেরি মহিপতি হরিষ অন্তর।
তার প্রতি সন্ধান করিলা দুই শর॥
শরাঘাতে জীবন ত্যজিয়া কুরঙ্গিনী।
শাপে মুক্ত হোয়ে হোলো সুন্দরি কামিনী॥
ধরিল অদ্ভুত রূপ রতি মনোরমা।
নারী মধ্যে কেহ তার নাহি হয় সমা॥
নৃপ প্রতি করিয়া কটাক্ষ আকর্ষণ।
নিকটে আসিয়া চাহে করিতে স্পর্শন।
পূর্ব্বকথা সব মনে করিয়া স্মরণ।
নৃপবরে দিতে যায় প্রেম আলিঙ্গন॥
রাজা বলে কেবা তুমি কহলো সুন্দরী।
আসিয়াছিলে অরণ্য মাঝে মৃগী রূপ ধরি।
মোর সঙ্গে রঙ্গে চাহ করিতে বিহার।
রমণী হইয়া তব কিবা ব্যবহার॥
কখনো মিলন নাহি হয় তব সনে।
হটাতে রমণে লজ্জা ত্যজিবে কেমনে॥
সহজে প্রকৃতী লজ্জাবতী অতিশয়।
অন্য পুরুষের কাছে কথা নাকি কয়॥
একের রমণী হোয়ে দেখে অন্য পতি।
কামিনী আপনি কোথা যাচে আসি রতি॥
বেশ্যার না পায়ে অন্য কি বলিব আর।
তব রঙ্গ দেখে মোর অঙ্গ হোলো তার॥

কহলো আমারে ধনী কারণ ইহার ।
কে তুমি হরিণী রূপ কি হেতু তোমার ॥
যন যে আমারে দিতে চাও আলিঙ্গন ।
বিস্তারিয়া কহ দেখি এর বিবরণ ॥
কন্যা বলে প্রাণনাথ তুমি মোর পতি ।
আমি পত্নী তোমার শুনহে মহামতি ॥
নতুবা যে লজ্জা খেয়ে চাহি আলিঙ্গন ।
তুমি আত্ম বিস্মৃত না জানো বিবরণ ॥
জাতিস্মরা হই আমি শুন নরেশ্বর ।
রচিল উমাচরণ সারদা কিঙ্কর ॥

গৌরী বিদ্যাধরীর পরিচয় ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

কহে কন্যা রূপবতী, শুন ওহে নরপতি,
    বেশ্যাকুলে আমার জনন ।
গৌরী বিদ্যাধরী নামে, আছিনু ইন্দ্রের ধামে,
    নর্ত্তকীর মধ্যেতে গণন ॥
উদ্যানে কুসুম দীপ্তি, হেরিতে আমার তৃপ্তি,
    মানসে মানস ছিল সার ॥
শুনহে অবনীপতি, নন্দন কাননে গতি,
    এক দিন হইল আমার ॥
হেনকালে নৃপবর, শ্রীমঙ্গল নাম ধর,
    আইল এক গন্ধর্ব্ব নন্দন ।

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

কি রূপ তাহার রূপ, কথনে না যায় ভূপ,
তার রূপে হইনু মগন ॥
মজিয়া অনঙ্গ রঙ্গে, বিহরি তাহার সঙ্গে,
অলশে অবস কলেবর ।
আত্মজ্ঞান দূর হয়, রতি অতৃপ্ত সময়,
উদ্যানে আইল পুরন্দর ॥
হেরি দুজনার কায, ক্রোধ করি দেবরাজ,
দোঁহারে করিলা অভিশাপ ।
ইন্দ্র বলে গৌরী যেন, করিলি কুকর্ম্ম কেন,
মর্ত্তো মৃগীরূপে ভুঞ্জ পাপ ॥
শ্রীমঙ্গল যাও ভূমী, এস্থান অযোগ্য তুমি,
ক্ষত্রিবংশে তুমি হে জন্মিবে ।
পাপেতে মজায়ে মতি, হোয়ে এর উৎপত্তি,
অনুতাপ সর্ব্বদা ভুঞ্জিবে ॥
তবে ইন্দ্রপদ ধরি, কহিনু বিনয় করি,
কবে শাপ হইবে মোচন ।
বিনয়ে পাইবা তোষ, মোরে পরিহরি রোষ,
কহিলেন সহস্রলোচন ॥
শ্রীমঙ্গল হইতে যবে, মৃগীদেহ নষ্ট হবে,
সেইক্ষণে পাবে পূর্ব্ব রূপ ।
যার জন্যে পেলে দুঃখ, তাহা হইতে পাবে সুখ,
এতবলি গেল সুর ভূপ ॥
বচন বাসব উক্ত, শাপ হৈতে কৈলে মুক্ত,
সেই জন তুমি রসময় ।

পূরাও আমার সাধ, নাশো মনো অবসাদ,
দেখ হে আমার অসময়॥
রমহ পরাণে বাঁচি, এ হেতু রমণ যাচি,
কহিলাম পূর্ব্ব বিবরণ।
সেই তুমি সেই আমি, তেবে দেখ ভূবীস্বামী,
দ্বিজ কবি করিল রচন॥

বিদ্যাধরীর প্রতি রাজার প্রত্যুত্তর।

পয়ার॥

শুনলো সুন্দরী ধনী ক্ষীতিপতি কয়।
তোমার কথাতে মম না হয় প্রত্যয়॥
বিশেষে বলিলে তুমি যে সব বচন।
মোর জ্ঞান হইতেছে নিশীর স্বপন॥
গৌরী বলে প্রাণনাথ সকলি ভুলিলে।
আসিয়া নন্দনবনে আমারে হরিলে॥
মৃগীরূপে ছিনু বটে নিবাস কাননে।
পূর্ব্বজন্ম কথা রাজা পড়ে মোর মনে॥
যা বলো যা কহ নাথ তুমি মোর পতি।
আলিঙ্গন দিয়া স্নিগ্ধ করহে ভূপতি॥
রতিরঙ্গ মোর সঙ্গে কর অবিরোধে।
পাইবে পরম প্রীতি আজু হৃদবোধে।
রাজা ভাবে ছিল পূর্ব্বে মৃগীরূপ ধরা।
সে দেহ বিগতে হোলো ভুবী মনোহরা॥

কার ভাব লাবন্য অপাঙ্গে মোহে মন।
রমণী আপনী আসি যাচিছে রমণ॥
বিদ্যাধরী হবে কগো করিনু বিতর্ক।
মুখপদ্মে ওষ্ঠাধর প্রভাতের অর্ক॥
মনে মনে ভাবে রাজা একি পরমাদ।
রমিতে উহার সনে মনে হয় শাধ॥
কিন্তু ইথে ধর্ম্ম যাবে মজিব কলঙ্কে।
লোকে কি ডুবিয়ে রব পাপরূপ পঙ্কে॥
দৌঁহে বলে বঁধু হে কি ভাব মনে মন।
বড় যে গেলয়ে অধোভুবনে বদন॥
মনবুঝে দেখে রাজা বাধ্য কি অবাধ্য।
দ্বিজ কবি বলে রামা নহে মোর সাধ্য॥

পয়ার॥

রাজার বচনে বিদ্যাধরী কিছু কয়।
কি বলিলে একর্ম্ম তোমার সাধ্য নয়॥
রমণ রমণী হোয়ে যাচি পুনঃ পুনঃ।
সাধিতে সাধিতে শাধ বিষাদেতে পুন॥
রাজা হোয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করে বিচার।
কিসে ধর্ম্ম কিসে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার॥
ধর্ম্ম ভয়ে মোরে নাহি আলিঙ্গিতে চাও।
রাজ ধর্ম্মে সাক্ষাতে অধর্ম্ম কত পাও॥
মোরসঙ্গে রমণে নহিবে লঘুপাপ।
কেমনে সহিবে মহাপাতকের তাপ॥

প্রথমেতো ইন্দ্রবাক্য দিবে বিসর্জ্জন।
দ্বিতীয় উপযাচিকা স্ত্রী বিবর্জ্জন।।
তৃতীয় পাতকে রাজা মহাপাপ গণি।
তোমার উপরে বধ দিবাছে এখনি।।
তোমার বিচ্ছেদে নাথ ত্যজিব পরাণ।
স্ত্রী হত্যা পাতক যে ভুঞ্জিবে মতিমান।।
বার বার পায়েধরি সাধিনু রমণ।
সদাহোয়ে তুমি নাথ হইলে শমন।।
বসুধা পালক তুমি দানে কর্ণ দাতা।
অরিতে কৃতান্ত প্রায় প্রজাদের ত্রাতা।।
সেই রাজা চাহে তার দেহ সেইক্ষণ।
নাহি চাহি ধন আমি তুরঙ্গ বারণ।।
নাচাহি বিমান মণি মুক্তা রত্নগণ।
বস্ত্র অলঙ্কার অন্ন নাচাহি রাজন।।
প্রেম আলিঙ্গন মাত্র একবার চাই।
ইথে অসামর্থ হৈলে বলিহারি যাই।।
বিদ্যাধরী বচনে লজ্জিত নরনাথ।
হাসিয়া ঈষদাপাঙ্গে কৈলা দৃষ্টিপাত।।
মনে মনে বিবেচনা করি বহুক্ষণ।
এরে ত্যাগ অনোচিত ভাবি কহে ভূপ।।
আইস প্রীয়া তোমারেতো আলিঙ্গন দিয়া।
চন্দ্রাধিক শীতল করিব তব হিয়া।।
মন্মথের বাক্যে তবে ধড়ে এলো প্রাণ।
বলে প্রাণ তুরিতে আমারে কর ত্রাণ।।

এতবলি দুই জনে হইল মিলন।
উভয়ে উভয়ে দেয় প্রেম আলিঙ্গন॥
শুনহ রসিক জন রসের সম্ভাষ।
বিরচিত শ্রীউমাচরণ কালীদাস॥

মালাবতীর বিলাপ ও ইন্দ্রউক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

গুরুকে তদন্ত, জিজ্ঞাসে অনন্ত,
কহ কহ গুরুভূপ।
গন্ধর্ব্ব তনয়, মন্মথ তো হয়,
গৌরী যদি মৃগীরূপ॥
কহ এই বাণী, তবে তার রাণী,
কি রূপেতে মনোমোহিনী।
কহে গুরুবর, শুন শিষ্যবর,
অপরূপ সে কাহিনী।
বাসবের শাপে, দেঁহে পরিতাপে,
জীবন ত্যজিল যবে।
শ্রীমঙ্গল সতী, মালাবতী অতি,
মগ্নহোলো শোকার্ণবে॥
অশ্রুজলে ভাসি, ইন্দ্রস্থানে আসি,
বিনয়ে কহিছে সতী।
পতিধন জন, পতিসে জীবন,
পতি যুবতীর গতি॥

পতির বিহনে, সতীর জীবনে,
কিবা কায সুরেশ্বর।
হোয়ে আত্মঘাতি, হবো পতি সাথি,
পাতক গ্রহণ কর॥
এরূপ বিলাপ, করি পরিতাপ,
সতী মরিবারে যায়।
হেরিয়া তখন, সহস্র লোচন,
নিবারণ করে তায়॥
কন সুরপতি, শুন গুণবতি,
পরিহর পরিতাপ।
তোমার যে পতি, পাপে দিল মতি,
এই হেতু দেই শাপ॥
রাজার নন্দন, হবে সেই জন,
কেন দুঃখ ভাব আর।
দেহ ছাড়ি তুমি, জন্ম লোয়ে তুমি,
দারা হও গিয়া তার॥
এখানে যেরূপ, তথা সেইরূপ,
ন্যূনাধিক্য নাহি হবে।
শক্র বাক্যে ধনী, গঙ্গায় তখনি,
জীবন ত্যজিল তবে॥
সরোজ নগরে, হেমাঙ্গের ঘরে,
মালাবতী জন্ম নিল।
রূপ গুণবতী, মনোমোহিনী সতী,
দ্বিজ কবি বিরচিল॥

পয়ার।

শ্রীপতি বলেন পরে শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পতি দুই পত্নী বিহার যেমন॥
গৌরীরে আনিয়া রাজা রাখে উপবনে।
নিত্য গতায়াত করে অতি সঙ্গোপনে॥
নৃপতি হইলা যেন শরত ভ্রমর।
নিশি দিশি মধুপানে মগ্ন নিরন্তর॥
দিনে করে কমলিনী সঙ্গে কাম খেলা।
যামিনীতে কুমদিনী সঙ্গে হয় মেলা॥
এইরূপ নৃপতি ভাসয়ে রতি সুখে।
নিশাভাগে মনোমোহিনী সহ বুকে মুখে॥
দিনে গৌরী সঙ্গ রতি হাস পরিহাস।
এইরূপ করে রাজা আনন্দ বিলাস॥
রাজকার্য্যে ভূপতির নাহি আর মন।
সর্ব্বদা মানস তার করিতে রমণ॥
বিদ্যাধরী সনে প্রীতি বাড়িল রাজার।
সহজ অযত্ন হোলো সতী বনিতার॥
নিজ তাচ্ছল্যতা তবে বুঝি মনোমোহিনী।
এক দিন পতি প্রতি কহিলেন তিনি॥
কহ নাথ সর্ব্বদা বিমন থাকো কেন।
নব প্রেমে প্রেমী হোলে মনে লাগে হেন॥
কহ নাথ কোন রামা ভুলাইল মন।
সর্ব্বদা করহ ধ্যান তাহার রমণ॥

মন্মথ বলেন প্রিয়া কিছু জানি নাই।
বল দেখি কবে ছাড়া আছি তব ঠাঁই॥
অনিত্য সংসার সুখ বলেন ভূপতি।
দ্বিজ কবি বলে সার কোরেছি শ্রীপতি॥

মন্মথের গৌরী বিহার।

পয়ার।

একদিন রাজা গিয়া গৌরীর আলয়।
মনের আবেশে মজা লোটে রসময়॥
সায়ং কাল উপস্থিত রায় বলে আসি।
থাক মুহূর্ত্তেক গৌরী বলে হাসি হাসি॥
নিত্য নিত্য তার সঙ্গে পোহাও যামিনী।
তোমারে লেগেছে ভালো সেই বিলাসিনী॥
একদণ্ড এলে পরে যাই যাই বল।
সে নারী বেঁধেছে মন কোরেছে পাগল॥
হোক্‌মেনে যেয়ো এখন খেয়ো গিয়ে মধু।
ভালো যত্ন হানা মোরে পাইয়াছ বঁধূ॥
দুই পত্নী পতিরে উদয় এই দোষ।
রাখিলে একের মন একে করে রোষ॥
যেন পদ্মে গেলে অলি রোষে কুমুদিনী।
কুমুদে আইলে মান করে কমলিনী॥
নরেন্দ্র বলেন মোরে ঘটিল কিদায়।
শঙ্খের করাতে দুইদিকে কাটিযায়॥

পুনঃ দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়াতারে রায়।
অতি ত্বরান্বিত হোয়ে নিকেতনে যায়॥
হইল রজনী বৃদ্ধি হয় ছাড়াছাড়ি।
মন্মোহিনী সমীপেতে গেল তাড়াতাড়ি॥
পতিরে হেরিয়া সতী বেশ ছিন্ন ভিন্ন।
নিরখে পতির অঙ্গে সব রতি চিহ্ন॥
দ্বিজ কবি ভণে ব্যাঙ্গ বাক্যে কহে সতী।
জিজ্ঞাসিয়া সবতত্ত্ব জানে রসবতী॥

খণ্ডিতাভাব।

দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ।

হেরিয়ে পতির বেশ, কামিনী করিয়া দ্বেষ,
মনেতে পাইলা ক্লেশ, বলে একি একি হে।
মনের মানসে রঙ্গে, বিহারিলে কার সঙ্গে,
রতিচিহ্ন সব অঙ্গে, অনুপম দেখিহে॥
কে লুটিয়া সুখভাগ, ভালে সিন্দূরের রাগ,
অধরে অঞ্জন দাগ, অনুরাগে দিয়াছে।
কোন নিদারুণ বধু, নখে ক্ষত কৈল বঁধু,
নিরস করিয়া মধু, নিঙড়িয়া নিয়াছে॥
চুম্বনে করিয়া ছিন্ন, নেত্র গণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন,
দিয়াছে তাম্বুল চিহ্ন, ভালো ভালো বেসেছো।
পেয়ে সে নারীর ধ্যান, কামে হোয়ে হতজ্ঞান,
তার বস্ত্র পরিধান, করিয়া তো এসেছো॥

ছাড়িয়া কমলছদ, মধুলোভে ষট্পদ,
কেতকীতে প্রায় বধ, বিধি লিপী ঘোটেছে।
এটিমাচরণ ভবে, শুন শুন চন্দ্রাননে,
রতি করি গৌরীসনে, এইদশা ঘোটেছে॥

পতিপ্রতি সতীর ভৎসনা।

পয়ার।

প্রাণেশ্বরে সম্বোধিয়া কহে তোমার প্রিয়া।
এই কি সরল ভাব প্রণয়ের চিহ্ন॥
বুঝানু তোমারে নাথ আজি ভাল শঠ।
অপর সহিত হলে সুরতি লম্পট।
ছলায় ভুলাতে মোরে বারে বারে চাও।
আপনার চাতুরি আর যাও যাও যাও॥
কেবল কথার কথা ভালোবাস মোরে।
তা নহু অনুৎ দল সর্ব্বদাই চেয়ে॥
কোথা যাও প্রাণনাথ মোরে দিয়া ফাঁকি।
সর্ব্বদা চঞ্চল আমি দেখি তব আঁখি॥
চক্ষু দেখে বুঝাযায় ভাব যে সকল।
তাহাতে পেয়েছি চিহ্ন মিছে কর ছল॥
হাবভাব মোরসঙ্গে তাদৃশীতো নাই।
নবনারী রঙ্গিনী পেয়েছ কোন ঠাই।
তাহাতে হবেবুঝি সে নারী সুন্দরী।
নতুবা মজিবে কেন মোরে পরিহরি॥

॥ ১১ ॥

ভাবে বলি কুলটা সে নারী অভিপ্রায়।
তাই আর নাহি লাগে ভালোহে আমায়॥
আমি হৈনু পুরাতন নবীনা সে জন।
আমার কাছেতে আর নাহি রহে মন॥
রতিচিহ্ন দেখিভাবে বুঝ অনুমানে।
বেশ্য হবে কেন কুলবধু নাহি জানে॥
চটকে আটক প্রিয় হোলে তারকাছে।
এই জন্যে আমারে তাছল্য হইয়াছে॥
কুলটা সহিত যে জনার প্রেম হয়।
কুলবধু প্রীত তার মনে নাহি লয়॥
ভাবের বিঘট নাথ দেখি দিনে দিন।
কতদিনে মোরপ্রীতে হবে উদাশীন॥
সুখেথাকো প্রাণনাথ প্রেয়সীর সনে।
আমার যাহোক্ নিবেদন ও চরণে॥
ইহাবলি অভিমানে কান্দিছে যুবতী।
দেখিয়া মন্মথ কহে মধুর ভারতী॥
রোদন সম্বর প্রিয়ে মুখেদেহ জল।
মিথ্যা মিথ্যা কেন শোকে হইলে বিকল॥
নিতান্ত তোমার আমি দিব্যকোরে কই।
তোমাছাড়া অন্য রমণীর বশ নই॥
কতকষ্টে তোমারে পেয়েছি নাহি ওর।
তোমারে তাচ্ছল্য কি কখন আছে মোর॥
বিনয় বচনে রাজা ভুষিছে হৃথ।
শ্রীউমাচরণ চট্ট করিল রচন॥

কেন নরপতি তুমি এত নিদারুণ।
ভালো ভালো বুঝিলাম তব গুণাগুণ॥
ভালো ভজা ভজিয়ে ভজনে দাগা দিলে
ভজনের চিহ্ন গুলা লুকাতে নারিলে॥
যা হোক্ তা হোক্ তুমি ভজন প্রবীন।
ঠাকুরাণী প্রতি হোলে এতেক কঠিন॥
প্রাণাধিক যে জন যাহারে ভালোবাসে।
সে নাকি তাহারে ছাড়ি যায় অন্য পাশে॥]
এ কেন কামিনী ছাড়ি অন্যেতে বিহার।
পদ্ম ত্যজি কেতকিনী অলির স্বীকার॥
গোপনে করিয়া চুরি না রাখো গোপনে।
বল দেখি ঠাকুরাণী কি ভাবিবে মনে॥
স্বীয়া ছাড়ি পরকীয়া কাছে পতি যান।
আছে যে স্ত্রীধর্ম্ম তাতে কোরে থাকে মান॥
তাতে যদি মানিনীর মানে মোহে মন।
পতিকে করিতে হয় সে মান ভঞ্জন॥
একবার সাধা মাত্র না সাধিলে নয়।
কথার কথায় কোথা মান ভঙ্গ হয়॥
জীতেন্দ্রিয় বলিতাম দেখে তব ধ্যান।
কপট দক্ষিণ মত এবে হোলো জ্ঞান॥
ভাবিয়া তোমার ভাব ঠাকুরাণী দুখি।
না হেরিবে তব মুখ আর বিধুমুখী॥
রাজা বলে বল তবে উপায় কি হবে।
কহ সখি কিসে মোর দুই কুল রবে॥

সখী বলে যে মান কদাচ না খণ্ডায়।
চরণে ধরিলে রাগ যায় কি না যায়।।
আমি জোরে দিতে পারি প্রীত তার সনে।
যদ্যপি পালন কর আমার বচনে।।
মন্মথ বলেন তুমি যখন যা কবে।
না করিব আন তাতে শুন সখি সবে।।
সহচরিগণে বলে শুন হে রাজন।
অদ্য যামিনীতে তথা করিহ গমন।।
শ্রীউমাচরণ বলে মান হবে ক্ষীর্ণ।
[illegible] গেল তথা করিতে সংকীর্ণ।।

মনোমোহিনী প্রতি সখিগণের উক্তি।

দুতীছন্দ।

শুন শুন শুন গো পতিব্রতা।
নায়কে সাধিতে হইনু রতা।।
কহিতে বিশেষ, অনেক কি শেষ,
হৃদয়ে লাগিল তাহার কথা।।
সাধিয়া সাধিয়া সম্পুটপাণি।
কাঁদিয়া কতেক কহিনু বাণী।।
তোমার লাগিয়া, যামিনী জাগিয়া,
ক্ষেদমানে বসি আছেন রাণী।।
তোমা প্রতি একে আছিল বামে।
অধিক জ্বলিল তোমার নামে।।
শেষে সবে গিয়া, চরণে ধরিয়া,

শুন ওগো সহচরি, এখন বল কি করি,
না বুঝে করিনু তারে হেলা।
মানে করি পরিহরি, সে সাধে চরণে ধরি,
বিনয়ে যাচিল রতি খেলা॥
ক্রোধে মানে মজি আমি, ত্যজিলাম নিজ স্বামি,
সে যদি করিয়া ইথে রাগ।
অন্য ভবনেতে গিয়া, সেই বিলাসিনী নিয়া,
করে যদি সুখে কাম যাগ॥
পদ্মিনী মানিনী রয়, অলির কি তাতে বয়,
কুমুদিনী তারে রতি যাচে।
অতএব সখিগণ, নাথে কর অন্বেষণ,
আমার তেমনি হয় পাছে॥
হৃদ পরাধীন যেই, কেন মান করে সেই,
অবলার খাটে কই জোর।
ত্যজিয়া আমার স্থল, তাহার কি ক্ষতি বল,
যে ক্ষতি সে ক্ষতি হবে মোর॥
একে অনাদর করে, অন্যে লয় সমাদরে,
পুরুষ সে পরশ রতন।
আমি হেন প্রাণধনে, মানিনী হইয়া মনে,
করিলাম তার অযতন॥
মরি মরি প্রাণ যায়, মান কোরে একি দায়,
কি হবে সজনী মোরে বল।
মথিলাম প্রেমসিন্ধু, না উঠিয়া সুধা বিন্দু,
উঠিল বিচ্ছেদ হলাহল॥

মন্মোথে মথিছে প্রাণ, সে বিনা না দেখি ত্রাণ,
কর সখী তাহার বিধান।
কোথা গেল প্রাণধন, কামে মুগ্ধ ক্ষুব্ধ মন,
পেয়ে মোর কাছে অপমান॥
কান্ত বিনা প্রাণসখি, সকল বিপক্ষ লখি,
অনল সমান এ অনীল।
গুঞ্জরবে হানে শূল, ঐ দেখ অলিকুল,
কলরব করিছে কোকিল॥
বেষাক্ত বিনোদবেশ, বেণী মোর হৈল শেষ,
ঘটাইছে জীবনে বিষাদ।
পরকীয় সুখে সুখী, পরে দুখ দিলে দুখি,
রমণীর জীবনে কি শাধ॥
শুন ওলো সহচরী, আর না ধৈরজ ধরি,
রজনী যাইছে অকারণে।
আশু মিলাইয়া কাছে, তারে দিলে প্রাণ বাঁচে,
শ্রীউমাচরণ চট্টভণে॥

রাজার প্রতি সখিগণের উক্তি।

পয়ার।

একরূপেতে মন্মোহিনী বঞ্চায় যামিনী।
কলহান্তরিতা হোয়ে তাপিতা কামিনী॥
প্রভাতে উঠিয়া তাঁর সহচরিগণ।
রাজারে বিরলে পেয়ে কহিছে তখন॥

করিলাম রাজী স্তুতি প্রণামে॥
রমণীর কেন এতেক মান।
পায়ে ধরিলেও অসমাধান॥
যাহা শেষ রয়, তা করিতে হয়,
অন্যস্ত কিছুই নহে বিধান॥
পরম চতুরা সঙ্গিনিগণে।
লাগাইল ধ্যান দোঁহার মনে॥
কেন গুণ ধরে, দিনে নিশাকরে,
শ্রীউমাচরণ সরসে ভণে॥

অথ স্বাধীন ভর্ত্তৃকাভাব।
সুদীর্ঘ ত্রিপদী।

সখিমুখে শুনি ধনী, আসিবেন গুণমণি,
উপজিল সুখ শাধ মনোদুঃখ নাশিয়া।
আছে কান্ত উদ্দীপনে, পথ চাহে ক্ষণে ক্ষণে,
হেনকালে রসরাজ মিলিলেন আসিয়া॥
মুখে মৃদুহাসি ধরি, অপাঙ্গে ঈঙ্গিত করি,
লাজেতে ঢাকিল তনু নীলাম্বর ঝাঁপিয়া।
পাসরিল সব দুঃখ, পতির সোহাগে সুখ,
পুলকে লোমাঞ্চ তনু ঘন উঠে কাঁপিয়া॥
শুনহে নাগর রায়, নিবেদন রাঙ্গাপায়,
দিলাম যৌবন ধন মনে সাধি করিয়া।
না চাহিও অন্য পানে, না যাইও অন্য স্থানে;
তা যদি করিবে নাথ প্রাণে যাবো মরিয়া॥

নায়কোক্তি।

লঘু-চৌপদী।

কহিছে নাগর, গুণের সাগর,
আপনি যা কর, শুনলো ধনী।
বিহনে তোমার, সব শূন্যাকার,
ধন কোন্ ছার, প্রাণে না গণি॥
দিল তোমা বিধি, হৃদয় সন্নিধি,
জলনিধি নিধি, অধিক মানি।
কথা বলো একি, মৃত্যুদায়ে ঠেকি,
তবু বলি দেখি, বদন খানি॥
মনের মতন, হৃদয় রতন,
কতেক যতন, আঁখির মণি।
শোভয়ে এরূপ, কি কব সে রূপ,
মণিতে যে রূপ, ভূষিত ফণী॥
বিচ্ছেদ অনলে, মগ্ন হবো তবে,
রক্ষা গত যবে, হইবে শনি।
দ্বিজের রচিত, পীরিতি ললিত,
কবিতা ভুলিত, কনকাবনি॥

দম্পতির পুনঃ প্রণয়।

পয়ার।

কামিনী বলেন কান্ত কত কর ভানা।
যত ভালোবাসো নাথ তাবে গেল জানা॥

তুমি আমি ভিন্ন নহে কহিছে রাজন।
অন্যেতে প্রবৃর্ত্তি মোর না হয় কখন॥
আইসলো প্রেয়সি আগে হই এক অঙ্গ।
পশ্চাতে কহিব আমি ইহার প্রসঙ্গ॥
পতিপ্রতি সতী ক্ষমা করি সর্ব্ব দোষ।
রতিদানে করিলা পতির পরিতোষ॥
রসালাপ কলাপের সমাপ্ত সময়।
বিদ্যাধরীর কথন রাজা সব কয়॥
শুনিয়া কিবা আশ্চর্য্য লাগে তাঁর মনে।
পূর্ব্ব দ্বেষ দুঃখ যত মরিল জীবনে॥
যতেক তাঁহার প্রতি আছিল বিরাগ।
শুনি বিদ্যাধরী কথা বাড়ে অনুরাগ॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য লাগে হেরিলে কি হয়।
হেরিব তাহারে প্রভু আনো নিজালয়॥
রাজা বলে তবে তুমি পরাণ ধরিবে।
হেরিলে দুঃখেতে প্রিয়া হিংসায় মরিবে॥
পতির বচনে তবে কহিতেছে রামা।
সুবর্ণ সদৃশ নাকি হোতে পারে তামা॥
আর দেখ ভ্রমরের কামিনী অনেক।
কভু নাকি হয় পদ্মিনীর প্রেমে ঠেক॥
ইন্দ্রের শতেক বিদ্যাধরী আছে যদি।
শচির যে ভাব সেই ভাব নিরবধি॥
আছয়ে সহস্র গোপী মাধবের রাধা।
তেমতি তোমার আমি শরীরের আধা॥

নভীশ্ব চন্দ্রভানু কাব্য ।

একেতো শশাঙ্ক কেন হোক্ না রমণী ।
তুমি যে সে আমি আছি শুন গুণমণি ॥
প্রিয়ার বচনে হর্ষ উপজে অশেষ ।
দ্বিজ কবি কহে গৃহে আনিল নরেশ ॥

মন্মথের রাজ্য ভোগ ।

অতি ক্ষুদ্র পয়ার ।

শিশুদের সঙ্গ । কত রঙ্গ ভঙ্গ ॥
সুখাহ্লাদে দেহ । নাহি হয় স্নেহ ॥
রাজা করে সুখে । পরম কৌতুকে ॥
নব দেশ আদি । কেহ নহে বাদী ॥
করি মহা বল । শাসে ভূমণ্ডল ॥
রক্ষা শিষ্টজন । দুষ্টের দমন ॥
পূজা হোম যাগ । ব্রতে অনুরাগ ॥
দেব দ্বিজ ইষ্ট । পদে মনোনিষ্ঠ ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর । সত্যে যুধিষ্ঠির ॥
অতি শান্ত দান্ত । নানা গুণে প্রান্ত ॥
মহা বীর্য্যবন্ত । ধৈর্য্যবন্ত ক্ষন্ত ॥
সবে গায় যশ । আত্মজনে বশ ॥
হেন মতে রাজ্য । করে নানা কার্য্য ॥
দ্বিজ কবি শিষ্ট । রচিল সুমিষ্ট ॥

পয়ার ।

মহা সুখে রাজ্যভোগ করে নরনাথ ।
সদা সদালাপ বুধ বন্ধুবর্গ সাত ॥

অকাতরে মহারাজা করে ধন দান।
দুষ্টের দমন পণ্ডিতের রাখে মান॥
ভাগবত ভূদেবেষ্টপদে মনোনিষ্ঠা।
কালীকার প্রতিমূর্ত্তি করিল প্রতিষ্ঠা॥
কিবা হোম যাগ তাঁর নানা মহোৎসব।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হোলো অতুল বৈভব॥
ভাগবত শুনে ভক্তি করি গরিয়সী।
রাখে বৈষ্ণবেরধর্ম্ম করি একাদশী॥
মনোমোহিনী সতী আর সহ গৌরীবতী।
দুজনার প্রতি প্রীতি রাখে নরপতি॥
নানা সুখভুঞ্জি ভূপ সহ বিদ্যাধরী।
ভোগপূর্ণ হৈল গেল অমরনগরী॥
নিজ কান্তা সঙ্গে রঙ্গে রমণ বিলাশ।
নিত্য নিত্য নবসুখ নূতন উল্লাশ॥
এইরূপে দম্পতী ভুঞ্জিতে কিছুদিন।
সুলক্ষণ যুত সুত জনমিল তিন॥
বাল্যপরে পৌগণ্ডে সুবিদ্যা উপার্জ্জন।
ক্রমেতে যৌবন প্রাপ্ত ভাই তিনজন॥
ঘটা করি নৃপতি দিলেন পাণিগ্রহ।
স্থাপন করিলা এক বিষ্ণুর বিগ্রহ॥
নানাস্থানে নানা দান রাজা গদ গদ।
পুত্র পৌত্র পৌত্রবধু ইত্যাদি সম্পদ॥
এইরূপে কিছুকাল করি সুখভোগ।
অবশেষে নৃপতির বৃদ্ধাবস্থা যোগ॥

॥ ১২ ॥

প্রধান প্রধান প্রজা আনিয়া রাজন।
জ্যেষ্ঠসুতে রাজ্যভার করে সমার্পন॥
সত্যাশন নামে মন্ত্রি মহাভাগবত।
নৃপতির পরমাত্ম হরিগুণে রত॥
ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ শেষে রাজা মহাহর্ষ।
মন্ত্রি কাছে গিয়া ভূপ চাহে পরামর্শ॥
উচিত কর্ত্তব্য মোরে বল মন্ত্রিবর।
কিরূপে পাইব আমি প্রভু দামোদর॥
বিষয় বাসনে মম নাহি সাধ আর।
দ্বিজকবি কহে হরি ভরসা তোমার॥

সত্যাশন মন্ত্রির রাজার প্রতি হরিভক্তি উপদেশ।

ত্রিপদী।

মন্ত্রিবলে মহাশয়, সংসার অনিত্যময়,
জান তাতে অনর্থের মূল।
ছাড়াইয়া মিছামায়া, ভাই বন্ধু সুত জায়া,
সেই তত্ত্ব বর্ম্মে প্রতিকূল॥
সর্ব্বেব জানিহ ছায়া, নশ্বর আপন কায়া,
জীবন জীবন বিম্বপ্রায়।
কবে আছে কবে নাই, নিশ্চয় জানিয়া তাই,
রাখমন সেই রাঙ্গাপায়॥
যেই প্রভু নারায়ণ, নিরাকার নিরঞ্জন,
নিত্যময় সত্যসনাতন।

সর্ব্বব্যাপ্য সর্ব্বেশ্বর, তাঁরপদ সারকর,
এড়াইবে ভবের বন্ধন ॥
ঐকান্তিক করিমনে, যেই ভজে নারায়ণে,
সেই পায় তাঁহার চরণ।
শ্রীউমাচরণ বলে, হরির চরণ তলে,
দীনে কৃপা কর নারয়ণ ॥

মন্মথের তীর্থযাত্রা।

ত্রিপদী।

পাত্রবাক্যে করিস্থির, স্বস্ত্রীকেতে নৃপবর,
চলিলেন তীর্থ পর্য্যটনে।
বারানশী বৃন্দাবন, আদি তীর্থ দরশন,
করে রাজা আনন্দিত মনে।
নামেতে প্রয়াগে স্নান, করিয়া বিপুলদান,
কতদিনে অযোধ্যা যাইল।
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, প্রভাস পুরুষোত্তমে,
নরপতি সুখেতে ভ্রমিল ॥
এবম্বিধ তীর্থ যত, ভ্রমিয়া নৃপতি কত,
অবশেষে গেলা তপোবন।
সাধিতে তপস্যাবিত্ত, হরি পাদ পদ্মেচিত্ত,
ঐকান্ততা করিয়া রাজন ॥
অতঃপরে জায়া পতি, যোগধর্ম্মে দিয়ামতি,
যোগাসনে বসিল দুজন।

ভক্তিরসে হোয়ে মত্ত, চেষ্টাকরে সারতত্ত্ব,
করে দোঁহে বিষ্ণুর স্তবন ॥
শ্রীউমাচরণ কয়, কৃপাকর কৃপাময়,
মম বাক্য তোমার অযোগ্য।
ক্ষুদ্রকে ভকতি জোরে, এই ভিক্ষা দেহ মোরে
এই স্তব হোক্ তব যোগ্য ॥

ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ণে বিষ্ণুর স্তব।

পয়ার।

অচ্যুত অনন্ত অন্তর্যামি অস্ত ক্ষেত্র।
অধীনে অভয় দেহ অরবিন্দ নেত্র ॥
আত্মরূপ আদি নিরঞ্জন আপময়।
আকার আকার হীন আকাশ আশ্রয় ॥
ইচ্ছাকরি ইচ্ছাময় দেহ পদছায়া।
ইন্দ্রপূজ্য ইন্দুনখ ইন্দীবর কায়া ॥
ঈশ্বর ঈশান আত্ম ঈশ ত্রিভুবনে।
ঈদৃশ যাতনে রক্ষ্য ঈষৎ ঈক্ষণে ॥
উপেন্দ্র উল্লাশ দাতা উৎপাতক অব্ধি।
উত্তমে উত্তম রূপে উগ্র উপলব্ধি ॥
ঊর্দ্ধরেতা ঊর্দ্ধরেতা তুমি ঊর্দ্ধগামি।
ঊকার স্বরূপ ঊনপঞ্চাশের স্বামি ॥
ঋতব্রত ঋতুরূপ ঋষিগণার্চ্চিত।
ঋদ্ধিরূপা তুমি ঋদ্ধিপতির বন্দিত ॥

সতীর্থ চিত্রভানু [illegible]

ঋস্বরূপ কিন্তু ক্রীড়া সদা ঋর তলে।
ঋপতির রিপুকে না ঋ অর্পিলে ছলে ॥
এক একাধিক তুমি একার্দ্ধি অনন্ত।
একে একে সৃষ্টি এককালে কর অন্ত ॥
ঐহিক ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্র জালিকের প্রায়।
ঐব্রি তুল্য ভাবে মন ঐ রাঙ্গাপায় ॥
ওষ্ঠাধর রক্ত প্রভা ওদন প্রদাতা।
ও বর্ণে ও শব্দ যোগে ত্রিভুবন ত্রাতা ॥
ঔষধ স্বরূপ গুণ ঔদার্য্যে ঔৎসুক।
ঔরসে ঔদ্ভূতি তব ইন্দ্র ধাতা অর্ক ॥
কষ্ট কৃপাসিন্ধু তুমি কৃতান্ত ক্রন্দন।
কিঙ্করে কণিকাদানে কেন হে কৃপণ ॥
খগেন্দ্র বাহন খর্ব্বী খলে খর্ব্বকারী।
খিন্ন আছি তব খেদ খণ্ডাও মুরারি ॥
গোপশিশু গাবি বৎস গোকুলে পালন।
গৌরবে গোপনে লীলা সহ গোপীগণ ॥
ঘনশ্যাম ঘনাঙ্গে চন্দন ঘন সার।
ঘৃণ্যে ঘৃণা ত্যজি অংঘ্রি দেহ এইবার ॥
চক্রী চক্রপাণী চতুর্ভুজ ফিরে চাও।
চিন্তামণি চিন্তি চিত্তে নিশ্চিন্ত করাও ॥
ছদ্ম ছাত্র তুমি তুমি গুরু চারি বেদ।
ছলে ছোট হৈলে বলি দর্প করি ছেদ ॥
জয় জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগন্ময়।
জন্মে জন্মে জঠর যাতনা নাহি সয় ॥

ঝুনু রুণু রুণু ঝুনু মঞ্জীর ঝঙ্কিত।
ঝর ঝর ঝরে নেত্র নিবার ঝটিত॥
টলাটল আমি পাপে প্রাণ টল টল।
টলিলে টানিয়া টিকি লবে যম বল॥
ঠেলনা ঠাকুর ঠাঞী দেহ রাঙ্গাপদে।
ঠিক নই ঠিক হই ঠেকিয়া আপদে॥
ডরকূপে ডুবিয়া ডাকিলে যায় শঙ্কা।
ডগমগ হয় তনু বাজে তার ডঙ্কা॥
ঢঙ্গ আমি ঢলেছি তারিতে নাহি কেউ।
ঢলাঢল অঙ্গে লাগে ঢেক দুঃখ ঢেউ॥
তনু তব তরঙ্গিণী তত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞান।
তনয়ে তুরিতে ত্রিভুবনেশ কর ত্রাণ॥
থর থর কাঁপি স্থির নহি তব দায়।
স্থিতিনাথ স্থিতে স্থল দেহ রাঙ্গাপায়॥
দানবেন্দ্র দনুজ দমন দয়াময়।
দুঃখ দূর কর দীনে দিয়া পদাশ্রয়॥
ধর্ম্মাধর্ম্মো ধরাধর ধারি ধরাত্রাতা।
ধ্যানে ধ্যানহীন ধরা ধরা ধীশ ধাতা॥
নন্দসুত নরসিংহ নিতান্ত নির্গুণ।
নরক নাশন দীনে নহ নিদারুণ॥
পরম পুরুষ পূর্ব্বাপর পরাৎপর।
প্রপন্নে প্রসন্ন পাপে প্রভু রক্ষা কর॥
ফণি রাজশায়ী ফণি ফণার্পিত পদ।
ফল দেহ ফলী তুমি কৈবল্য ফলদ॥

ভগবান ভবভাব্য নাশি ভুবিভার।
ভিন্ন ভাব ভাগিভক্ত এনহে বিচার॥
মহোদধি মন্থনে মন্দার পৃষ্ঠদেশে।
মায়াতে মোহিনী হোয়ে মোহিলে মহেশে॥
যজ্ঞনাথ যজ্ঞেশ্বর যশোদা নন্দন।
যুগ যুগে যুগ্মদ যথার্থ সনাতন॥
রমানাথ রমারমা রক্ত পদ ছবি।
রক্তোৎপল রাগ রঙ্গে লুব্ধ রবি॥
লক্ষ্মী ... লক্ষ্মী লুব্ধ ললিত লাবণ্যে।
লোকে ... লোভহীন লীলা বিন্দ রণে॥
বিষ্ণু ... বিনাপাণি বিদমন।
বিপাক নাশক বিধি বৃষভ বাহন॥
শঙ্খ ... শিষ্য শাস্য শম্ভু গুরু।
শরীরে ... শরাশন ভুরু॥
ষড়ভুজ ষড়শাস্ত্র ষড়রিপু বধ।
ষট্‌কর্ম্ম স্বরূপ শ্রীমুখাব্জে ষট্‌পদ॥
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাসীন সর্ব্বে সারাৎসার।
সদয়ে সম্প্রতি কর সঙ্কট সংহার॥
হলায়ুধ হোয়ে হল হস্তে অরিক্ষয়।
হরি হরি হয় গ্রীব হবে কি সদয়॥
ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষিরোদ শায়ী ক্ষোভ কর ক্ষয়।
ক্ষিণেরে ক্ষমিয়া ক্ষীপ্রে দেহ পদাশ্রয়॥

দম্পতির কৈবল্য প্রাপ্ত।

ত্রিপদী।

এইরূপে যোগাশনে, স্তব করি নারায়ণে,
ধ্যানযোগে ত্যজিল জীবন।
আইল কুসুম রথ, দোঁহে হোয়ে বিষ্ণুবত,
বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন॥
কেহবা মুকুতুহলে, পুষ্পমাল্য দিল গলে,
কেহ দেয় শীতল জীবন।
এইরূপে লয়ে সঙ্গে, বিষ্ণু দূতগণ রঙ্গে,
উত্তরিল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বিষ্ণু দূত করিস্নেহ, চামর ঢুলায় কেহ,
কেহ দিল সুগন্ধি চন্দন।
গোবিন্দের গুণগাণ, গ্রন্থ হৈল সমাধান,
হরি হরি বল সর্ব্বজন॥
শ্রীগুরু চরণে মন, করি এই নিবেদন,
পূর্ণকর মন অভিলাশ।
শ্রবণে মধুর শ্রাব্য, রচিল ললীত কাব্য,
শ্রীউমাচরণ কালীদাস॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ॥